তাজিমী সিজ্‌দা

আলা হযরত শাহ ইমাম আহ্‌মদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)

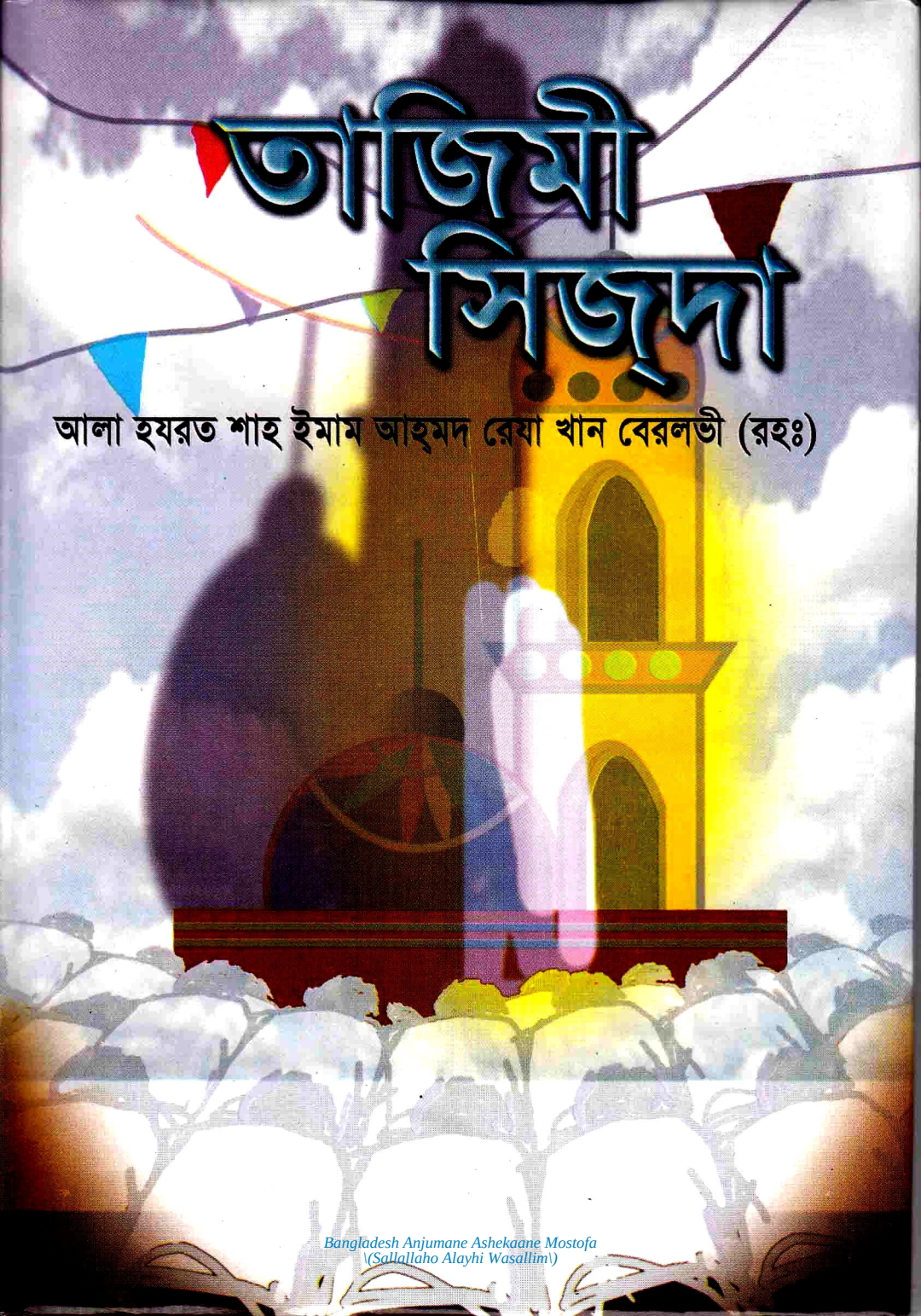

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

حُرْمَتِ سجده تعظِيم

তাজিমী সিজ্‌দা

মূলঃ আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)

অনুবাদঃ এস, এম আশরাফ আলী আল-কাদেরী

প্রাপ্তিস্থান

মুহাম্মদী কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোনঃ- ৬১৮৮৭৪

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

প্রকাশিকা ঃ বেগম আশরাফ আলী
ডাঙ্গরগাঁও, ময়মনসিংহ

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা জুলাই- ১৯৯১ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১লা জুলাই- ১৯৯৪ ইং
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ১লা রবিউল আউয়াল ১৪১৯ হিজরী
পুনঃ মুদ্রন : ০১/১১/০৭ইং
মুদ্রণে ঃ এনামস্ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

অক্ষর বিন্যাস ঃ আরিফুল হক মাহবুব
এনামস্ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

মূল্য ঃ -৬০/০০

প্রাপ্তিস্থান
মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬১৮৮৭৪

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

সূচী

✣ বিষয়	পৃষ্ঠা
✣ প্রথম পত্র	১
✣ দ্বিতীয় পত্র	৩
✣ পত্রের উত্তর	৪
✣ কুরআন করীম দ্বারা তাজিমী সিজদা হারাম প্রমাণিত	৮
✣ চল্লিশ হাদীছ দ্বারা তাজিমী সিজদা হারাম প্রমাণিত	১৩
✣ কবরের দিকে সিজদা করার নিষেধাজ্ঞা	৩০
✣ দেড়শ ফিক্‌হি দলীল দ্বারা তাজিমী সিজদা হারাম প্রমাণিত	৩৭
✣ কারো সাম্‌নে মাটি চুমু দেয়া প্রসঙ্গ	৪৮
✣ মাযারে সিজদা দেয়া সম্পর্কিত আলোচনা	৫৩
✣ সাহাবায়ে কিরাম, আয়িম্যায়ে এজাম, আওলীয়া কিরাম ও বিভিন্ন কিতাবের প্রতি অপবাদ	৫৭
✣ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অপবাদ	৬৫
✣ আল্লাহ তাআলার প্রতি অপবাদ	৭১
✣ হযরত আদম ও হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কে সিজদা প্রসঙ্গে আলোচনা	৭২

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

অনুবাদকের কথা

আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রঃ) বিরচিত 'হুরমতে সিজ-দায়ে তাজিম' পুস্তিকাখানি 'তাজিমী সিজদা' নামকরণ করে বাংলায় অনুবাদ করতে পেরে নিজকে ধন্য মনে করছি। আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এ ধরণের পুস্তিকা প্রকাশিত হয়নি। যার ফলে এ তাজিমী সিজদাকে নিয়ে আমাদের দেশে এখনও কিছুটা ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। কেউ একে শিরক মনে করে। আবার কেউ একে জায়েয মনে করে। অথচ এটা শিরকও নয় আবার জায়েযও নয়, বরং হারাম। কুরআন, হাদীছ ও ফিক্‌হ গ্রন্থের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা আলা হযরত এটাই প্রমাণ করেছেন। আশা করি এ পুস্তিকা পাঠে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটবে। পুস্তিকাটি যতটুকু সম্ভব হুবহু অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। তবে শেষের দিকে মূল বক্তব্য অটুট রেখে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করেছি যাতে পাঠকমহলের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে এবং যেন এক নাগারে পুস্তিকাটি আদিঅন্ত পাঠ করে মূল বক্তব্যটুকু হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হন। অনুবাদ যতটুকু সম্ভব সহজ সরল ও মার্জিত করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠকগণ উপকৃত হতে পারেন।

ওমান প্রবাসী জনাব মোহাম্মদ আবদুল করীম সাহেবের অনুপ্রেরণায় এবং তারই আর্থিক আনুকুল্যে পুস্তিকাটি প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল। এজন্য আমি তাঁর কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ। পরবর্তীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আমি নিজ খরচায় প্রকাশ করেছি। পাঠক মহল পুস্তিকা পড়ে উপকৃত হলে, আশা করি আমার জন্য আন্তরিকভাবে দুআ করবেন।

আমীন

অনুবাদক

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ.

প্রথম পত্র

৯ই রমযান ১৩৩৭ হিজরীতে মাদ্রাসায়ে ইব্রাহিমিয়া বানারস থেকে মাওলানা হাফেজ আবদুস সামী সাহেব নিম্নবর্ণিত মাসআলা সম্পর্কে আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান সাহেবের অভিমত জানতে চেয়ে এক খানা পত্র লিখেন।

মাসআলাটি হচ্ছে যায়েদ বলে যে, তরিকতের পীর মুর্শেদের জন্য তাজিমী সিজদা এখনও জায়েয আছে। এতদ্ব্যাপারে সে ফিরিশতাগণ কর্তৃক আদম (আঃ)কে সিজদা ও হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনাকে দলীল হিসেবে পেশ করে। সে আরও বলে যে, যাদুকরেরা হযরত মুসা (আঃ)কে সিজদা করেছে। কিন্তু আমর বলে যে, তাজিমী সিজদা আগের দ্বীন সমূহে জায়েয ছিল; আমাদের শরীয়তে সে হুকুম মনসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। তাফসীরে জালালাইন, মাদারেক, খাযেন, রুহুল বয়ান, জামেউল বয়ান, তফসীরে কবীর, ফতহুল আজিজ ইত্যাদিতে তা উল্লেখিত আছে। আর যাদুকরেরা সত্যের সন্ধান লাভ করে আসল খোদাকে সিজদা করেছিল, হযরত মুসা (আঃ)কে নয়। যেমন কালামে পাকে আছে-

قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ.

এ আয়াত দ্বারা তা-ই বোঝা যায়। যায়েদ বলে যে, কুরআন শরীফের বর্ণনা ও কাহিনীমূলক আয়াত নাসিখ মনসুখ হয় না, নুরুল আনোয়ারে তাই বর্ণিত আছে। তাই সিজদার বৈধতা এখনও বলবৎ আছে। কিন্তু আমর বলে যে, তাফসীরকারকগণ এর হুকুমটা মনসুখ বলে বর্ণনা করেছেন।

যায়েদ বলে যে, তাফসীরকারকদের নিজস্ব মতামত দলীল হতে পারে না, যতক্ষন এর নাসিখ বা রহিতকারী কোন আয়াত পাওয়া না যায়। আমর বলে যে, এর নিষেধাজ্ঞায় কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত আছে। যথা-

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ.

(হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং ইবাদত কর তোমাদের প্রতিপালকের)। সুতরাং বোঝা গেল যে, সিজদা হচ্ছে ইবাদত যা খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য হবে শিরক। কুরআন শরীফে আরও বর্ণিত আছে-

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ
اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

(অতএব আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁরই ইবাদত কর। সিজদা কর আল্লাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবদাত কর।) এখানে প্রথম আয়াতে لام এবং দ্বিতীয় আয়াতে اِيَّاهُ বিশেষত্বের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সিজদা একমাত্র জাতে পাকের জন্য নির্দিষ্ট; অন্য কারো জন্য শিরক, হারাম ও কুফরী।

যায়েদের মতে উপরোক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহর জন্য খাস করা হয়েছে ইবাদতের সিজদা, তাজিমী সিজদা নয়। সুতরাং সেটা জায়েজ। কিন্তু আমরের বক্তব্য হলো لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ এ আয়াত দ্বারা খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য সিজদা নিষিদ্ধ প্রমাণিত যদিওবা তা তাজিমী সিজিদা হোক না কেন। ফকীহ ও ইসলামী দার্শনিকগণ একে হারাম ও কুফর বলেছেন। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এর শরহে ফিকহে আকবর, আনজাহুল হাজা, হলবি শরহে মুনিয়া, মালাবুদ্দা ও আলমগীরীতেই তা-ই বর্ণিত আছে। অধিকন্তু এর বিপক্ষে অনেক সহীহ হাদীছ রয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

যায়েদের উত্তর হলো কুরআনের আয়াতে لَاتَسْجُدُوْا لِلْاِنْسَانِ (মানুষকে সিজদা কর না।) উল্লেখ নেই। এবং এর পক্ষে অনেক হাদীছ রয়েছে। যেমন ইকরামা ইবনে আবু জেহেল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর হুযুর আলাইহিস সালামকে সিজদা করেছিল। হুযুর তাকে নিষেধ করেন নি। (মাদারেজুন নাবুয়াত ও রাউজাতুল আহবাব দ্রষ্টব্য) জনৈক সাহাবী হুযূর আলাইহিস সালামের কপাল মুবারকে সিজদা করেছিলেন। তখন হুযূর (দঃ) বলেছিলেন তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছ। অতএব প্রমাণিত হলো যে সিজদা জায়েয।

এর প্রতি উত্তরে আমর বলে যে, ইকরামার রেওয়ায়েত থেকে সিজদা মুরাদ লওয়া কি ধরনের ধোঁকাবাজি তা আলেম সমাজের অজানা নয়। কেননা উক্ত হাদীছে উল্লেখিত আছে-

فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ مِنَ الْحَيَاءِ كَمَا فِىْ سِيْرَةِ الْحَلْبِىْ وَسِيْرَةِ النَّبُوَّةِ.

(লজ্জায় মাথানত করে) মাদারেজুন নাবুয়াতের উক্তিটা হচ্ছে-

نگاه از شرمندگی سردر پیش آں کند.

(তখন তিনি লজ্জায় মাথানত করেন)।

মিশকাত শরীফের হাদীছ দ্বারা বোঝা গেল যে, কপাল মুবারক সিজদাস্থল ছিল কিন্তু সিজদার লক্ষ্যস্থল ছিল না। তাই ওদের দাবী ভিত্তিহীন। যে জিনিসটার উপর সিজদা করা হয়, সেটাকে সিজদার লক্ষ্যস্থল বলা হয় না। অধিকন্তু হযরত কায়স (রাঃ) ও হযরত মুয়ায ইবনে জবল (রাঃ) এর রেওয়ায়েতকৃত হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে তাজিমী সিজদার নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়েছে (মিশকাত, ইবনে মাজা ও ১৩৩৭ হিজরী রজব মাসে প্রকাশিত মাসিক সূফীর ১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

যায়েদের মতে এসব হাদীছ খবরে আহাদের পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ একক রেওয়ায়েত কৃত। তাই এগুলো নিষেধাজ্ঞার দলীল হতে পারে না। অধিকন্তু কুরআনের আয়াত দ্বারা এর অনুমতি রয়েছে। যদিওবা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

করে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর হুকুম সার্বজনীন। আমরের কথা হলো কুরআনের আয়াত, হাদীছে নববী, ফকীহ ও দার্শনিকগণের বিশ্লেষণ দ্বারা তাজিমী সিজদা হারাম ও কুফরী প্রমাণিত এবং অনুমতির স্বপক্ষে কোন দূর্বলতর রেওয়ায়েতও বর্ণিত নেই। সুতরাং এটা দলীল বিহীন দাবী মাত্র। অতএব সম্মানিত মুফতীগণ থেকে জানতে চাই- কার বক্তব্যটা সঠিক?

দ্বিতীয় পত্র

২৯শে শাওয়াল ১৩৩৭ হিজরীতে খায়ব নগর মীরাট থেকে নওয়াব মমতাজ আলী খানের পৌত্র জনাব মুজাহেরুল ইসলাম প্রেরিত।

বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দেদ জনাব মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব, তসলীম বাদ আরয এই যে, গত ২৮শে জুন ২৯শে রমযান তাজিমী সিজদার সমর্থনে প্রকাশিত নিজামুল মাশায়েখ নামক একটি রিসালা আপনার সমীপে প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করি আপনি মেহরেবানী করে তাজিমী সিজদা জায়েয-নাজায়েয সম্পর্কে শরীয়ত সম্মত আপনার মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করে এ জটিল মাসআলার ব্যাপারে সঠিক ধারণা দানে বাধিত করবেন। কিছু দিন হলো, তকবিয়াতুল ঈমানের রদে আপনার রচিত معركة الاراء দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। উক্ত রেসালার ৪৩ পৃষ্ঠায় তাজি মী সিজদা জায়েযের পক্ষে নিম্নবর্ণিত ইবারতটি দেখলামঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ

(যখন আমি ফিরিশতাগণকে বললাম আদমকে সিজদা করার জন্য তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো।)

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا.

(ইউসুফ (আঃ) তাঁর মাতাপিতাকে উচ্চাসনে বসালেন এবং তাঁরা

সবাই তার সামনে সিজাদায় লুটিয়ে পড়লেন)

এ সিজদার দ্বারা তাহলে আল্লাহ তা'আলা, ফিরিশতা, আদম, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ) সবার শিরক হলো কারণ আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন, ফিরিশতাগণ সিজদা করেছেন, আদম রাজি ছিলেন; ইয়াকুব সিজদা কারী ছিলেন এবং ইউসুফ সম্মতি দান করেন। অতপর আপনি লিখেছেন "এখানে নাসেখ (রহিত করণ) এর প্রশ্ন উত্থাপন করা নিছক মুর্খতা বৈ কিছু নয়, কোন শরীয়তে শিরক হালাল হতে পারে না। কখনও সম্ভব নয় যে, আল্লাহ শিরকের হুকুম দেন। যদিওবা এটা পরে মনসুখ বা রহিত করেন"।

জনাব, আপনার উপরোক্ত ইবারত থেকে তাজিমী সিজদা জায়েয বোঝা যাচ্ছে। অতএব মেহেরবানী করে যদি এ অধমকে আপনার মূল্যবান অভিমতটি জানান, বিশেষ উপকৃত হবো এবং ইসলামের একটা বিরাট খেদমত হবে।

উত্তর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ يَامَنْ خَشَعَتْ لَهُ الْقُلُوْبُ وَخَضَعَتْ لَهُ الْاَعْنَاقُ وَسَجَدَتْ لَهُ الْجِبَاهُ وَحُزِمَ السُّجُوْدُ فِىْ هٰذَالدِّىْ الْمَحْمُوْدُ وَالشَّرْعِ الْمَسْعُوْدِ لِمَنْ سَوَاهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى اَكْرَمِ مَنْ سَجَدَلَكَ لَيْلاً وَنَهَارًا وَحَرَّمَ السُّجُوْدَ لِغَيْرِكَ تَحْرِيْمًا جِهَارًا وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الْفَائِزِيْنَ بِخَيْرِهِ الَّذِيْنَ لَمْ يَشُنَّ اللّٰهُ وُجُوْهَهُمْ بِالْخُرُوْرِ لِغَيْرِهٖ نَوَّرَنَا اللّٰهُ بِاَنْوَارِهِمْ وَفَّقَنَا لِاِتِّبَاعِ اٰثَارِهِمْ اٰمِيْنَ.

মুসলমান! ওহে মুসলমান!! শরীয়তে মুস্তাফা (দঃ) এর অনুসারী হউন এবং জেনে রাখুন, নিশ্চয় জেনে রাখুন যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা

করা নিষেধ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের নিয়তে সিজদা করা নিঃসন্দেহে শিরক এবং সুস্পষ্ট কুফরী আর তাজিমী সিজদা করা হারাম ও গুনাহে কবীরা। এটাকে কুফরী বলার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ফকীহগণের এক দলের মতে কুফরী তবে এর বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায় যে তাঁরা একে কুফরে সূরী অর্থাৎ আচরণগত কুফরী বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ইনশা আল্লাহ পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। অবশ্য মূর্তি, ক্রুশ ও চাঁদ-সূর্যকে সিজদা করা কুফরী যেমন শরহে মওয়াকেফ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু পীর ও মাযারকে সিজদা করা অমাজ র্নীয় শিরক নয়, যেমন ওহাবীদের এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আবার যায়েদের বাতিল দলীল মোতাবেক জায়েয বা মোবাহও নয় বরং হারাম, কবীরাহ গুনাহ-

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ.

(সুতরাং যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেবেন)

শিরকের দাবীকে রদ করার জন্য হযরত আদম (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনাই দলীল হিসেবে যথেষ্ট। এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ কোন মখলুককে তাঁর সাথে শিরক করার নির্দেশ দেন, যদিওবা পরে রহিত করা হয়। এটাও অসম্ভব যে, ফিরিশতাদের মধ্যে কেউ কাউকে এক মুহূর্তের জন্য খোদার অংশীদার সাব্যস্ত করে বা একে জায়েয মনে করে। কাউকাবুশ শাহাবিয়া' কিতাবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং ওহাবীদের ভ্রান্ত ধারণাকে সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা খন্ডন করা হয়েছে। ওহাবীদের শিরক ধারনাকে বাতিল ও খন্ডন করার জন্যই এতকিছু বলার উদ্দেশ্য। ওহাবীরা এ অমার্জনীয় শিরকের হুকুমজারী করে মাযাল্লা হযরত আদম, ইয়াকুব, ইউসুফ (আঃ)কে মুশরিক বানিয়েছে এবং আল্লাহ তাআলাকে শিরকের হুকুমদাতা ও জায়েযের সমর্থক বলে চিহ্নিত করেছে কিন্তু এটা ওদের মনগড়া ধারণা বৈ কিছু নয়। তবে শিরক নয় বলে জায়েয বা বৈধ মনে করা যাবে না। এমন হলে তো যেনা, হত্যা, মদ শুকরের মাংস সবকিছু হালাল সাব্যস্ত হয়ে যায়, যেহেতু

এগুলো শিরক নয়। এ ধরনের ধারণা সুস্পষ্ট গুমরাহী। হাদীছে মুতওয়াতের, ইমামগণের বিভিন্ন দলীল ও ফকীহগণের বিভিন্ন উক্তি থেকে তাজিমী সিজদা হারাম প্রমাণিত এবং এটা নাজায়েয ও গুনাহ কবীরা হওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত অভিমত রয়েছে।

'নিজামুল মাশায়েখ' নামক পুস্তিকায় তাজিমী সিজদা প্রসঙ্গে বিভ্রান্তি মূলক কিছু ভ্রান্ত বক্তব্য ছাড়া আর কিছু নেই। পুস্তিকায় আগাগোড়া বিভ্রান্তি মূলক বক্তব্যে ভরপুর। তাতে উদ্ধৃত ইবারত সমূহের মনগড়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পবিত্র শরীয়ত নিয়ে জঘন্য ভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। এমনকি স্বয়ং নবী করীম আলাইহিস সালামের উপর আক্রমণাত্মক মন্তব্য করা হয়েছে এবং আল্লাহ ও নবীর শানে অপবাদ দেয়া হয়েছে। সাহাবী, ইমাম, ফকীহ ও ওলীগণের উচ্চমর্যাদার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ না করে তাঁদের সম্পর্কে যা-তা বলা হয়েছে। এমনকি তাঁদেরকে শুধু মুর্খ,একরোখা, পাষাণ বলে ক্ষান্ত হয়নি বরং অভিশপ্ত শয়তান বলে আখ্যায়িত করেছে-

سَيَجْزِى اللّٰهُ الْفَاسِقِيْنَ كَذَالِكَ يَجْزِى الظَّالِمِيْنَ.

এ গুমরাহ যখন কোন মযহাবের ধার ধারে না তখন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু মহা সমস্যা হলো সেই সব মনগড়া উদ্ধৃতি সমূহকে নিয়ে যেগুলো বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কিতাবের বলে চালিয়ে দিয়েছে। তা-ও আবার খন্ড, পৃষ্ঠা ও অধ্যায় উল্লেখ পূর্বক। লজ্জা-শরমের বালাই থাকলে কেউ এ ধরনের জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যা কথা কিছুতেই বলতে পারে না। জানি না সেকি এ ধরনের কিছু লিখে কুখ্যাত হতে চাচ্ছে, নাকি সে এ রিসালার বদৌলতে সূফী বা শেখ হওয়ার জন্য ললায়িত। যা হোক, মুসলমানদেরকে এর ধোঁকা থেকে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। তাই আমি এ পুস্তিকার প্রণেতাকে বকর নামে আখ্যায়িত করে আমার বক্তব্য রাখছি। ইতিপূর্বে উল্লেখিত প্রথম পত্রে যায়েদের মুখ দিয়ে যে সব প্রতারণামূলক কথা প্রকাশ করা হয়েছে, তা আসলে বকরেরই কুমন্ত্রণা। এদের উদ্দেশ্য হলো ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা। এ ধরণের বক্তব্য যদিওবা আদৌ প্রাণিধানযোগ্য নয়। কিন্তু প্রকাশিত হওয়ার পর এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া অপরিহার্য। তাই আমি আল্লাহর উপর ভরসা

করে আমার বক্তব্যকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে এর উত্তর দিতে সচেষ্ট হয়েছি।

প্রথম অধ্যায়ে কুরআনে করীম দ্বারা সিজদায়ে তাজিমকে হারাম প্রমাণিত করা হয়েছে। নিজামুল মাশায়েখ' এর ৯ পৃষ্ঠায় বকর যে বলেছে কুরআনে করীমে মানুষকে সিজদা করার বিপক্ষে কোন আয়াত নেই, এটা সেটারই রদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে চল্লিশ হাদীছ দ্বারা তাজিমী সিজদাকে হারাম প্রমাণিত করা হয়েছে। উক্ত পুস্তিকার ৯ পৃষ্ঠায় একটি দুর্বল হাদীছ উল্লেখ করে বকর তাজিমী সিজদা প্রমাণিত করতে চেয়েছে। এটা তারই রদ। এ দুর্বল হাদীছটি ব্যতীত ওদের অন্য কোন দলীল নেই। অথচ হাদীছে মুতওয়াতেরের মুকাবেলায় এ ধরনের দুর্বল হাদীছের কোন গুরুত্ব নেই।

তৃতীয় অধ্যায়ে একশত পঞ্চাশটি ফিকহী প্রমাণ দ্বারা তাজিমী সিজদাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটা বকরের পুস্তিকার ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত সেই বক্তব্যের রদ, যেথায় সে বলেছে মুষ্টিমেয় কতেক একগুঁয়ে লোক ছাড়া আর কেউ তাজিমী সিজদার বিরোধী ছিল না"। উক্ত পুস্তিকার ২৪ পৃষ্ঠায় তাজিমী সিজদার অস্বীকারকারীদেরকে সে শয়তানের মত অভিশপ্ত এবং ১০ পৃষ্ঠায় লানতে ভাগী বলেছে-

وَسَيَعْلَمُوْنَ الَّذِيْنَ اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ.

(তারা শ্রীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়)

চতূর্থ অধ্যায়ে স্বয়ং বকরের স্বীকারোক্তি, তার প্রদত্ত দলীলাদি এবং তারই উদ্বৃতি, কুরআন মজিদ, হাদীছে মুতওয়াতের, উলামায়ে কিরাম ও আওলিয়ায়ে এজামের সর্বসম্মত অভিমত দ্বারা তাজিমী সিজদা হারাম বলে প্রণিত করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বকরের সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকার দ্বারা তার মিথ্যাভাষণ, অসাধুতা, অজ্ঞতা ও বোকামী প্রমাণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে হযরত আদম ও ইউসুফ (আঃ)কে প্রদত্ত সিজদার আলোচনা করা হয়েছে এবং এর থেকে দলীল দেয়ার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

কুরআন করীম দ্বারা তাজিমী সিজদা হারাম প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

(তিনি ফিরিশতা ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিবেন না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন?) হযরত আবদ ইবনে হামিদ স্বীয় মসনদে ইমাম হাসান বসরী (রাঃ) থেকে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন-

بَلَغَنِىْ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ كَمَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ اَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ قَالَ لَا وَلٰكِنْ اَكْرِمُوْا نَبِيَّكُمْ وَاعْرِفُوا الْحَقَّ لِاَهْلِهٖ فَاِنَّهٗ لَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُّسْجَدَ لِاَحَدٍ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَاكَانَ لِبَشَرٍ اِلٰى قَوْلِهٖ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ- আমার কাছে এ হাদীছটি পৌঁছেছে যে, জনৈক সাহাবী হুযূরের কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা পরস্পর যেভাবে সালাম আদান প্রদান করি, আপনাকেও সেভাবে করে থাকি। আমরা কি আপনাকে সিজদা করতে পারি না? তিনি (দঃ) ইরশাদ ফরমালেন- না, বরং তোমাদের নবীর সম্মান কর। সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস এবং তাঁরই জন্য সংরক্ষিত রেখ। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সিজদার উপযোগী নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

اكليل فى استنباط التنزيل নামক তফসীরে উপরোক্ত আয়াতের নীচে

এ হাদীছটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ পূর্বক বর্ণিত আছে-

فَفِيْهِ تَحْرِيْمُ السُّجُوْدِ لِغَيْرِاللّٰهِ تَعَالٰى এতে খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করা হরাম বলা হয়েছে। উক্ত আয়াতের আর একটি শানে নযুল হচ্ছে জনৈক খৃষ্টান বলেছিল যে, ঈসা (আঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা যেন তাঁকে খোদা বলে মানি। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়। ইমাম খাতেমুল হোফ্‌ফাজ জালালাইন শরীফে উভয় শানে নযুল এক সঙ্গে বর্ণনা করেছেন-

نَزَلَ لَمَّا قَالَ نَصَارٰى نَجْرَانَ اِنَّ عِيْسٰى اَمَرَهُمْ اَنْ يَّتَّخِذُوْهُ رَبًا اَوْ لَمَّا طَلَبَ بَعْضَ الْمُسْلِمِيْنَ السُّجُوْدَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.

তাই উভয় বক্তব্যটাই জোরালো বোঝা যায়। জনাব ইমাম সাহেব স্বীয় তফসীরের ভুমিকায় অঙ্গীকার করেছেন যে, তাঁর তফসীরে ও ধরণের উক্তিই গ্রহণ করবেন, যেগুলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। তফসীরে বয়জাবী মাদারেক, আবুস সাউদ, কাশশাফ, কবীর, শাহাব, জুমুল ও অন্যান্য তফসীরে তফসীরকারকগণ প্রথম বক্তব্যটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন অর্থাৎ মুসলমানগণ হুযূরকে সিজদা করার আবেদন করার পর এ আয়াতটি নাযিল হয়। স্বয়ং সেই আয়াতেই উল্লেখিত আছে- তোমরা মুসলমান হওয়ার পর কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে? এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ইহুদী নয় বরং সেসব মুসলমানদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যারা সিজদা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তফসীরে মায়ারেক ও কাশশাফে বর্ণিত আছে-

بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. يَدُلُّ عَلَى الْخَاطِبِيْنَ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ وَهُمُ الَّذِيْنَ اِسْتَانُوْهُ اَنْ يَسْجُدَ لَهُ.

(بَعْدَ اِنْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) এ আয়াতাংশ দ্বারা বোঝা যায় যে সম্বোধিত ব্যক্তিগণ হলেন সে সব মুসলমান, যারা সিজদা করার অনুমতি চেয়েছিলেন।) তাফসীরে কবীরে কাশশাফের উক্তিটা হুবহু নকল করা হয়েছে। ফতুহাতে উল্লেখিত আছে-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

يُقَرِّبُ هٰذَا الْاِحْتِمَالَ قَوْلُهٗ فِىْ اٰخِرِ الْاٰيَةِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

আয়তের শেষের অংশ দ্বারা এ বক্তব্যটির সম্ভাবনা বেশী প্রকাশ পায়। ইনায়েতুল কাজীতে বর্ণিত আছে-

هٰذِهِ الْفَاصِلَةُ تَرَجَّحَ الْقَوْلَ بِاَنَّهَا نَزَلَتْ فِى الْمُسْلِمِيْنَ الْقَائِلِيْنَ اَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ.

তফসীরে নিশাপুরিতেও একই কথার উপর জোর দেয়া হয়েছে। যদি উক্ত আয়াতের সম্বোধিত ব্যক্তি খৃষ্টান বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কেননা খৃষ্টানেরা মুসলমান কিভাবে হতে পারে? তখন আয়াতটির ব্যাখ্যা এভাবে করতে হবে-

اَيَاْمُرُ اٰبَاءَكُمُ الْاَوَّلِيْنَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ হযরত ঈসা তোমাদের বাপ দাদাদেরকে, যারা দ্বীনে হকের উপর অটল ছিল, তাদের ঈমান আনার পর কি কুফরীর হুকুম দিতে পারে?

উক্ত আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে বলার সময় ব্যবহৃত كفر শব্দটিরও তাবিলের প্রয়োজন আছে। মুসলমানেরা কখনো সিজদায়ে ইবাদত করতে চাননি; তাজিমী সিজদাই করতে চেয়েছিলেন। কারণ প্রথমতঃ এ ধরণের প্রত্যাশা সাহাবায়ে কিরাম কিছুতেই করতে পারেন না। তাঁরা ঈমান আনার প্রথম দিন থেকেই তাওহীদ সম্পর্কে ভাল মতে অবহিত ছিলেন, শত্রু মিত্র আপন পর সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। তখন প্রতি ঘরে আল্লাহর ইবাদতের অনুশীলন ছিল। এক আল্লাহর প্রতি সবাইকে আহবান জানাতেন, এবং অন্য কোন কিছুকে শিরক থেকে মারাত্মক মনে করতেন না। তাই এ ধরণের সাহাবা কিভাবে নবীকে সিজাদায়ে ইবাদত করার আবেদন করতে পারেন। তাও আবার হযরত মুয়ায ইবনে জবল, কাইস ইবনে সাদ, সালমান ফার্সী এমনকি সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) মত সাহাবা। দ্বিতীয়তঃ হুযূর আলাইহিস সালাম উত্তরে বলেছিলেন, এ রকম কর না কিন্তু এ রকম বলেননি যে তোমরা গায়রুল্লাহর ইবাদতের অনুমতি চেয়ে কাফির হয়ে গেছ,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wasallam)

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের আক্‌দ থেকে বের হয়ে গেছে, তওবা কর, পুনরায় ইসলাম গ্রহণ কর এবং আকদ থেকে বহির্ভূত স্ত্রীগণ যদি রাজি হয়, পুনরায় বিবাহ কর। তৃতীয়তঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সেই আয়াতে তাঁদেরকে মুসলমান বলতেছেন-তোমরাতো মুসলমান। তোমাদেরকে কি কুফরীর হুকুম দেয়া যায়? এ কারণেই ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ হাফেজুদ্দীন (রাঃ) প্রখ্যাত وجيز কিতাবে বলেছেন-

قَوْلُهُ تَعَالٰى مُخَاطِبًا لِلصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. نَزَلَتْ حِيْنَ اِسْتَاذَنُوْا فِى السُّجُوْدِ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَخْفٰى اَنَّ الْاِسْتِهْدَانَ لِسَجُوْدِ التَّحِيَّةِ بِدَلَالَةِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ وَمَعَ اِعْتِقَادِ جَوَازِ سَجْدَةِ الْعِبَادَةِ لَايَكُوْنُ مُسْلِمًا فَكَيْفَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে বলেছেন তোমরা মুসলমান হওয়ার পর নবী কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন? এ আয়াতটি তখনই নাযিল হয়, যখন সাহাবায়ে কিরাম হুযূর আলাইহিস সালামকে সিজদা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। আয়াতের بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ (তোমরা মুসলমান হওয়ার পর) এ অংশ দ্বারা প্রকাশ পায় যে, তাঁরা তাজিমী সিজদার অনুমতি চেয়েছিলেন। কেননা সিজদায়ে ইবাদতকে জায়েয মনে করলে মুসলমান থাকেনা এবং এটাও কিভাবে বলা যায় 'তোমরা মুসলমান হওয়ার পর'।

এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত কুফর দ্বারা কুফরে হাকীকিকে বোঝানো হয়নি, কেননা কুফরে হাকীকির আবেদন করলেও মুসলমান থাকে না। আথচ এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ (তোমরা মুসলমান হওয়ার পর)-

وَقَدْ كَانَ اِسْتَدَلَّ بِهِ الْبَعْضُ الْقَائِلُوْنَ بِاَنَّ سَجْدَةَ التَّحِيَّةِ كُفْرٌ وَذِكْرُهُ فِى الْوَجِيْزِ دَلِيْلًا لَهُمْ فَانْقَلَتِ الدَّلِيْلُ عَلٰى

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

اَلْمُدَّعٰى وَثَبَتَ اَنَّهَا لَيْسَتْ بِكُفْرٍ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ وَالْمُحَقِّقُوْنَ فَاحْفَظْ وَتَثَبَّتْ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ-

নিঃসন্দেহে আয়াতে উল্লেখিত কুফর দ্বারা কুফরে সুরী (কুফরী নয়- তবে কুফরীর মত) কে বোঝানো হয়েছে। ব্যাখ্যাকারকদের পরিভাষায় এ রকম উক্তি প্রচলিত আছে। বিশেষ করে সিজদার মধ্যে অপরকে পূজ া করার সাদৃশ্য রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জমীনে চুমু দেয়া প্রসঙ্গে কানী শরহে দানী, কেফায়া, তবয়ীন শরহে কনয, দুর্রুল মুখতার, মুজমাউল আনহার ফতহুল্লাহিল মুবীন ইত্যাদির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হবে। কেননা এটার সাথে মূর্তি পুজার সাদৃশ্য রয়েছে। সিজদার মধ্যে এর থেকে অধিক সাদৃশ্য রয়েছে। এর আকৃতির সাথে কুফরীর আকৃতির অবিকল মিল রয়েছে। এ জন্য একে কুফরে সুরী বলা হয়। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ে খোলাসা, মুহিত, মনহুর রউজ, নিসাবুল ইহতিসাব ইত্যাদি কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত আছে- اِنَّ هٰذَا كُفْرٌ। (ইহা নিশ্চয় কুফরী) অর্থাৎ সিজদার আকৃতিটা কুফরীর আকৃতির মত। তাঁদের এ উক্তি দ্বারা অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে সামনে আলোচনা করা হবে। যা হোক উপরোক্ত আয়াতের উল্লেখিত শানে নযুলের যে কোন একটা হবেই। এ জন্য ইমাম খাতেমুল হুফফাজ উভয় শানে নযুল উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এক এক আয়াতের কয়েক রকম শানে নযুল হতে পারে এবং কুরআনের সব শানে নযুলই দলীল হিসেবে বিবেচ্য। সুতরাং কুরআনের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তাজিমী সিজদা এমন জঘন্য হারাম, যার সাথে কুফরীর তুলনা চলে। আল্লাহ থেকে পানা চাই। সাহাবায়ে কিরাম হুযূরকে তাজিমী সিজ দা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইরশাদ করা হয় তোমাদেরকে কি কুফরীর হুকুম দেব'। বোঝা গেল যে তাজিমী সিজদা এমন ঘৃণিত বিষয় যাকে কুফরীর মত বলা হয়েছে। যখন হুযূর আলাইহিস সালামকে তাজিমী সিজদা করার এ হুকুম, তখন অন্যদের প্রশ্নই উঠতে পারে না। আল্লাহ হেদায়েত করুন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

দ্বিতীয় অধ্যায়

চল্লিশ হাদীছ দ্বারা সিজদা হারাম প্রমাণিত

চেহেল হাদীছ বা চল্লিশ হাদীছের অনেক ফজীলত বর্ণিত আছে। ইমাম ও ওলামাগণ নানা ধরণের চল্লিশ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আমি এখানে গায়রুল্লাহকে সিজদা করা হারাম সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীছ বর্ণনা করলাম। এ হাদীছগুলো দু'প্রকারের- প্রথম প্রকার গায়রুল্লাহকে সিজদা করা সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় প্রকার বিশেষ করে কবরকে সিজদা বিষয়ক।

প্রথম প্রকারের হাদীছ

১নং হাদীছঃ জামে তিরমীযী, সহীহ ইবনে হাববান, সহীহ মুসতাদরক, মসনদে বযার ও সুনানে বায়হাকীতে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ مَاحَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ قَالَ لَوْ كَانَ يَنْبَغِىْ لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدَ لِبَشَرٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِمَافَضَّلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهَا هٰذَالَفْظُ الْبَزَّارِ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِىْ. وَعِنْدَ التِّرْمِذِىِّ الْمَرْفُوْعُ مِنْهُ بِلَفْظِ لَوْكُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ

لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَتَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

জনৈক মহিলা হুযূর আলাইহিস সালামের বারগাহে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক কি? ইরশাদ ফরমান, যদি কোন মানুষকে অন্য কোন মানুষ কর্তৃক সিজদা করা যেত, তাহলে আমি মহিলাকে বলতাম যেন সে তাঁর স্বামীকে সিজাদ করে যখন সে ঘরে প্রবেশ করে, সেই ফজীলতের কারণে, যা আল্লাহতাআলা তার উপর ওকে দিয়েছে। ইমাম তিরমীযী বলেছেন যে, এ হাদীছটি হাসন ও সহীহ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

২নং হাদীছঃ বযার কর্তৃক হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا فَجَاءَ بَعِيْرٌ فَسَجَدَلَهُ فَقَالُوْا هٰذِهٖ بَهِيْمَةٌ لَاتَعْقِلُ سَجَدْتَ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْلِحُ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَوْصَلَحَ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَالَهُ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهَا.

হুযূর আলাইহিস সালাম একটি বাগানে তশরীফ নিলে একটি উট সামনে এসে হুযূরকে সিজদা করলো। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন- এ অবোধ চতুষ্পদ জন্তু হুযুরকে সিজদা করলো, আমরা বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়ায় হুযুরকে সিজদা করার ব্যাপারে অধিক উপযোগী। হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান- কোন মানুষকে কোন মানুষ কর্তৃক সিজদা করা অবৈধ। যদি তা বৈধ হতো, আমি মহিলাকে বল্‌তাম যেন ওর স্বামীকে সিজদা করে। সেই অধিকারের কারণে , যা তার উপর ওর রয়েছে। ইমাম জালাল উদ্দীন সয়ূতী (রঃ) مناهل الصفاء নামক কিতাবে বলেছেন যে এ হাদিছটির সনদ হাসন।

৩নং হাদীছঃ ইমাম আহমদ, নাসায়ী, বযার ও আবু নঈম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْاَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُوْنَ عَلَيْهِ وَاَنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِمْ (فَذَكَرَ الْقِصَّةَ اِلٰى قَوْلِهٖ) فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ اَصْحٰبُهٗ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهٖ بَهِيْمَةٌ لَاتَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ لَايَصْلِحُ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ اَنْ يَسْجُدَ بَشَرٌ لِبَشَرٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهٖ عَلَيْهَا هُوَ عِنْدَ النَّسَائِىْ مُخْتَصَرٌ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

জনৈক আনসারের পানিবহনকারী একটি উট ক্ষেপে যায়, কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয়না, ক্ষেত ও খেজুর পানির অভাবে শুকিয়ে যায়। পরিশেষে হুযূর আলাইহিস সালামের সমীপে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করা হলো। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, চলো। অতপর তিনি সেই বাগানে তশরীফ নিলেন, যেখানে সেই উটটি ছিল। হুযুর আলাইহিস সালাম সেই উটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আনসার আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, উটটি পাগলা কুকুরের মত হয়ে গেছে। হঠাৎ আপনাকে আক্রমণ করতে পারে। হুযূর ইরশাদ ফরমারেন-এ ব্যাপারে আমার কোন ভয় নেই। উট হুযূরকে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে আসলো এবং নিকটে এসে হুযূরকে সিজদা করলো। হুযূর আলাইহিস সালাম উটটির মাথার কেশ ধরে কাজে লাগিয়ে দিলেন, তখন এটা ছাগীর মত হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন আমরা হলাম বোধ শক্তি সম্পন্ন। তাই আমরা হুযুরকে সিজদা করার অধিক হকদার নই কি? হুযূর ইরশাদ ফরমান- যদি কোন মানুষকে কোন মানুষ সিজদা করা ন্যায় সঙ্গত হতো, আমি পুরুষকে সিজদা করার জন্য মহিলাকে নির্দেশ দিতাম। ইমাম মনযরী বলেছেন যে এ হাদীছের সনদ খুবই মজবুত এবং এর রেওয়ায়াতকারী খুবই প্রসিদ্ধ।

৪নং হাদীছঃ হযরত আনস, (রাঃ) এর বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ বযার ও আবু নঈম রেওয়ায়েত করেছেন-

قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا لِاَنْصَارِ وَمَعَهُ اَبُوْبَكْر وَعَمَر فِى رِجَالِ مِنَ الاَنْصَارِ وَفِى الْحَائِط غَنَمٌ فَسَجَدْنَ لَهُ فَقَالَ اَبُوْبَكْر يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّا نَحْنُ اَحَقُّ بِالسُّجُوْدِ لَكَ مِنْ هٰذِهِ الغَنَمِ. قَالَ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى فِىْ اُمَّتِىْ اَنْ يَّسْجُدَ اَحَدٌ لِاَحَدِ وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِى اَنْ يَّسْجُدَ اَحَدًا لِاَحَدِ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ يَّسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

হুযূর আলাইহিস সালাম আনসারের একটি বাগানে তশরীফ নিলেন। হযরত সিদ্দিক আকবর, উমর ফারুক ও কিছু সংখ্যক আনসার হুযূরের সাথে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

ছিলেন। বাগানে এক পাল ছাগল ছিল; ওগুলো হুযূর আলাইহস সালামকে সিজ দা করলো। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) আরয করলেন-ইয়া রসূলাল্লাহ, এ সব ছাগল থেকে আমরা অধিক হকদার যে, আপনাকে সিজদা করি। ইরশাদ ফরমান- নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে সিজদা না করা চাই। যদি এটা যথার্থ হতো, আমি মহিলাকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য। মোল্লা আলী কারী (রঃ) ইমাম কাজী আয়াযের শিফা শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ হাদীছের সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা খোফাজী (রহঃ) নসিমে বিয়ায কিতাবে এ হাদীছকে সহীহ বলেছেন।

৫নং হাদীছঃ ইমাম বায়হাকী ও আবুনঈম 'দলায়েলুন নাবুয়াত কিতাবে আবদুল্লাহ ইবনে আওফা (রাঃ) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন-

بَيْنَهُمَا نَحْنُ قُعُوْدٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ اٰتٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَاضِحُ اٰلِ فُلَانٍ قَدْ اَبَقَ عَلَيْهِمْ فَنَهَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيْهِ سُجُوْدَ الْبَعِيْرِ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَهِيْمَةٌ مِنَ الْبَهَائِمِ تَسْجُدُ لَكَ لِتَعْظِيْمِ حَقِّكَ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا مِنْ اُمَّتِىْ اَنْ يَّسْجُدْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَاَمَرْتُ النِّسَاءَ اَنْ يَّسْجُدْنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ.

আমরা হুযুর আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। [redacted] একজন এসে আরয করলেন- অমুকের পানিবহনকারী উটটি বেপরোয়া [redacted] গেছে। হুযূর আলাইহিস সালাম রওয়ানা হলেন। আমরাও তাঁর সাথী হ[redacted] আমরা আরয করলাম- হুযুর ওটার কাছে যাবেন না। কিন্তু হুযূর তশ[redacted] নিলেন। যখনই উটের দৃষ্টি হুযুরের নূরানী চেহারার উপর পতিত হলো, তখনই সেটা সিজদায় নত হলো। সাহাবায়ে কিরাম তা দেখে আরয করলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ একটি চতুষ্পদ জন্তু যদি আপনার তাজীমে সিজদা করতে পারে,

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostafa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

তাহলে আপনাকে সিজদা করার বেলায় আমরা অধিক হকদার। ইরশাদ ফরমালেন- না, যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে একে অপরকে সিজদা করার হুকুম দিতাম, তাহলে মহিলাদেরকে হুকুম করতাম তাদের স্বামীদেরকে সিজ দা করার জন্য।

৬নং হাদীছঃ মসনদে আহমদ, হাকেম, মুসতদারক, তিবরানী, জামে কবীর, বায়হাকী, আবুনঈম, দলায়েলুন নাবুয়াত এবং বগবী শরহে সুন্নাহ কিতাবে হযরত ইয়ালা ইবনে মররা (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَجَاءَ بَعِيْرٌ يَرْغُوْا حَتّٰى سَجَدَلَهُ فَقَالَ مُسْلِمُوْنَ نَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْكُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

একদিন হুযূর আলাইহিস সালাম কোথাও যাওয়ার জন্য বের হচ্ছিলেন, এমন সময় একটি উট কি যেন বলতে বলতে নিকটে এসে হুযূরকে সিজদা করলো। তা দেখে মুসলমানগণ বললেন নবী আলাইহিস সালামকে সিজদা করার বেলায় আমরাইতো অধিক হকদার। হুযুর ইরশাদ ফরমালেন- যদি আমি গায়রুল্লাহকে সিজদা করার জন্য কাউকে হুকুম দিতাম, তাহলে মহিলাকে বলতাম নিজের স্বামীকে সিজদা করার জন্য। (অতঃপর তিনি (দঃ) ফরমালেন) এ উটটি কি বলে ছিল জান? সে বলেছিল যে সে চল্লিশ বছর নিজের মনিবদের খেদমত করেছিল। যখন সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন তারা তার খাদ্য কমিয়ে দিল কিন্তু কাজ বাড়িয়ে দিল। আর আজ ওদের বাড়ীতে বিবাহ এবং ওকে জবেহ করার জন্য চাকু হাতে নিয়েছে। হুযূর আলাইহিস সালাম এর মালিকদের ডেকে পাঠালেন এবং উটের অভিযোগের কথা বললেন। তারা আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, সে সত্য বলেছে। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন- আমি চাচ্ছি যে তোমরা ওকে আমার খাতিরে ছেড়ে দাও। তখন তারা ছেড়ে দিল। প্রসিদ্ধ مطالع المسرات কিতাবে এ হাদীছের সনদ সহীহ বলে উল্লেখিত আছে।

Bangladesh Anjomane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallim)

৭নং হাদীছঃ মস্‌নদে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَجَاءَهُ بَعِيْرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ اَصْحَابُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَسْجُدُلَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَلَكَ. فَقَالَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ وَلَوْكُنْتُ اٰمُرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

রসূলুল্লাহ (দঃ) মুহাজির ও আনসারদের এক জামাতে তশরীফ নিলেন। তথায় একটি উট এসে হুযুরকে সিজদা করলো। সাহাবীগণ আরয করলেন- ইয়া রসূলল্লাহ, আপনাকে চতুষ্পদ জন্তু ও বৃক্ষ সিজদা করে। কিন্তু আমরা হলাম আপনাকে সিজদা করার অধিক হকদার। হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমালেন- আল্লাহর ইবাদত কর ও আমার তাযীম কর। যদি আমি কাউকে সিজদার হুকুম দিতাম, তাহলে, স্ত্রীকে হুকুম দিতাম নিজ স্বামীকে সিজদা করার জন্য। সুনানে ইবনে মাযার মধ্যেও এটি অবিকল বর্ণিত আছে-

৮নং হাদীছঃ হযরত আবু নঈমের দলায়েলে ছায়ালবা ইবনে মারেক (রাঃ) এর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছেঃ

قَالَ اِشْتَرٰى اِنْسَانٌ مِنْ بَنِىْ سَلْمَةَ جَمَلًا يَنْفَعُ عَلَيْهِ فَاَدْخَلَهُ فِى مِرْبَدٍ فَجَرَّدَ كَيْمَا يَحْمَلُ فَلَمْ يَقْدِرْ اَحَدٌ اَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ اِلَّا تَخَبَّطَهُ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ ذَالِكَ فَقَالَ افْتَحُوْا عَنْهُ فَقَالُوْا اِنَّا نَخْشٰى عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ افْتَحُوْا عَنْهُ. فَفَتَحُوْا فَلَمَّا رَاٰهُ الْجَمَلُ خَرَّ سَاجِدًا فَسَبَّحَ الْقَوْمُ وَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّا اَحَقُّ بِالسُّجُوْدِ مِنْ هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ قَالَ لَوْ يَنْبَغِىْ لِشَيْئٍ مِنَ الْخَلْقِ اَنْ يَّسْجُدَ لِشَيْئٍ دُوْنَ اللّٰهِ لَا يَنْبَغِىْ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

বনী সালমার জনৈক ব্যক্তি পানি বহনকারী একটি উট খরিদ করে উট শালায় রাখে। যখন ওকে কাজে লাগাতে চাইলো, তখন যে কাছে যায়, উটটি তাকে আক্রমন করতে চায়। সেই সময় হুযূর আলাইহিস সালাম তথায় তশরীফ নিয়ে ছিলেন এবং হুযূরকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়। হুযূর (দঃ) আদেশ দিলেন- দরজা খুলে দাও। আরয করলো, হুযূর ভয় হচ্ছে। ফরমালেন, খুলে দাও। অতঃপর খুলে দিলেন। উটের দৃষ্টি হুযূরের নূরানী চেহারার দিকে পতিত হওয়ার সাথে সাথেই সে সিজাদায় পতিত হইল। তখন উপস্থিত সবার মধ্যে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ শব্দের শোর উঠলো এবং তাঁরা আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো এ চতুষ্পদ জন্তু থেকে সিজদা করার অধিক উপযোগী। তিনি (দঃ) ইরশাদ ফরমালেন- যদি মাখলুকদের মধ্যে অন্য কাউকে সিজদা করা সঙ্গত হতো, তাহলে নিজের স্বামীকে সিজদা করা মহিলার জন্য আবশ্যক হতো।

৯নং হাদীছঃ হযরত আবু নঈম খিলান ইবনে নসালমা ছকফী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فَرَاَيْنَا مِنْهُ عَجَبًا مِنْ ذَالِكَ اِنَّا مَضَيْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَابْنِىَّ اللّٰهِ اِنَّهٗ كَانَ لِىْ حَائِطٌ فِيْهِ عَيْنِىْ وَعَيْشُ عِيَالِىْ وَلِىْ فِيْهِ نَاضِحَانِ فَاغْتَلَمَا عَلَىَّ فَمَنَعَانِىْ اَنْفُسَهُمَا وَحَائِطِىْ وَمَافِيْهِ وَلَايَقْدِرُ اَحَدٌ اَنْ يَدْنُوَ مِنْهُمَا فَنَهَضَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَصْحَابِهٖ حَتّٰى اَتَى الْحَائِطَ- فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ افْتَحْ فَقَالَ يَا بَنِىَّ اللّٰهِ! اَمْرُهُمَا اَعْظَمُ مِنْ ذَالِكَ قَالَ اِفْتَحْ فَلَمَّا حَرَّكَ الْبَابَ اَقْبَلَا لَهُمَا حَلْبَةٌ كَخَفِيْفِ الرِّيْحِ. فَلَمَّا انْفَرَجَ الْبَابُ وَنَظَرَ اِلٰى بَنِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَا ثُمَّ سَجَدَا فَاَخَذَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bangladesh Anjumane Asheqane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallam\)

بِرَأْسِهِمَا. ثُمَّ دَفَعَهُمَا اِلَى صَاحِبِهِمَا فَقَالَ اِسْتَعْمِلْهُمَا
وَاَحْسِنْ عَلْفَهُمَا. فَقَالَ الْقَوْمُ. يَانَبِيَّ اللّٰهِ تَسْجُدُ لَكَ
الْبَهَائِمُ فَبَلَاءُ اللّٰهِ عِنْدَنَا بِكَ اَحْسَنُ حِيْنَ هَدَيْنَا اللّٰهُ مِنَ
الضَّلَالَةِ وَاسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الْمَهَالِكِ اَفَلَا تَأْذَنُ لَنَا فِى
السُّجُوْدِ لَكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ
السُّجُوْدَ لَيْسَ لِىْ اِلَّا لِلْحَيِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ وَلَوْ اَنِّىْ اٰمِرُ اَحَدًا
مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ السُّجُوْدَ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

আমরা এক সময় হুযুর আলাইহিস সালামের সাথে সফরে বের হয়েছিলাম। তখন একটি আজব কান্ড দেখেছিলাম। এক জায়গায় গিয়ে আমরা যাত্রা বিরতি করলাম। তথায় একজন লোক উপস্থিত হয়ে আরয করলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার একটি বাগান আছে এবং এটার উপরই আমার ও আমার পরিজনের ভরণপোষণ নির্ভরশীল, সেখানে পানিবহনকারী আমার দুটি উট রয়েছে এবং উভয়টা পাগল হয়ে গেছে। এখন কেউ ওদের কাছে যেতে পারছেনা, বাগানে পাও রাখতে পারছেনা। কারো সাধ্য নেই যে ওদের কাছে যাওয়া। হুযূর আলাইহিস সালাম সেই বাগানে তশরীফ নিলেন এবং বললেন- দরজা খুলে দাও। আরয করা হলো- ইয়া রসূলাল্লাহ। ওদের অবস্থা কিন্তু ভয়ানক। তিনি (দঃ) পুনরায় বললেন- দরজা খুলে দাও। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে উট দুটি দমকা হওয়ার মত তেড়ে আসলো। দরজা খোলার পর যখন তারা হুযূরকে দেখতে পেল, তখন উভয়ই সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় পতিত হলো। হুযূর আলাইহিস সালাম উভয়ের মাথা ধরে নিয়ে এসে মালিককে গছিয়ে দিলেন এবং ইরশাদ ফরমারেন- এদের দ্বারা কাজ করাও এবং যথাযথ পরিমাণ খাদ্য দাও। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম আরয কররেন- ইয়া রসূলাল্লাহ, নিছক চতুষ্পদ জন্তু আপনাকে সিজদা করলো, কিন্তু আপনার বদৌলতে আমরা আল্লাহর বড় নিয়ামত লাভ করেছি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গুমরাহী থেকে বাচার জন্য পথ দেখিয়েছেন এবং হুযুরের ওসীলায় ইহকালীন ও পরকালীন অনেক আজাব থেকে রেহাই দিয়েছেন। তাই আমাদেরকে কেন অনুমতি দিবেন না আপনাকে সিজদা করার জন্য? হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমালেন- আমার জন্য কোন সিজদা নেই। সিজ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

দাতো সেই চির অমর সত্তার জন্য, যার কখনও মৃত্যু নেই। আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে যদি সিজদা করার হুকুম দিতাম, তাহলে মহিলাকে নির্দেশ দিতাম, নিজ স্বামীকে সিজদা করার জন্য।

১০ নং হাদীছঃ তিবরানী ও কবীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

اِنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ لَهٗ فَحْلَانِ فَاغْتَلَمَا فَاَدْخَلَهُمَا حَائِطًا فَسَدَّ عَلَيْهِمَا الْبَابَ . ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَادَ اَنْ يَّدْعُوْا لَهٗ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ مَعَهٗ نَفَرٌ مِنَ الْاَنْصَارِ (فَسَاقَ الْحَدِيْثَ فِيْهِ) فَقَالَ اِفْتَحْ. فَفَتَحَ فَاِذَا اَحَدُ الْفَحْلَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ الْبَابِ. فَلَمَّارَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَلَهٗ. فَشَدَّ رَأْسَهٗ وَاَمْكَنَهٗ مِنْهُ. ثُمَّ مَشٰى اِلَىٰ اَقْصَى الْحَائِطِ اِلَى الْفَحْلِ الْاٰخِرِ. فَلَمَّا رَاٰهُ وَقَعَ لَهٗ سَاجِدًا. فَشَدَّ رَأْسَهٗ وَاَمْكَنَهٗ مِنْهُ وَقَالَ اذْهَبْ فَاِنَّهُمَا لَايَعْصِيَانِكَ وَفِيْهِ قَوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

জনৈক আনসারের দুটি উট উগ্র হয়ে গিয়েছিল। তখন উভয়টাকে একটি বাগানে প্রবেশ করায়ে তার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর হুযূর আলাইহিস সালামের সমীপে তিনি আসলেন দুআ করানোর জন্য, যাতে উটদুটি শান্ত হয়ে যায়। হুযূর আলাইহিস সালাম তথায় তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুললেন। একটি উট দরজার কাছেই ছিল। হুযূরকে দেখার সাথে সাথে সেটি সিজদায় পতিত হলো। হুযূর আলাইহিস সালাম ওটাকে বেঁধে মালিকের কাছে গছিয়ে দিয়ে বাগানের শেষ প্রান্তে গেলেন। তথায় অন্য উটটি ছিল। সেটাও হুযূরকে দেখার সাথে সাথে সিজদায় পতিত হলো। হুযূর আলাইহিস সালাম ওটাকেও বেঁধে মালিককে গছিয়ে দিলেন এবং বললেন- নিয়ে যাও। এরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। অতঃপর হুযূর আলাইহিস

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alaihi Wasallim)

সালাম ইরশাদ ফরমালেন- আমি কাউকে সিজদা করার হুকুম দিইনা। যদি হুকুম দিতাম তাহলে মহিলাকে বলতাম নিজ স্বামীকে সিজদা করার জন্য।

১১ নং হাদীছঃ হযরত আবদ ইবনে হামিদ আবু বকর ইবনে শায়বা, দারমী, আহমদ, বযার ও ইমাম বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন-

هذا ولفظ الدار مي فى.حديث طويل مشتمل على معجزات قَالَ خَرَجْتُ فِى النَّبِىّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ (فَذَكَرَ مُعْجِزَتَيْنِ اِلٰى اَنْ قَالَ) ثُمَّ سِرْنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْنَا كَانَّمَا الطَّيْرُ تَظَلَّمَنَا فَاِذَا جَمَلٌ نَادَّ حَتّٰى اِذَا كَانَ بَيْنَ سِمَاطَيْنِ خَرَّسَاجِدًا (ثُمَّ سَاقَا الْحَدِيْثَ اِلٰى اَنْ قَالَ) قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ ذَالِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ. نَحْنُ اَحَقُّ بِالسُّجُوْدِلَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ. قَالَ لَايَنْبَغِىْ لِشَيْئٍ اَنْ يَّسْجُدَ بِشَيْئٍ وَلَوْكَانَ ذَالِكَ كَانَ النِّسَاءُ لِاَزْوَاجِهِنَّ.

আমি এক সফরে হুযূর আলাইহিস সালামের সাথে ছিলাম। পথে মলমুত্রের হাজত হওয়ায় পর্দার প্রয়োজন হল। নিকটে চার গজ দূরত্বে দু'টি গাছ ছিল। হুযূর আলাইহিস সালাম আমাকে বললেন- হে জাবের, গাছ দুটিকে বল, যেন একটার সাথে একটা মিলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গাছ দুটি মিলে গেল। হাজত শেষ হওয়ার পর গাছ দুটি নিজ নিজ জায়গায় চলে গেল। পুনরায় আমরা যাত্রা শুরু করলাম। কিছু দূর যাবার পর রাস্তার মধ্যে জনৈক মহিলা নিজের শিশুটিকে নিয়ে হুযূরের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ একে প্রতিদিন তিনবার করে জ্বীনে চেপে ধরে। হুযূর আলাইহিস সালাম তার কাছ থেকে শিশুটাকে কোলে নিয়ে তিনবার বললেন- দূর হও খোদার দুশমন, আমি আল্লাহর রসূল। অতঃপর শিশুটাকে তার মায়ের হাতে দিয়ে দিলেন। ফেরার পথে যখন আমরা সেই জায়গায় পৌছলাম, মহিলাটি শিশুটা ও দু'টি দুম্বা সহকারে হুযূরের সমীপে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার হাদিয়া গ্রহণ করুন। সেই খোদার কসম করে

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

বলছি, যিনি হক সহকারে হুযূরকে পাঠিয়েছেন, সেই সময় থেকে আমার শিশুর কোন অসুবিধা হয়নি। হুযূর আলাইহিস সালাম আমাকে ইরশাদ ফরমালেন একটি দুম্বা গ্রহণ কর এবং অপরটি ফেরত দাও। আমরা পুনরায় চলাচল শুরু করলাম। হযূর আলাইহিস সালাম আমাদের মাঝখানে ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন আমাদের মাথার উপরে পাখীর ছায়া পতিত হয়েছে। হঠাৎ কোথা হতে একটি উট দৌড়ে এসে আমাদের দু'লাইনের মাঝখানে গিয়ে হুযূরকে সিজদা করল। হুযূর আলাইহিস সালাম উটের মালিককে খুঁজলেন। কয়েক জন যুবক আনসার উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা আমাদের উট। হুযূর আলাইহিস সালাম উটটির কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা আরয করলেন- বিশ বছর পর্যন্ত আমরা এর দ্বারা পানি বহনের কাজ করাইনি। যার ফলে সেটি মোটা সোটা ও তাজা হয়েছে। তাই ইচ্ছা করলাম, ওকে জবেহ করে আমরা ভাগ করে নিয়ে নি। কিন্তু এটা পালিয়ে এখানে এসে গেল। হুযূর আলাইহিস সালাম বললেন, এটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ বিক্রি করতে যাবো কেন, আপনাকে আমরা এটা নযরানা হিসাবে দিয়ে দিলাম। ইরশাদ ফরমারেন- যদি আমার হয়ে থাকে তাহলে এর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত এর সাথে সদাচরণ কর। এ অবস্থা দেখে মুসলমানগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, চতুষ্পদ জন্তু থেকে আমরা অধিক হকদার যে আপনাকে সিজদা করি। ইরশাদ ফরমালেন- কেউ কাউকে সিজদা করা সঙ্গতঃ নয়। নচেৎ মহিলাদেরকেই বলা হতো তাদের স্বামীদের সিজদা করার জন্য।

ইমাম জলিল সয়ূতী (রঃ) মনাহেল গ্রন্থে বলেছেন যে এ হাদীছটির সনদ বিশুদ্ধ। ইমাম কসতলানী (রহঃ) মওয়াহের শরীফে ও আল্লামা যুরকানী (রঃ) বলেছেন যে এ হাদীছের সকল বর্ণনাকারী হলেন নির্ভরযোগ্য।

১২ নং হাদীছঃ হযরত বযার'মসনদ গ্রন্থে, হাকেম মুসতদরকে, আবুনঈম দলায়েলে নবুয়াতে, ইমামূল ফকীহ তনবীহুল গাফেলীনে হযরত বরিদা ইবনে হাসিব (রঃ) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন-

وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ نُعَيْمٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ اَسْلَمْتُ فَاَدْنِىْ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

شَيْئًا اَزْدَدْ بِهٖ يَقِيْنًا. فَقَالَ مَاالَّذِىْ تُرِيْدُ؟ قَالَ اُدْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ اَنْ تَأْتِيَكَ. قَالَ اِذْهَبْ فَادْعُهَا فَأَتَاهَا الْاَعْرَابِىُّ فَقَالَ اَجِيْبِىْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَتْ عَلٰى جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَا فَقَطَعَتْ عُرُوْقَهَا ثُمَّ مَالَتْ عَلٰى الجَانِبِ الْاٰخِرِ فَقَطَعَتْ عُرُوْقَهَا حَتّٰى اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ حَسْبِىْ حَسْبِىْ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّ للّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْجِعِىْ فَرَجَعَتْ فَجَلَسَتْ عَلٰى عُرُوْقِهَا وَفُرُوْعِهَا فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ اِئْذَنْ لِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ اُقَبِّلَ رَأْسَكَ وَرِجْلَيْكَ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ اِئْذِنْ لِىْ اَنْ اَسْجُدَ لَكَ قَالَ لَايَسْجُدُ اَحَدٌ لِاَحَدٍ وَلَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعَظْمِ حَقِّهٖ. وَلَفْظُ الْفَقِيْهِ قَالَ اَتَأْذَنُ لِىْ اَنْ اَسْجُدَ لَكَ؟ قَالَ لَاتَسْجُدْ لِىْ وَلَا يَسْجُدُ اَحَدٌ لِاَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ. وَلَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا بِذَالِكَ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا تَعْظِيْمًا لِحَقِّهٖ.

জনৈক গ্রাম্য লোক হুযূর আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাকে এমন কিছু জিনিস দেখান, যাতে আমার আস্থা আরও বৃদ্ধি পায়। হুযূর আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জিনিস দেখতে চাও? তিনি আরয করলেন, হুযূর ঐ বৃক্ষটাকে আপনার সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান করুন। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন তুমি যাও এবং ডেকে নিয়ে এসো। তখন সেই গ্রাম্য লোকটি গাছটির কাছে গেলেন এবং বললেন- তোমাকে হুযূর (দঃ) স্মরণ করেছেন। গাছটি সাথে সাথে একদিকে ঝুঁকে পড়লো, যাতে শিকড় আলগা হয়ে যায়। অতঃপর যাত্রা শুরু করলো। হুযূরের সমীপে উপস্থিত হয়ে গাছটি সুস্পষ্ট স্বরে বললো। হে আল্লাহর রসূল- আস্সালামু আলাইকুম। গ্রাম্য

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

লোকটি তখন বললেন, আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। হুযূর আলাইহিস সালাম গাছটিকে বললেন- চলে যাও। সেই গাছটি সাথে সাথে চলে গেল এবং সেই শিকড়ের সাথে ডালপালা সহ যথাযথভাবে যথাস্থালে স্থির হয়ে গেল। গ্রাম্য লোকটি আরয করলেন- হে আল্লাহর রসূল, আপনার পবিত্র মস্তকে ও পা মুবারকদ্বয়ে চুমু দেয়ার অনুমতি দেন। হুযূর অনুমতি দিলেন। লোকটি পুনরায় সিজদা করার অনুমতি চাইলেন। হুযুর ইরশাদ ফরমালেন-আমাকে সিজাদ করো না এবং সৃষ্টি কুলের মধ্যে কাউকে সিজদা করো না। ইমাম হাকেম এ হাদীছকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

১৩ নং হাদীছঃ ইমাম আহমদ, ইবনে মাজা, হাববান ও ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন-

وَاللَّفْظَ لِابْنِ مَاجَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاهٰذَا. قَالَ اَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدَانِ لِاَسَاقِفَتِهِمْ وَبِطَارِقَتِهِمْ فَوَرَدَتْ فِى نَفْسِى اَنْ نَفْعَلَ ذَالِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوْا فَاِنِّى لَوْكُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

হযরত মুয়ায (রাঃ) যখন শাম থেকে ফিরে আসলেন তখন হুযুর আলাইহিস সালামকে সিজদা করলেন। হুযুর আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে মুআয এটা কি? আরয করলেন, আমি শাম দেশে গিয়েছিলাম। তথায় খৃষ্টানদেরকে তাদের পুরোহিত ও নেতাদেরকে সিজদা করতে দেখলাম। তাই আপনাকে সিজদা করতে আমার মন চাইলো। তখন হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমালেন। এ রকম করোনা। যদি আমি গায়রুল্লাহকে সিজ্‌দা করার অনুমতি দিতাম তাহলে নিজ স্বামীকে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম।

এ হাদীছটা হাসন। এর সনদে কোন দুর্বলতা নেই। হযরত ইবনে আবি হাব্বান একে সহীহ হাদীছের মধ্যে গণ্য করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

১৪ নং হাদীছঃ হযরত হাকেম সহীহ মুস্তাদারক গ্রন্থে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّهُ اَتَى الشَّامَ فَرَاٰى النَّصَارٰى يَسْجُدُوْنَ لِاَسَاقِفَتِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ وَرَاٰى الْيَهُوْدَ يَسْجُدُوْنَ لِاَحْبَارِهِمْ وَرَبَّانِيْهِمْ فَقَالَ لِاَىِّ شَيْئٍ تَفْعَلُوْنَ هٰذَا ؟ قَالُوْا تَحِيَّةً لِاَنْبِيَاءِهِمْ قُلْتُ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَصْنَعَ نَبِيِّنَا. فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُمْ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْبِيَاءِهِمْ كَمَا حَرَّفُوْا كِتَابَهُمْ- لَوْاَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عُظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

হযরত মুয়ায (রাঃ) সিরিয়া গিয়েছিলেন। তথায় তিনি খৃষ্টানগণকে তাদের পাদরী ও সন্যাসীদেরকে আর ইহুদীগণকে তাদের আলেম ও আবেদগণকে সিজদা করতে দেখতে পান। ওদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- এ রকম কেন কর? তারা বললো-ওটা তাদের নবীদের প্রতি সম্মান বোধ। হযরত মুয়ায বললেন- তাহলে তো আমাদেরও একান্ত উচিৎ যে আমাদের নবীকে সিজদা করা। তখন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান- ওরা নিজেদের নবীদের নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়, যেমন তারা তাদের কিতাব পরিবর্তন করে ফেলেছে। আমি যদি কাউকে কারো প্রতি সিজদা করতে বলতাম, তাহলে স্ত্রীকে স্বামীর অপরিসীম হকের কারণে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। ইমাম হাকেম একে সহীহ হাদীছ বলেছেন।

১৫ নং হাদীছঃ ইমাম আহমদ মসনদে আবু বকর ইবনে আবি শায়বা মুসান্নেফে ও ইমাম তিবরানী কবীরে হযরত মুয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ الْيَمَنِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! رَأَيْتُ رِجَالًا بِالْيَمَنِ يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَفَلَا نَسْجُدُلَكَ قَالَ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا بَشَرًا يَسْجُدُ لِبَشَرٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

তিনি (মুয়ায রাঃ) ইয়ামন থেকে প্রত্যাবর্তন করে হুযুর সমীপে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ আমি ইয়ামনের লোকদের মধ্যে একে অপরকে সিজদা করতে দেখেছি। তাই আমরা কি আপনাকে সিজদা করতে পারি না? হুযুর (দঃ) ইরশাদ ফরমালেন- আমি যদি কোন মানুষকে কোন মানুষের প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকেই বলতাম স্বামীকে সিজদা করতে।

এটা সহীহ হাদীছ। এর সমস্ত রাবী বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ বর্ণনা কারী। এটা এবং এর আগে বর্ণিত হাদীছ উভয়টা সহীহ। নিশ্চয় এর পিছনে দু'টি ভিন্ন ঘটনা রয়েছে। প্রথমবার তিনি সিজদা করতে দেখে এসে হুযূর আলাইহিস সালামকে সিজদা করেছেন যার জন্য হুযূর আলাইহিস সালাম নিষেধ ফরমায়েছেন। দ্বিতীয়বার ইয়ামনবাসীকে দেখে এসে তিনি হুযূর আলাইহিস সালামকে সিজদা করার মনোবাসনা ব্যক্ত করেছিলেন অথবা হুযূরের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন এবং যার কারণে প্রথমবারের মত সিজদা করেন নি। কেবল অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে বারণ করা হয়েছে। الله اعلم।

১৬ নং হাদীছঃ আবু দাউদ, সুনানে তিবরানী ও কবীর, হাকেম ও বায়হাকীতে হযরত কায়স ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اَتَيْتُ الْحِيْرَةَ. فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ. فَقُلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَقُّ اَنْ اَسْجُدَ لَهُ. قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَتَيْتُ الْحِيْرَةَ. فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ. فَاَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ. قَالَ اَرَأَيْتَ لَوْمَرَرْتَ بِقَبْرِىْ اَكُنْتَ تَسْجُدُلَهُ؟ قُلْتُ لَا-قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا لَوْكُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ النِّسَاءَ اَنْ يَسْجُدْنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.

আমি হিরা শহরে (কুফার কাছে) গিয়েছিলাম। ওখানকার লোকদেরকে দেখলাম যে তারা তাদের রাজাকে সিজদা করে। আমি মনে মনে ভাবলাম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

হুযূর আলাইহিস সালাম সিজদার অধিক উপযোগী। আমি হুযূর আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলাম। তিনি ইরশাদ ফরমালেন- আচ্ছা-তোমরা যদি আমার মাযারের পার্শ্ব দিয়ে যাও, তাহলে কি সিজদা করবে? আমি আরয করলাম, না। তখন তিনি ইরশাদ ফরমালেন- তাহলে সিজদা করো না। আমি যদি কাউকে কারো প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে মহিলাদেরকে বলতাম তাদের স্বামীকে সিজদা করতে সেই অধিকারের কারণে যা তাদের উপর ওদের রয়েছে। আবু দাউদ এ হাদীছটাকে হাসান বলেছেন, হাকেম সুষ্পভাবে সহীহ হাদীছ বলেছেন এবং যাহবী তলখীস গ্রন্থে তা-ই বলেছেন।

১৭ নং থেকে ২১ নং হাদীছঃ তিবরানী মুজেমুল কবীরে এবং জিয়া সহীহ মুখতারে যায়েদ ইবনে আরকম থেকে এবং তিরমিযী জামে কিতাবে সরাকা ইবনে মারেক ইবনে জাশম, তলক ইবনে আলী উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালমা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে অন্য হাদীছের সাথে সংযুক্তভাবে বর্ণিত আছে হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

لَوْكُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

যদি আমি কাউকে কারো প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করতাম, তাহলে মহিলাকে নির্দেশ দিতাম নিজের স্বামীকে সিজদা করার জন্য।

২২ নং হাদীছঃ আবদ ইবনে হামিদ হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর আলাইহিস সালামকে সিজদা করার অনুমতি চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-"তোমাদেরকে কি কুফরীর নির্দেশ দিব"? এ হাদীছটি প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

মাদারেক শরীফ হযরত সালমান ফার্সী থেকে বর্ণিত আছে তাঁরা হুযূর আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে চেয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

لَايَنْبَغِىْ لِمَخْلُوْقٍ اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلّٰهِ تَعَالٰى.

কোন মখলুকের উচিত নয় যে, খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

করা।

তাফসীরে কবীরে ইমাম সুফিয়ান ছুরী সমাক ইবনুল হাই থেকে বর্ননা করেছেন-

قَالَ دَخَلَ الْجَاثِلِيْقُ عَلٰى عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ لَهٗ. فَقَالَ لَهٗ عَلِىٌّ اُسْجُدْ لِلّٰهِ وَلَا تَسْجُدْ لِىْ.

আমীরুল মুমেনীন হযরত মওলা আলী (রাঃ) এর দরবারে খৃষ্টান বাদশাহর জনৈক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে সিজদা করতে চাইলেন। তখন মওলা আলী বললেন আমাকে সিজদা করো না, আল্লাহকে সিজদা কর।

২৩ নং হাদীছঃ জামে তিরমিযীতে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক হানযালা ইবনে উবায়দুল্লাহ থেকে এবং সুনানে ইবনে মাজায় জ রির ইবনে হাযেমের মাধ্যমে হানযালা ইবনে আবদুর রহমান দাওসী থেকে এবং শরহে মায়ানীল আছারে হাম্মাদ ইবনে সালমা থেকে হাম্মাদ ইবনে যুবায়র, ইয়াজিদ ইবনে যরি ও আবি হালাল প্রমূখ হনযালা দুসী আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَلرَّجُلُ مِنَّا يَلْقٰى اَخَاهُ صَدِيْقَهٗ يَنْحَنِىْ لَهٗ قَالَ لَا

জনৈক সাহাবা আরয করলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কেউ যখন নিজের ভাই এর সাথে বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করে, তখন কি ওর জন্য মাথা নত করবে? হুযূর ইরশাদ ফরমালেন- না। তাহাবী শরীফে এ রকম বর্ণিত আছে-

اَللّٰهُمَّ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ: اَيَنْحَنِىْ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اِذَا الْتَقَيْنَا قَالَ لَا.

সাহাবীগণ আরয করলেন ইয়া রসুলাল্লাহ আমরা সাক্ষাতের সময় একে অপরের জন্য কি মাথানত করতে পারি? হুযূর ইরশাদ ফরমালেন- না। ইমাম তিরমিযী এ হাদীছটিকে হাসন বলেছেন।

দ্বিতীয় প্রকারের হাদীছ

(কবরের দিকে সিজদা করার নিষেধাজ্ঞা)

২৪ নং হাদীছঃ ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম তাহাবী আবু মুরছেদ গনুবী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

لَاتُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.

কবরের দিকে নামায পড় না এবং এর উপর বস না।

২৫ নং হাদীছঃ তিবরানী মুজেমুল কবীরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلٰوةِ اِلَى الْقُبُوْرِ.

কবরের দিকে (মুখ করে) নামায পড়া থেকে হুযুর আলাইহিস সালাম নিষেধ করেছেন। আল্লামা মুনাদি এ হাদীছের সনদ সহীহ বলেছেন।

২৭ নং হাদীছঃ আবুল ফরজ কিতাবুল আললে রশীদীন ইবনে কবির তাঁর পিতা ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ اِلٰى اَحَدٍ وَلَا اِلٰى قَبْرٍ.

সাবধান! নামাযে যেন কখনও কোন ব্যক্তির দিকে বা কবরের দিকে মুখ করা না হয়।

২৮ নং হাদীছঃ ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে সংযুক্তভাবে এবং ইমাম আহমদ আবদুর রজ্জাক আবু বকর ইবনে আবি শায়বা ওকী ইবনে জরাহ ইমাম বুখারীর উস্তাদ আবু নঈম এবং ইবনে মনি সনদ সহকারে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

رَاٰنِىْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَاَنَا اُصَلِّىْ اِلٰى قَبْرٍ فَقَالَ اَلْقَبْرَ اَمَامَكَ فَنَهَانِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْوَكِيْعِ قَالَ لِىْ لِقَبْرٍ لَاتُصَلِّ اِلَيْهِ وَفِيْهِ رِوَايَةُ الْفَضْلِ بْنِ وَكِيْنٍ فَنَادَاهُ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

اَلْقَبْرُ اَلْقَبْرُ. فَتَقَدَّمَ وَصَلّٰى وَجَاوَزَ الْقَبْرَ.

আমাকে হযরত আমীরুল মোমেনীন ফারুকে আযম একটি কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখে বলেছিলেন- তোমার সামনে কবর। তাই তিনি আমাকে ঐ দিকে মুখ করে নামায পড়তে বারণ করেন। ওকী'র এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে তিনি আওয়াজ দিলেন ওদিকে কবর আছে। কবর থেকে দূরে থাক। ওদিকে মুখ করে নামায পড় না। তখন তিনি নামাযের মধ্যে কদম বাড়িয়ে কবরের সামনে চলে গেলেন।

২৯ নং হাদীছঃ আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী উম্মুল মুমেনীন হযরত সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ اُدْخُلُوْا عَلَىَّ اَصْحَابِىْ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَقَنِّعٌ بِبَرْدٍ مَعَافِرِىٍّ فَكَشَفَ الْقِنَاعَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ.

হুযূর আলাইহিস সালাম মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় নির্দেশ দিলেন আমার সাহাবীগণকে আমার সামনে উপস্থিত কর। সাহাবীগণ উপস্থিত হলে হুযূর আলাইহিস সালাম মুখমন্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে ইরশাদ ফরমালেন- ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর লানত কেননা তারা তাদের নবীগণের কবরকে সিজদাগাহ্ বানিয়েছে।

৩০ নং হাদীছঃ ইমাম মালেক, মুহাম্মদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন-

قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ.

হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান আল্লাহ তাআলা ইহুদী খৃষ্টানকে ধ্বংস করেছে। কেননা তারা নিজেদের নবীগণের কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।

৩১ নং হাদীছঃ ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থে ইমাম আবদুর রাজ্জাক মুসান্নেফে এবং ইমাম দারমী সুনানে উম্মুল মুমেনীন ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

(রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرِحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَالِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى. اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مِثْلَ مَاصَنَعُوْا.

রুহ মুবারকের সকরাতের সময় হুযূর আলাইহিস সালাম চাদর পবিত্র মুখের উপর রাখতেন। যখন অসহ্য অনুভব করতেন সরিয়ে নিতেন। এ অবস্থায় তিনি (দঃ) ইরশাদ ফরমান ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি খোদার লানত। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। সতর্ক করা হচ্ছে আমার মাযারের সাথে যেন এ রকম করা না হয়।

৩২ নং হাদীছঃ ইমাম বযার মসনদে হযরত আমীরুল মুমেনীন আলী (কঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন-

قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ اِئْذِنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ فَاَذِنْتُ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ قَوْمًا اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا ثُمَّ اُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا اَفَاقَ. قَالَ يَا عَلِيُّ أذَنْ لِلنَّاسِ فَاَذِنْتُ لَهُمْ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهِ قَوْمًا اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا ثَلٰثًا فِىْ مَرَضِ مَوْتِهٖ.

হুযূর আলাইহিস সালাম অন্তিম রোগের সময় আমাকে বলেছেন- জনগণকে আমার সামনে উপস্থিত হবার অনুমতি দাও। আমি অনুমতি দিলাম। যখন জনগণ উপস্থিত হলেন তখন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমালেন ঐ ধরণের প্রত্যেক কউমের প্রতি খোদার লানত, যারা নিজে দের নবীগণের কবর সমূহকে সিজদাগাহে পরিণত করেছে। অতঃপর হুযূর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। পুনরায় যখন জ্ঞান ফিরে আসে ইরশাদ ফরমান, হে আলী জনগণকে আমার সামেন উপস্থিত হবার অনুমতি দাও। আমি অনুমতি দিলাম। পুনরায় ইরশাদ ফরমালেন সেই কউমের প্রতি খোদার লানত যারা নিজেদের নবীগণের কবরসমূহকে সিজদাগাহে পরিণত করেছে। এর রকম তিন বার বলেছেন।

৩৩ নং হাদীছঃ ইমাম আবু দাউদ তিয়ালিসিতে, ইমাম আহমদ মসনদে ও

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

ইমাম তিবরানী কবীরে মজবুত সনদ সহকারে এবং আবু নঈম মায়ারেফাতুস সাহাবা ও জিয়া সহীহ মুখতারা গ্রন্থে উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ اُدْخُلُوْا عَلَىَّ اَصْحَابِىْ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَقَنِّعٌ بِبُرْدٍ مَعَافِرِىٍّ فَكَشَفَ الْقِنَاعَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

হুযূর আলাইহিস সালাম অন্তিম রোগের সময় ইরশাদ ফরমান আমার সাহাবীদেরকে আমার সামনে উপস্থিত কর। সবাই যখন উপস্থিত হলেন, হুযূর পবিত্র চেহারা মুবারক থেকে কাপড় সরিয়ে ইরশাদ ফরমালেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি খোদার লানত কেননা তারা তাদের নবীগণের কবর সমূহকে সিজদাগাহে পরিণত করেছে।

৩৪ নং হাদীছঃ ইমাম আহমদ ও তিবরানী মজবুত সনদ সহকারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

اِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ اَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ.

সমস্ত লোক থেকে নিশ্চয়ই ওরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট যাদের বর্তমান অবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং যারা কবরেকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।

৩৫ নং হাদীছঃ হযরত আবদুস রাজ্জাক মুসান্নেফ গন্থে মাওলা আলী (কঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ নিকৃষ্টলোক হচ্ছে তারা, যারা কবরকে সিজদাগাহে পরিণত করে।

৩৬ ও ৩৭ নং হাদীছঃ সহীহ মুসলিমে ইবনে জুনদুব থেকে এবং মু'জেমে তিবরানীতে কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلَا اَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلاَ فَلاَ يَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّى اَنْهَاكُمْ عَنْ ذَالِكَ.

আমি হুযূর আলাইহিস সালামকে তাঁর ইন্তেকালের পাঁচ দিন আগে বলতে শুনেছি- সাবধান! তোমাদের আগের লোকেরা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে সিজদাগাহে পরিণত করেছিল। তোমরা এ রকম করো না। আমি তোমাদেরকে এর থেকে একান্তভাবে বারণ করছি।

বিঃদ্রঃ শরহে মুনতাকীতে জুনদুবের হাদীছ প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে যে এ হাদীছের বিষয় বস্তুর অনুরূপ আল্লামা তিবরানী মজবুত সনদসহকারে যায়েদ ইবনে ছাবেত, আল্লামা বযার মসনদ গ্রন্থে আবু উবাইদাহ ইবনূল জুরাহ এবং ইবনে আদি কামেল গ্রন্থে আবু উবাইদাহ ইবনূল জুরাহ এবং ইবনে আদি কামেল গ্রন্থে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব উল্লেখিত বক্তব্যের সমর্থনে আরও তিনটি হাদীছ পাওয়া গেল।

৩৮ নং হাদীছঃ আকেলী সাহল ইবনে আবি সালেহের মাধ্যমে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন- হুযূর আলাইহিস সালাম দুআ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا لَعَنَ اللّٰهُ قَوْمًا اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

হে আল্লাহ! আমার মাযারকে মূর্তিতে পরিণত হতে দিওনা। ওদর উপর আল্লাহর লানত, যারা নিজেদের নবীগণের কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।

৩৯ নং হাদীছঃ ইমাম মালেক মুতা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে সংযুক্ত ভাবে এবং ইমাম বযার মসনদে আতা ইবনে ইয়াসারের মাধ্যমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে সংযুক্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُاقُبُوْرِ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

সেই কউমের প্রতি আল্লাহর কঠিন গজব, যারা নিজেদের নবীগণের কবরসমূহকে সিজদাগাহ বানিয়েছে।

৪০ নং হাদীছঃ হযরত আবদুর রাজ্জাক মুসান্নেফ গ্রন্থে আমর ইবনে দিনার থেকে সংযুক্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ

ফরমায়েছেন-

كَانَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ فَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى.

বনী ইসলাইল তাদের নবীদের কবরসমূহকে সিজদাগাহ বানিয়ে ছিল। তাই তাদের উপর খোদার লানত পতিত হয়েছে।

বিঃদ্রঃ আল্লামা কাজী বয়জাবীতে, আল্লামা তায়বী শরহে মিশকাতে এবং মোল্লা আলী কারী মিরকাতে লিখেছেন-

كَانَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَسْجُدُوْنَ لِقُبُوْرِ اَنْبِيَائِهِمْ وَيَجْعَلُوْنَهَا قِبْلَةً وَيَتَوَجَّهُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ نَحْوَهَا فَقَدِ اتَّخَذُوْهَا اَوْثَانًا فَلِذٰلِكَ لَعَنَهُمْ وَمَنَعَ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ مِثْلِ ذٰلِكَ.

ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তাদের নবীদের মাযার সমূহকে সিজদা করতো এবং ও গুলোকে কেবলা মনোনীত করে নামাযে ঐ দিকে মুখ করতো। তারা ওগুলোকে মূর্তিতে পরিণত করেছিল। তাই হুযূর আলাইহিস সালাম ওদের প্রতি লানত দিয়েছেন এবং মুসলমানগণকে এরূপ করা থেকে বারণ করেছেন।

মুজমাউল বিহারিল আনোয়ারে বর্ণিত আছে-

كَانُوْا يَجْعَلُوْنَهَا قِبْلَةً يَسْجُدُوْنَ اِلَيْهَا فِى الصَّلٰوةِ كَالْوَثَنِ.

নবীগণের মাযারসমূহকে কেবলা পরিণত করে নামাযে সেদিকে সিজদা করতো মূর্তি পূজার মতো।

তাইসীর ও সিরাজে মুনীর শরহে জামে সগীরে বর্ণিত আছে হাদীছের ভাবার্থ হচ্ছে যে ওরা মাযার সমূহকে সিজদার দিক ধার্য করেছিল। ইমাম ইবনে হাজর মক্কীর যওয়াজেরে বর্ণিত আছে-

اِتِّخَاذُ الْقُبُوْرِ مَسْجِدًا مَعْنَاهُ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِ اَوْ اِلَيْهِ.

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

কবরকে সিজদাগাহ পরিণত করার অর্থ হচ্ছে এর উপর বা এর দিকে মুখ করে নামায পড়া। আল্লামা তুর পিশতী শরহে মাসাবিহে উভয় প্রকৃতির কথা বর্ণনা করেছেন-

প্রথমতঃ ইবাদতের নিয়তে নবীগণের সম্মানার্থে কবরের দিকে সিজদা করতো, দ্বিতীয়তঃ নামাযের সময় ওদিকে সিজদা করতো। অতঃপর বলেন উভয় ধরণই অপছন্দনীয়।

শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী লমআত গন্থে উপরোক্ত বক্তব্য উদ্বৃত করে বলেন- وَفِىْ شَرْحِ الشَّيْخِ اَيْضًا مِثْلُهُ (শেখের অভিমতও অনুরূপ)।

শরহে ইমাম ইবনে হাজর মক্কীতেও অনুরূপ উল্লেখিত আছে। তাই প্রমাণিত হলো যে, কবরকে সিজদা করা বা কবরের দিকে সিজদা করা উভয়টাই হারাম।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীছসমূহ দ্বারা তাই প্রতিভাত হয়েছে এবং এ দু'ধরণের আচরনের বেলায় কাঠোর হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে।

তবে দ্বিতীয় ধরণের আচরনটা অধিক প্রযোজ্য। ইহুদীদের বেলায় খোদা ভিন্ন অন্য কারো ইবাদতের কোন প্রমাণ নেই। এ জন্য উলামাগণ ইহুদীদের থেকে খৃষ্ঠানগণকে নিকৃষ্ট বলেছেন। কেননা খৃষ্টানগণ খোদার একত্বকে অস্বীকার করে এবং ইহুদীরা কেবল রেসালতকে অস্বীকার করে। দুর্রুল মুখতারে আছে اَلنَّصَارٰى شَرٌّ مِنَ الْيَهُوْدِ فِى الدَّارَيْنِ. (উভয় জাহানে খৃষ্টানগণ ইহুদীদের থেকে নিকৃষ্ট) রদ্দুল মুখতারে বযাযিয়া থেকে উদ্বৃত করা হয়েছে-

لِاَنَّ نِزَاعَ النَّصَارٰى فِى الْاِلٰهِيَاتِ وَنِزَاعُ الْيَهُوْدِ فِى النُّبُوَّاتِ.

ইমাম মুহাম্মদ তার মুআজ গ্রন্থে হাদীছ সমূহে দ্বিতীয় ধরণের আচরণকে কবরের দিকে সিজদা বোঝানো হয়েছে বলে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি তার কিতাবে باب القبر يتخذ مسجدا او يصلى اليه

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

নামে একটি অধ্যায়ে খাড়া করিয়েছেন এবং তথায় হযরত আবু হুরাইরার এ হাদীছটিকে উত্থাপন করেছেন-

قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

তৃতীয় অধ্যায়

দেড়শ ফিকহী দলীল দ্বারা তাজিমী সিজদা হারাম প্রমাণিত

এটাও দু'পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ তিন অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে কেবল সিজদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ গায়র খোদার জন্য সিজদা হারাম। খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা হারাম প্রসঙ্গে সবাই একমত। আমাদের মতও তা-ই। তবে কুফরী হওয়া সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত ছয় ধরণের ভাষ্য পরিলক্ষিত হয়ঃ

১) খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করা কুফরী, যদি বাহ্যতঃ তা প্রতিভাত হয়।

২) খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করা সাধারণতঃ কুফরী, যদি ব্যাখ্যা সাপেক্ষে তা প্রমাণিত হয়।

৩) জোর পূর্বক সিজদা করলে কুফরী নয়, তা নাহলে প্রথম দু'প্রকারেও শর্তহীন অবস্থায় কুফরী ধরে নিতে হয়।

৪) গায়রুল্লাহর নিয়ত করে সিজদা করলে কুফরী এবং আল্লাহর নিয়ত করে বা কোন নিয়ত না করে সিজদা করলে কুফরী নয়।

৫) ইবাদতের নিয়তে সিজদা করা কুফুরী কিন্তু তাজিমের নিয়তে সিজদা করলে বা কোন নিয়ত না করলে কুফরী নয়।

৬) যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতের নিয়তে করা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা মূলতঃ কুফরী নয়। এটাই বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও সঠিক অভিমত। কুফরী বলা হলেও তা আকৃতিগত কুফরীই ধরে নিতে হবে। যাক এবার দলীল সমূহ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

১) ইমাম ফখরউদ্দীন যায়লয়ী তবয়ীনুল হাকায়েকের প্রথম খন্ড ২০২ পৃষ্ঠায় (২) মুহাক্কেক ইব্রাহীম হলবী গুনিয়াতুল মুসতমলীর ২৬৬ পৃষ্ঠায় এবং (৩) আল্লামা সৈয়দ আবুসাউদ আযহারী ফত্‌হুল মঈনের প্রথম খন্ডের ২৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

اَلتَّوَاضُعُ نِهَايَةٌ تُوْجَدُ فِى السُّجُوْدِ وَلِهٰذَالْوَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَكْفُرُ.

বিনয়ের শেষ পর্যায় হচ্ছে সিজদা। এ জন্য খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করা কুফরী। (৪) নিসাবুল ইহতিসাব (কলমী) এর ৪৯ অধ্যায় এবং (৫) কেফায়াতে শাবী থেকে বর্ণিত আছে-

اِذَا سَجَدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَكْفُرُ لِاَنَّ وَضْعَ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ لَايَجُوْزُ اِلَّالِلّٰهِ تَعَالٰى.

খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করা কুফরী। কারণ খোদা ভিন্ন অন্য কারো জ ন্য কপাল মাটিতে রাখা নাজায়েজ।

(৬) ইমাম সরখসীর মবসুত গ্রন্থে এবং (৭) তার থেকে জামেউর রমুয গ্রন্থে ৫৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

مَنْ سَجَدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ كُفْرٌ.

খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে তাজিমী সিজদাকারী কাফির (৮) মনহুর রাউজ ুল আযহার ফি শরহে ফিকহিল আকবর গ্রন্থের ২৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

وَضْعُ الْجَبِيْنِ اَقْبَحُ مِنْ وَضْعِ الْخَدِّ فَيَنْبَغِىْ اَنْ لَايَكْفُرُ اِلَّا لِوَضْعِ الْجَبِيْنِ دُوْنَ غَيْرِهٖ لِاَنَّ هٰذِهٖ سَجْدَةٌ مُخْتَصَّةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى.

জমীনের উপর মাথা রাখা কপাল রাখা থেকে নিকৃষ্ট। তাই কারো উচিত নয় যে এধরণের কুফরী আচরণ করে। সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস।

৯) আল্লামা কুহস্তানী শরহে নেকায়া গ্রন্থের ৫৩৫ পৃষ্ঠায় (১০) মুজমেউল আনহার শরহে মূলতকীউল আবহার গ্রন্থের (২য় খন্ড) ২২০ পৃষ্ঠায় ফতওয়ায়ে জ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallam)

হিরিয়া থেকে এবং (১১) রদ্দুল মুখতারের (৫ম খন্ড) ৩০৮ পৃষ্ঠায় জামেউর রমুয থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে- يَكْفُرُ بِالسُّجْدَةِ مُطْلِقًا. গায়রুল্লাহকে সিজদা করার ফলে সাধারণভাবে কাফির হয়ে যাবে।

ইমাম আয়নীর ইখতেসার ও মোল্লা আলী কারীর সংকলন থেকে উদ্ধৃত ফতওয়ায়ে জহিরিয়ার উপরোক্ত বক্তব্য জোরালো নয়। কারণ একে কতেকের অভিমত বলা হয়েছে, অর্থাৎ কেউ কেউ সাধারণভাবে কুফরী বলেছেন। তাই আমরা এখানে জহিরার বক্তব্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে পারি না।

১২) আল্লামা ইত্তেকানী গায়েতুল বয়ানের الكراهيـــة অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন-

اَمَّاالسُّجُوْدُ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَهُوَ كُفْرٌاِذَاكَانَ مِنْ غَيْرِ اِكْرَاهٍ.

জোর জবরদস্তি ছাড়া খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করা কুফরী।

১৩) মনহুর রাউজের ২৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

وَلَوْسَجَدَ بِغَيْرِ الْاِكْرَاهِ يَكْفُرُ عِنْدَهُمْ بِلَاخِلَافٍ.

যদি কেউ জোর জবরদস্তি ছাড়া কাউকে সিজদা করলো, তাহলে উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত অভিমতে সে কাফির হয়ে গেলো। এখানে সর্বসম্মতির দাবীটা যথোপযুক্ত নয়।

প্রথমতঃ ইবাদতের নিয়ত ও তাজিমের নিয়তের সিজদার মধ্যে পার্থক্যের যে বিশ্লেষণ রয়েছে তা বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য এবং এ প্রসঙ্গে সামনে অনেক দলীলাদি উত্থাপন করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব সূরী অনেক বিশিষ্ট ফিকাহবিদ জোর জবরদস্তি ছাড়াও তাজিমী সিজদা কুফরী নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ফতওয়ায়ে কুবরা, কযানাতুন মুফতিয়ীন, এমন কি গায়েতুল বয়ানেও উপরোক্ত মাসআলা বর্ণনা করার পর উল্লেখিত আছে-

فَهٰذَا دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ السُّجُوْدَ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ اِذَا كَانَ خَائِفًا لَايَكُوْنُ كُفْرًا فَعَلٰى هٰذَا وَالْقِيَاسُ مِنْ سَجَدَ عِنْدَ السَّلَاطِيْنِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَايَصِيْرُ كَافِرًا.

জামেউল ফসুলীনের ২য় খন্ডে বর্ণিত আছে-

فَهٰذِهٖ تُؤَيِّدُ مَامَرَّ اَنَّ مَنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ تَكْرِيْمًا لَايَكْفُرُ.

তৃতীয়তঃ স্বয়ং মোল্লা আলী কারীর বক্তব্যের মধ্যেও উল্লেখিত আছে যে, তিনি রাওজা পাকে সিজদাকে হারাম বলেছেন, কুফরী বলেননি। চতুর্থতঃ ২৭নং দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিছুসংখ্যক আলেম গায়রুল্লাহর সিজদাকে কুফরী বলেছেন। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম কুফরী নয় বলেছেন। তাই ঐক্যমতের কথাটা অবাস্তব, এবং সেই উক্তিটাকে আদৌ প্রাধান্য দেয়া হয়নি বরং দুর্বল গণ্য করা হয়েছে।

১৪) ইমাম ইবনে হাজর মক্কী আলামু বেকওয়াতেয়িল ইসলাম গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন-

عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ اَنَّ السُّجُوْدَ بَيْنَ يَدَىِ الْغَيْرِ مِنْهُ مَاهُوَ كُفْرٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ حَرَامٌ غَيْرُ كُفْرٍ. فَالْكُفْرُ اَنْ يَّقْصِدَ السُّجُوْدَ للمخلوق والحرام ان يقصدلله تعالى تعظيما به ذالك لِلْمَخْلُوْقِ مِنْ غَيْرِاَنْ يَّقْصِدَهُ بِهٖ اَوْلَا يَكُوْنُ لَهٗ قَصْدٌ.

উলামায়ে কিরামের উক্তি থেকে প্রতিভাত হলো যে, খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করা কুফরী। আবার কোন সময় কেবল হারাম। কুফরী হচ্ছে তখনই, যখন মখলুকের জন্য সিজদার নিয়ত করে এবং হারাম হচ্ছে তখনই, যখন সিজদার উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ কিন্তু মখলুককে করে তাজিম স্বরূপ। অথবা মূলতঃ কোন উদ্দেশ্য না থাকে।

১৫) জময়াহেরাল ইখলাতি কিতাবের الاستحسان। অধ্যায়ে (১৬) হিন্দিয়া কিতাবের ৩৬৮ ও ৩৬৯ পৃষ্ঠায় এবং (১৭) নিসাবুল ইহতিসাব কিতাবের ৫৯ পর্বে (১৮) বিশিষ্ট ফকীহ ইমাম আবুজাফর হিন্দুয়ানী থেকে বর্ণিত আছে-

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

وَهٰذَا لَفْظُ النِّصَابِ وَهُوَ اَتَمُّ مِنْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ اَيْدِىْ

السُّلْطَانِ اَوِ الْاَمِيْرِ اَوْ سَجَدَ لَهُ. فَاِنْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَايَكْفُرُ وَلٰكِنْ يُصِيْرُ اٰثِمًا مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيْرَةِ وَاِنْ كَانَ سَجَدَ بِنِيَّةِ الْعِبَادَةِ لِلسُّلْطَانِ اَوْلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ فَقَدْ كَفَرَ.

যে, বাদশাহ বা সরদারের সামনে জমীনে চুমু দিল অথবা সিজদা করলো যদি তা সম্মানার্থক হয়ে থাকে, কুফরী হলো না তবে কবীরা গুনাহের ভাগী হলো। আর যদি বাদশাহের পূজা বা ইবাদতের নিয়তে করে থাকে এবং সেসময় তাজিমের কোন নিয়ত না থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে গেছে।

১৯) ইমাম জহিরুদ্দীন মরগিনায়ীর ফত্ওয়ার কিতাবে (২০) ইমাম আইনী কর্তৃক উক্ত কিতাবের সংক্ষিপ্তসারে, (২১) গমযুল উ"য়ুন ওয়াল বসায়ের কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় (২২) ফত্ওয়ায়ে খুলাসা এবং (২৩) মনহুর রাউজের ২৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

وَهٰذَا لَفْظُ الْاِمَامِ الْعَيْنِىْ قَالَ بَعْضُهُمْ يُكْفَرُ مُطْلَقًا قَالَ اَكْثَرُهُمْ وَهُوَ عَلٰى وُجُوْهٍ اِنْ اَرَادَبِهِ الْعِبَادَةَ كَفَرَ وَاِنْ اَرَادَبِهِ التَّحِيَّةَ لَايَكْفُرُ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ ذَالِكَ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ اِرَادَةٌ كَفَرَ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ.

গায়রুল্লাহর সিজদাকে কেউ কেউ শর্তহীনভাবে কুফরী বলেছেন এবং অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এর কয়েকটি আকৃতির কথা বর্ণনা করেছন। যেমন যদি ইবাদতের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে কুফরী আর যদি সম্মানের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে কুফরী নয়। তবে হারাম এবং যদি কোন নিয়তই না থাকে, তাহলে অধিকাংশ ইমামগণের মতে কুফরী।

ফত্ওয়ায়ে খুলাসার ইবারত হচ্ছে নিম্নরূপ-

اِمَامُ السَّجْدَةِ لِهٰؤُلَاءِ الْجَبَابِرَةِ فَهِىَ كَبِيْرَةٌ وَهَلْ يَكْفُرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَكْفُرُ مُطْلَقًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ (وَفِىْ نُسْخَةِ الطَّبْعِ اَكْثَرُهُمْ) اَلْمَسْئَلَةُ عَلَى التَّفْصِيْلِ اِنْ اَرَادَبِهَا الْعِبَادَةَ يَكْفُرُوَاِنْ اَرَادَبِهَا التَّحِيَّةَ لَايَكْفُرُ قَالَ وَهٰذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَالَ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

فِى سَيْرِ الفَتَاوٰى وَالْاَصْلِ.

ওসব বাদশাদেরকে সিজদা করা গুনাহে কবীরা আর কাফির হবে কিনা এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবে কিন্তু অনেকেই বলেন যে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যদি ইবাদতের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কাফির হয়ে যাবে এবং যদি তাজীমের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, কাফির হবে না। এটা সেই মাসআলার অনুরূপ, যা ফত্ওয়ার কিতাব كتاب السير এ বর্ণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মবসুতে বর্ণিত আছে ইমাম মোল্লা আলী কারী একে হুবহু নকল করেছেন। খুলাসা কিতাবে বর্ণিত আছে-

مَنْ سَجَدَلَهُمْ اِنْ اَرَادَبِهِ التَّعْظِيْمَ اَىْ كَتَعْظِيْمِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ كَفَرَ وَاِنْ اَرَادَ بِهِ التَّحِيَّةَ اَخْتَارَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اَنَّهُ لَايَكْفُرُ وَهٰذَا هُوَ الْاَظْهَرُ وَفِى الظَّهِيْرِيَّةِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَكْفُرُ مُطْلَقًا.

যে ব্যক্তি ওদেরকে সিজদা করলো, যদি তাজীমের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে (অর্থাৎ খোদাকে তাজীম করার অনুরূপ)। তাহলে কাফির হয়ে গেছে। আর যদি কেবল সম্মানের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে কাফির হবে না বলে কিছুসংখ্যক উলামা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটাই সুস্পষ্ট। ফত্ওয়ায়ে জহিরিয়াতে আছে কেউ কেউ বলেছেন যে, শর্তহীন ভাবে কাফির হয়ে যাবে।

২৪) ইমাম সদরুশ শহীদ শরহে জামে সগীরে (২৫) তাঁর থেকে ইমাম সময়ানী খযানতুল মুফতীন কিতাবের كتاب الكراهية অধ্যায়ে (২৬) জওয়াহেরুল ইখলাতির الاستحسان। অধ্যায়ে (২৭) আল্মগীরীর ২য় খন্ডের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় (২৮) জামেউল ফছুলীনের ৫ম খন্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠায় (২৯) মুজমেউল নওয়াযেলে, (৩০) মরমুযে, (৩১) জামেউর রমুযের ৫৩৮ পৃষ্ঠায় (৩২) মুহীতে (৩৩) জামেউল ফসুলীনের ৩১৪ পৃষ্ঠায় এবং (৩৪) মুজমেউল আনহারের দ্বিতীয় খন্ডে ২২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

مَنْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَىِ السُّلْطَانِ اَوْ اَمِيْرٍ اَوْ سَجَدَ لَهُ فَاِنْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَا يَكْفُرُ وَلٰكِنْ اِرْتَكَبَ الْكَبِيْرَةَ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

যে ব্যক্তি বাদশাহ বা কোন সরকারের সামনে জমীন চুমু দিল বা সিজদা করলো, তা যদি সম্মান সূচক হয়ে থাকে, কাফির হবে না, তবে কবীরা গুনাহের ভাগী হবে। এ ইবারতটি ইমাম সদরুশ শহীদের জামেউর রুমুজ ইত্যাদিতে এ ভাবে বর্ণিত আছে-

لَايَجُوْزُ فَاِنَّهٗ كَبِيْرَةٌ অর্থাৎ জমীন চুমু দেয়া ও তাজিমে সিজদা করা নাজায়েয ও কবীরা গুনাহ। জওয়াহের ও হিন্দীয়াতে এ রকম বর্ণিত আছে-

لَايَكْفُرُ وَلٰكِنْ يَأْثَمُ بِارْتِكَابِهِ الْكَبِيْرَةِ هُوَ الْمُخْتَارُ.

অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে জমীন চুমু ও তাজিমী সিজদার দ্বারা কাফির হবে না কিন্তু কবীরা গুনাহের ভাগী হবে। জামেউল ফসুলীনের দ্বিতীয় উক্তিটা হচ্ছে-

اِثْمٌ لَوْ سَجَدَ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لِاِرْتِكَابِ مَاحَرَّمَ.

তাজিমী সিজ্দা দ্বারা গুনাহগার হবে, কারণ সে হারাম কাজ করেছে। মুজমেউল আনহারের ভাষ্যটি হচ্ছে-

مَنْ سَجَدَ لَهٗ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَايَكْفُرُ وَلٰكِنْ يَصِيْرُ اٰثِمًا مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيْرَةِ.

তাজিমী সিজ্দার দ্বারা কাফির হবে না, তবে গুনাহগার ও কবীরা গুনাহকারী হিসেবে বিবেচ্য হবে। (৩৫) দুর্রুল মুখতারের كتاب الخطر অধ্যায়ের فصل البيع পরিচ্ছেদে এবং (৩৬) মজমউল আনহারের উল্লেখিত স্থানে বর্ণিত আছে-

وَهَلْ يَكْفُرُ اِنْ عَلٰى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالتَّعْظِيْمِ كُفْرٌ وَاِنْ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَاوَصَارَ اٰثِمًا مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيْرَةِ.

এর ফলে কাফির হবে কি না? যদি ইবাদত ও তাজিমের জন্য করা হয়, তাহলে কাফির এবং যদি সম্মানবোধক হয়, তাহলে কাফির হবে না। তবে অপরাধী ও গুনাহে কবীরার ভাগী হবে। (৩৭) আল্লামা ইবনে আবেদীন ফত্ওয়ায়ে শামীর ৫ম খন্ডে দুর্রুল মুখতারের উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করেছেন-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

تَلْقِيْقُ الْقَوْلَيْنِ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَذَكَرَ الصَّدْرُ

الشَّهِيْدَ اِنَّهُ لَايَكْفُرُ بِهٰذَا السُّجُوْدِ لِاَنَّهُ يُرِيْدُ بِهِ التَّحِيَّةَ وَقَوْلُ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ السَّرْخَسِىِّ اِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ كُفْرٌ.

অর্থাৎ এখানে দুধরণের বর্ণনা রয়েছে-এক তাজীমী সিজদা কুফরী, এটা শামশুল আইম্যা সরখসী (রহঃ) এর অভিমত। দুই অভিবাদন মুলক সিজদা কুফরী নয়। এটা ইমাম সদরুশ শহীদের অভিমত। ব্যাখ্যাকার উভয়ের বক্তব্য থেকে এক এক অংশ নিয়ে এ ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে যদি তাজিমী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে কুফরী এবং যদি অভিবাদন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে কুফরী নয়।

ইমাম সদরুশ শহীদ অভিবাদন মূলক সিজদাকে কেবল কুফরী নয় বলেছেন কিন্তু কবীরা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে তিনি নিজেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, যা ইতিপূর্বে ২০ নং দলীলে উল্লেখিত হয়েছে। তাজীম শব্দটা কোন কোন সময় সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়। তখন অভিবাদনকে তাজীম বলা হয়। তখন তাজীম ও অভিবাদনকে ইবাদতের বিপরীত একই অর্থে প্রয়োগ করা হয়। কোন কোন সময় তাজীম বলতে খোদার তাজীমের অনুরূপ তাজীমকে বোঝানো হয়। যেমন ৩১ নং দলীলে মনহুর রউজের উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত আছে তখন সেই তাজীম ইবাদতের সমতূল্য। শামশুল আইম্যার উক্তির এটাই ভাবার্থ।

(৩৮) ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আসল (৩৯) ফতুয়ায়ে কিতাবুস সাইর, (৪০) ফতুয়ায়ে খুলাসার الفاظ الكفر অধ্যায়ে ফত্ওয়ায়ে গিয়াছিয়ার ১০৭ পৃষ্ঠায় (৪২) মুহিত (৪৩) ফিকহে আকবর, (৪৪) নিসাবুল ইহতিসাবের ৪৯ অধ্যায়ে (৪৫) ওজীযের ২য় খন্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠা, (৪৬) ইখতিয়ার শরহে মুখতার ও (৪৭) মূলতকী ২য় খন্ডের ৫২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

اِذَا قَالَ اَهْلُ الْحَرْبِ لِمُسْلِمٍ اُسْجُدْ لِلْمَلِكِ وَاِلَّا قَتَلْنَاكَ فَالْاَفْضَلُ لَايَسْجُدُ لِاَنَّ هٰذَا كُفْرٌ صُوْرَةً وَالْاَفْضَلُ اَنْ لَايَأْتِىَ بِمَاهُوَ كُفْرٌ صُوْرَةً وَاِنْ كَانَ فِىْ حَالَةِ الْاِكْرَاهِ.

যদি কোন সশস্ত্র কাফির কোন মুসলমানকে বলে-বাদশাহকে সিজদা কর,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

নচেৎ আমি তোমাকে হত্যা করবো। তখন সিজদা না করাটা উত্তম। কারণ এটা দৃশ্যতঃ কুফরী, যদিওবা জোর জবরদস্তি মূলক অবস্থা হয়ে থাকে।

(৪৮) ফতওয়ায়ে ইমাম কাজী খান ৪র্থ খন্ড ৩৭৮ পৃষ্ঠায়, (৪৯) ফতওয়ায়ে হিন্দীয়া ৫ম খন্ড ৩৩৮ পৃষ্ঠায় (৫০) আশবাহ ওয়াল নজায়ের প্রথম অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ (৫১) হাদিকায়ে নদিয়া ১ম খন্ড ৩৮১ পৃষ্ঠায় (৫২) খযানাতুল মুফতীনের كتاب الكراهية অধ্যায়ে (৫৬) ফতওয়য়ে কুবরায় (৫৪) ইমাম নাতেকীর ওয়াকিয়াত কিতাবে (৫৫) ইয়ূনুল মসায়েল (৫৬) ইমাম সদরুশ শহীদের ওয়াকিয়াত কিতাবের باب العين للعين অধ্যায়ে (৫৭) গায়িতুল বয়ানের كتاب الكراهية অধ্যায়ে এবং (৫৮) জামেউল ফযুলীলের ২য় খন্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

لَوْ قَالَ لِلْمُسْلِمِ اُسْجُدْ لِلْمَلِكِ وَالَّا قَتَلْنَاكَ قَالُوْا اِنْ اَمَرَهُمْ بِذَالِكَ لِلْعِبَادَةِ فَالْاَفْضَلُ لَهُ اَنْ لَايَسْجُدَ كَمَنْ اُكْرِهَ عَلٰى اَنْ يَّكْفُرَ كَانَ الصَّبْرُ اَفْضَلُ وَاِنْ اَمَرَهُمْ بِالسُّجُوْدِ لِلتَّحِيَّةِ وَالتَّعْظِيْمِ لَالْعِبَادَةِ فَالْاَفْضَلُ لَهُ اَنْ يَسْجُدَ.

যদি কোন কাফির মুসলমানকে বলে- বাদশাহকে সিজদা কর, নচেৎ তোমাকে হত্যা করে ফেলবো। উলামায়ে কিরাম বলেন যে যদি কাফিরটি ওকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বলে থাকে, তাহলে সিজদা না করাটাই উত্তম, যেমন কুফরী সংক্রান্ত জোর জবরদস্তির বেলায় সবর উত্তম, এবং যদি অভিবাদনমূলক সিজদার কথা বলে থাকে, তাহলে সিজদা করে জান বাচানো উত্তম।

কিতাবের এ ইবারত থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে গায়রুল্লাহকে অভিবাদনমূলক সিজদা করা, শরাব পান ও শুকরের মাংস ভক্ষণ থেকে নিকৃষ্ট। এ গুলোর বেলায় যদি হত্যা নয় বরং অংগ বিচ্ছেদ বা ভীষণ মারধরের ভয় দেখিয়ে খাওয়ার জন্য যদি জোর করা হয়, তাহলে পান করা ও খাওয়াটা ফরজ। অন্যথায় গুনাহগার হবে। আলমগীরীতে বর্ণিত আছে-

اِذَا اَخَذَ رَجُلًا وَقَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ اِنْ لَمْ تَاْكُلْ لَحْمَ هٰذَا الْخِنْزِيْرِ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallam)

يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ التَّنَاوُلَ.

দুর্রুল মুখতারে উল্লেখিত আছে-

أُكْرِهَ عَلٰى اَكْلِ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ بِقَتْلٍ اَوْقَطْعِ عُضْوٍ اَوْضَرْبٍ مُبَرِّحٍ فَرْضَ فَاِنْ صَبَرَ لِقَتْلٍ اِثْمٍ.

কিন্তু এখানে হত্যার ভয় দেখিয়ে জোর করা হলে, অভিবাদন সুচক সিজদা করে নেয়াটা উত্তম বলা হয়েছে, ফরযতো দুরের কথা ওয়াজিবও বলা হয়নি অর্থাৎ নিহত হওয়াকে জায়েয বলা হয়েছে এবং সম্মান বোধক সিজদা না করার জন্য বলা হয়েছে। যদিওবা জান বাচানো উত্তম। সুতরাং বোঝা গেল যে, গায়রুল্লাহকে তাজি মী সিজদা করা শরাব পান ও শুকরের মাংস ভক্ষণ থেকেও জঘন্য। আর শুকরের মাংস খাওয়ার মধ্যে গায়রুল্লাহর ইবাদতের কোন সাদৃশ্য নেই এবং এটা হালাল মনে না করলে কেউ কুফরী বলে না। (৫৯) আলমগীরীর ৫ম খন্ড ৩৬৩ পৃষ্ঠায় (৬০) ফতুয়ায়ে গরায়েবে বর্ণিত আছে-

لَايَجُوْزُ السُّجُوْدُ اِلَّااللّٰهِ تَعَالٰى.

গায়রুল্লাহর জন্য সিজদা জায়েয নেই। (৬১) আকলীল ফি ইসতিনবাতিল তনখীরে فِيْهِ تَحْرِيْمِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى এ আয়াত দ্বারা গায়রুল্লাহর জন্য সিজদা হারাম প্রমাণ করা হয়েছে। (৬২) নেসাবুল ইহতিসাবের ৪৯ অধ্যায়ে এবং (৬৩) একজন উচ্চস্তরের তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে-

اِنَّ السُّجُوْدَ فِىْ دِيْنِ مُحَمَّدٍ لَايَحِلُّ اِلَّااللّٰهِ تَعَالٰى.

নিশ্চয় হুযুর আলাইহিস সালামের দ্বীনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা হালাল নয়। (৬৪) তরীকায়ে মুহাম্মদীয়ায় اذات قلب শীর্ষক আলোচনায় সিজ দাকে হারাম বলার পর উল্লেখিত আছে-

وَمِنْهُ السُّجُوْدُ وَالرُّكُوْعُ وَالْاِنْحَنَاءُ لِلْكُبَرَاءِ عِنْدَ الْمُلَاقَاتِ وَالسَّلَامِ وَرَدِّهِ.

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

বযুর্গানে কিরামের সাথে সাক্ষাত কালে তাদেরকে সালাম করার সময় সিজদা করার মত বা রূকুর মত বা রূকুর কাছাকাছি ঝুঁকাও হারাম।

(৬৫) মনহুর রাউজের ২২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

اَلسَّجْدَةُ حَرَامٌ لِغَيْرِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى.

গায়রুল্লাহকে সিজদা করা হারাম।

(৬৬) প্রখ্যাত ইমাম আবু জকরিয়ার রাউজা কিতবে (৬৭) ইমাম ইবনে হাজর মক্কীর اعلام بقواطع الاسلام গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

مَايَفْعَلُهٗ كَثِيْرُوْنَ مِنَ الْجَهَلَةِ الظَّالِمِيْنَ مِنَ السُّجُوْدِ بَيْنَ يَدَى الْمَشَائِخِ فَاِنَّ ذَالِكَ حَرَامٌ قَطْعًا بِكُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ لِلْقِبْلَةِ اَوْ لِغَيْرِهَا وَسَوَاءٌ قَصَدُ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَوْ غَفَلَ وَفِىْ بَعْضِ صُوْرَةٍ مَا يُقْتَضِى الْكُفْرَ عَافَانَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ ذَالِكَ.

অনেক জালিম জাহিল লোক পীরদের কে সিজদা করে। এটা যে কোন অবস্থায় সুস্পষ্ট হারাম, চাহে কিবলার দিকে মুখ করে হোক বা অন্য দিকে। চাহে খোদাকে সিজদা করার নিয়ত করে, বা কোন নিয়ত হতে বিরত থেকে। এর কতেক ক্ষেত্রে কুফরী অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ আমাদেরকে এর থেকে পানাহ দিক।
(৬৮) আলামের ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

قَدْ صَرَّحُوْا بِاَنَّ سُجُوْدَ جَهَلَةِ الصُّوْفِيَّةِ بَيْنَ يَدَىْ مَشَائِخِهِمْ حَرَامٌ وَفِىْ بَعْضِ صُوَرِهٖ مَا يُقْتَضِى الْكُفْرَ.

ইমামগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, পীরদেরকে সিজদা করা, যেমন জাহেল সূফীরা করে থাকে, হারাম এবং কয়েক ক্ষেত্রে কুফরী। (৬৯) গায়েতুল বায়ানে সিজদার আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

وَمَا يَفْعَلُهٗ بَعْضُ الْجُهَّالِ مِنَ الصُّوْفِيَّةِ بَيْنَ يَدَىْ شَيْخِهِمْ فَحَرَامٌ مَحْضٌ اَقْبَحُ الْبِدَعِ فَيَنْهَوْنَ عَنْ ذَالِكَ لِاسْتِحَالَةِ؛

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallim)

কতেক মূর্খ সূফী নিজেদের পীরের আসনে যে সিজদা করে, তা হারাম

এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিদআত। তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা বাঞ্ছনীয়
(৭০) ইমাম হাফেজউদ্দিন অজীয কিতাবের ২য় খন্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

وَبِهٰذَا عُلِمَ اَنَّ مَايَفْعَلُهُ الْجُهَلَةُ بِطَوَاغِيْتِهِمْ وَيُسَمُّوْنَهُ كُفْرٌ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ وَكَبِيْرَةٌ عِنْدَ الْكُلِّ فَلَوْ اِعْتَقَدَهَا مُبَاحَةً لِشَيْخِهِ فَهُوَ كَافِرٌ. وَاِنْ اَمَرَهُ شَيْخُهُ بِهِ وَرَضِىَ بِهِ مُسْتَحْسِنًا لَهُ فَالشَّيْخُ النَّجْدِىُّ اَيْضًا كَافِرٌ اِنْ كَانَ قَدْ اَسْلَمَ فِىْ عُمْرِهِ.

এতে প্রতীয়মান হলো যে জাহেল লোক নিজেদের পথ ভ্রষ্ঠ পীরদেরকে সিজদা করে এবং একে 'পায়েগা' বলে। কতেক মশায়েখের মতে তা কুফরী, তবে সর্বসম্মত ভাবে গুনাহে কবীরা। সুতরাং একে পীরের জন্য জায়েয মনে করাটা কুফরী আর যদি পীর একে সিজদা করার হুকুমে করলো এবং সে এতে রাজী হয়ে গেল, তাহলে সেই শেখ (শয়তান) নিজেও কাফির হলো, যদিওবা সে কোন সময় মুসলমান ছিল। এ ধরনের অহংকারী, খোদার নাফরমান, ও সিজদার জন্য ললায়িত ব্যক্তি ওরাই হয়ে থাকে, যারা শরীয়তের অনুসরণ থেকে স্বাধীন বা মুক্ত হয়ে থাকে। এ ধরণের মনোভাব নিজের মধ্যে থাকলেতো কুফরী আর যদি এ ধরণের ধারণা না থাকে, তবুও নিঃসন্দেহে সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম।

খোদার শুকরিয়া যে সত্তরটি দলীল দ্বারা সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং অন্য কারো জন্য যে কোন নিয়তে তা হারাম, হারাম, হারাম, গুনাহে কবীরা, কবীরা, কবীরা প্রমাণিত হলো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

এ অনুচ্ছেদে কারো সামনে মাটি চুমু দেয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু সিজদা নয়, মাটি চুমু দেয়াও হারাম। মোট ৪১টি দলীল দ্বারা তা প্রামাণ করা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে ১৫টি দলীল রয়েছে- (১৫ থেকে ১৮ ও ২৪থেকে ৩২ এবং ৩৫ ও ৩৬ নং দলীল দ্রষ্টব্য) অবশিষ্ট ২৬টি দলীল নিম্নে আলোচিত হলো।

(৭১) ইমাম কবীরের জামে সগির, (৭২) এর থেকে ফত্ওয়ায়ে তাতারখানিয়া (৭৩) আলমগীরীর ৫ম খন্ড ৩৬৯ পৃঃ (৭৪) কাফি শরহে দানি (৭৫) গায়েতুল বয়ানের কিতাবুল কিরাহিয়া (৭৬) কেফায়া শরহে হেদায়া ৪র্থ খন্ড ৪৩পৃঃ (৭৭) তলয়িনুন হকায়েক শরহে কনয ৬ষ্ঠ খন্ড ২৫পৃঃ (৭৮) তনবিরুল আবসার (৭৯) দুর্রুল মুখতার কিতাবুল খতর (৮০) মুজমেউল আনহার ২য় খন্ড ৭২০ পৃঃ (৮১) ফত্হুল মঈন ৩য় খন্ড ৮০২ পৃঃ (৮২) জওয়াহেরুল ইখলাতি (৮৩) তকমেলাতুল বাহার ২য় খন্ড ২২৬ পৃঃ (৮৪) মোল্লা মিসকীনের শরহুল কনয (৮৫) ফত্ওয়ায়ে গরায়েব এবং (৮৬) ফত্ওয়ায়ে হিন্দীয়ায় উল্লেখিত আছে-

مَايَفْعَلُوْنَهُ مِنْ تَقْبِيْلِ الْاَرْضِ بَيْنَ يَدَىِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ فَحَرَامٌ وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِىُ بِهِ اٰثِمَانِ.

উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গানেদ্বীনের সাম্নে চুমু দেয়া হারাম এবং চুমু দাতা ও এতে সম্মতিদানকারী উভয়ই গুনাহগার। কাফি, গায়েতুল বয়ান, তাবায়ীনুল হকায়েক, দুর্রুল মুখতার, মুজমেউল আনহার ও জওয়াহে এ বাক্যাংশটি বর্দ্ধিত করা হয়েছে- لانه يشبه عبادة الوثن এ জন্য যে তাতে মুর্তি পূজার সাদৃশ্য রয়েছে।

(৮৭) আল্লামা সৈয়দ আহমদ মিসরীর তাহতাবীর ২য় খন্ডে বর্ণিত আছে-

يَشْبَهُ عِبَادَةَ الْوَثَنِ لِاَنَّ فِيْهِ صُوْرَةَ السُّجُوْدِ لِغَيْرِاللّٰهِ تَعَالٰى.

জমিন চুমু দেয়া মূর্তি পূজার সদৃশ এ জন্য যে, এতে গায়রুল্লাকে সিজদা করার আকৃতি রয়েছে।

জমিন চুমু দেয়া আসলে সিজদা নয়। কেননা সিজদার বেলায় কপাল মাটিতে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু মূর্তি পূজার সদৃশ এবং আকৃতিগত প্রায় সিজদার অনুরূপ হওয়ায় হারাম। স্বয়ং সিজদা কি ধরণের জঘন্য হারাম হবে, এর থেকে সহজে অনুমান করা যায়।

(৮৮) গনিয়া জবিল আহকামের ১ম খন্ড ৩১৮ ও (৯) মওয়াহেবুর রহমানের বর্ণিত আছে-

يَحْرُمُ تَقْبِيْلُ الْاَرْضِ بَيْنَ يَدَى الْعَالِمِ لِلتَّحِيَّةِ.

আলেমের সামনে সম্মানের নিয়তে মাটি চুমু দেয়া হারাম।

(৯০) খাদমী আনল দূরর কিতাবের ৫৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

মাটি চুমু ও নত হওয়া জায়েয নয় ররং হারাম।

(৯১) দর্রুল মোখতার ৫ম খন্ড ৩৭৯ পৃঃ এবং (৯২) মুনতকী শরহে মুলতকীতে চুমুর প্রকারভেদ বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে-

حَرَامٌ لِلْاَرْضِ تَحِيَّةٌ وَكُفْرٌ لَهَا تَعْظِيْمًا.

অভিবাদন স্বরূপ মাটি চুমু দেয়া হারাম এবং সম্মান সূচক মাটি চুমু দেয়া কুফরী (৯৩) ফত্ওয়ায়ে যহিরিয়ায় (৯৪) মোখতাছার ইমাম আইনী (৯৫) গুমুযুল উয়ুন ৩১ পৃঃ (৯৬) শরহে ফিকহে আকবরের ২৩৫ পৃঃ উল্লেখিত আছে-

اَمَّا تَقْبِيْلُ الْاَرْضِ فَهُوَ قَرِيْبٌ مِنَ السُّجُوْدِ اِلَّا اَنَّ وَضْعَ الْجَبِيْنِ اَوِ الْخَدِّ عَلَى الْاَرْضِ اَفْحَشُ وَاَقْبَحُ مِنْ تَقْبِيْلِ الْاَرْضِ.

জমীন চুমু দেয়াটা হচ্ছে সিজদার কাছাকাছি এবং কপাল ও মুখমন্ডল মাটিতে রাখাটা এর থেকেও বিশ্রী ও মন্দ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

জমীন চুমুতো দূরের কথা, রূকু পর্যন্ত নত হওয়াও নিষেধ। এ ব্যাপারে ৬৪ ও ৯০ নং দলীল দুটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আরও ৩০টি দলীল নিম্নে বর্ণিত হলো।

(৯৭) যাহেদি (৯৮) এর থেকে জামেউর রুমুযের ৫৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

اَلْاِنْحِنَاءُ فِى السَّلَامِ اِلَى قَرِيْبِ الرُّكُوْعِ كَالسُّجُوْدِ.

সালাম দেয়ার সময় রূকু পর্যন্ত নত হওয়াটাও সিজদা সদৃশ।

(১০১) শরয়াতুল ইসলাম এবং (১০২) এর ব্যাখ্যা গন্থ মফাতেহুল জনান

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostafa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

৩১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

وَلَا بِقَوْلِهٖ وَلَا يَنْحَنِىْ لَهٗ بِكَوْنِهِمَا مَكْرُوْهَيْنِ.

চুমুও দিও না এবং নত ও হয়োনা, কারণ উভয়টা মকরূহ। (১০৩) আহ্‌য়াউল উলুম ২য় খন্ড ১০৪ পৃঃ এবং (১০৪) ইত্তেহাফিস সাদাত ৬ষ্ঠ খন্ড ২৮১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে-

اَلْاِنْحِنَاءُ عِنْدَالسَّلَامِ مَنْهِىٌّ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ فِعْلِ الْاَعَاجِمِ.

সালামের সময় নত হওয়া নিষেধ করা হয়েছে এবং তা মজুসী সম্প্রদায়ের কাজ (১০৫) আইনুল ইলম অষ্টম অধ্যায় (১০৬) শরহে মোল্লা আলী কারী ১ম খন্ড ২৭৪ পৃঃ (১০৭) যখিরা এবং (১০৮) মুহিতে উল্লেখিত আছে-

(لَا يَنْحَنِىْ) لِاَنَّ الْاِنْحِنَاءَ يُكْرَهُ لِلسَّلَاطِيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَلِاَنَّهٗ صَنِيْعُ اَهْلِ الْكِتَابِ

সালামের সময় নত হয়োনা, বাদশাহ হোক বা অন্য কেউ হোক, কারো জন্য নত হওয়ার অনুমতি নেই। এ নিষেধাজ্ঞার অন্যতম কারণ হলো এটা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের আচরণ।

(১০৯) হাদিকায়ে মোহাম্মদীয়া শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া ১ম খন্ড ৩৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

مَعْلُوْمٌ اَنَّ مَنْ لَقِىَ اَحَدًا مِنَ الْاَكَابِرِ فَحَنٰى لَهٗ رَاْسَهٗ. اَوْظَهْرَهٗ وَلَوْ بَالَغَ فِىْ ذَالِكَ فَمُرَادُهُ التَّحِيَّةُ اَوِالتَّعْظِيْمُ دُوْنَ الْعِبَادَةِ لَهٗ فَلَا يَكْفُرُ بِهٰذَا الصَّنِيْعِ وَحَالُ الْمُسْلِمِ مُشْعِرٌ بِذَالِكَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَاَمَّاالْعِبَادَةُ فَلَا يَقْصِدُهَا كَافِرٌ اَصْلِىٌّ فِى الْغَالِبِ وَلٰكِنَّ التَّمَلُّقَ الْمُوْصِلَ اِلَى الْمِقْدَارِ مِنَ التَّذَلُّلِ مَذْمُوْمٌ. وَلِهٰذَا جَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ التَّذَلُّلِ الْحَرَامِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ كُفْرًا.

এটা জানা কথা যে, মুরুব্বীদের সাথে বা অন্য কারো সাথে দেখা করার সময় যারা মাথা বা পিঠ নত করে যদিওবা এটা বেশী বাড়াবাড়ি, কিন্তু

ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়, তাজীম বা সম্মানবোধ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

তাই এ ধরণের আচরনের দ্বারা কাফির হবে না। যে কোন অবস্থায় মুসলমানদের নিয়ত তাই হয়ে থাকে। ইবাদতের উদ্দেশ্য প্রধানত তারাই করবে, যারা প্রথম থেকেই কাফির হয়ে থাকে। তবে এতটুকু তোষামোদ যেখানে হীনমন্যতা প্রকাশ পায়, সেখানে মোটেই ঠিক নয়। এ জন্য উপরোক্ত কিতাব রচয়িতাগণ নত হওয়াকে হারাম বলেছেন। তবে কুফরী বলেননি।

(১১০) ইমাম ইয্‌যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম (১১১) তাঁর থেকে ইমাম ইবনে হাজর মক্কী ফতুয়ায়ে কুবরার ৪র্থ খন্ড ২৪৭ পৃষ্ঠায়, (১১২) তার থেকে ইমাম আরেফ নাবলুসী হাদীকা গ্রন্থের ৩৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন-

اَلْاِنْحِنَاءُ الْبَالِغُ اِلٰى حَدِّ الرُّكُوْعِ لَايَفْعَلُهُ اَحَدٌ كَالسُّجُوْدِ وَلَابَأْسَ بِمَا نَقَصَ مِنْ حَدِّ الرُّكُوْعِ لِمَنْ يُكْرِمُ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ.

কেউ কারো জন্য রূকু পরিমাণ নত হওয়াও উচিৎ নয়। সিজদার তো প্রশ্নই উঠেনা। তবে ঐ পরিমাণ থেকে কম হলে কোন ক্ষতি নেই। যেমন কেউ কোন সম্মানিত ব্যক্তির জন্য একটু নত হলো।

(১১৩) ইমাম নাতেকী ওযাকিয়াত কিতাবে (১১৪) ইমাম নাছির উদ্দীনের মুলতাকাত কিতাবে (১১৫) নিসাবুল ইহতিসাব কিতাবের ৪৯ পৃষ্ঠায় (১১৬) জওয়াহেরে ইখলাতি (এবং) (১১৭) এটা থেকে আলমগীরীর ৫ম খন্ড ৩৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

اَلْاِنْحِنَاءُ لِلسُّلْطَانِ اَوْ لِغَيْرِهِ مَكْرُوْهٌ لِاَنَّهُ يُشْبِهُ فِعْلَ الْمَجُوْسِ.

বাদশাহ হোক বা অন্য কেউ হোক ওদের জন্য মাথা নত করা নিষেধ। কারণ, তাতে মজুসী সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

(১১৮) মুজমেউল আনহার ২য় খন্ড ৫২১ পৃষ্ঠায় এবং (১১৯) ফসূলে ইমাদীতে বর্ণিত আছে-

يَكْرَهُ الْاِنْحِنَاءُ لِاَنَّهُ فِعْلُ الْمَجُوْسِ.

কারো সম্মানে নত হওয়া নিষেধ, কারণ তাতে মজুসীদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। (১২০) মওয়াহেবুর রহমান (১২১) এর থেকে শরনবেলালিয়া ১ম খন্ড ৩১৮ পৃষ্ঠা (১২২) মুহীত (১২৩) জামেউর রুমুয ৫৩৫ পৃষ্ঠায় এবং (১২৪) রুদ্দুর মোখতার ৫ম খন্ড ৩৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

يَكْرَهُ الْاِنْحِنَاءُ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ.

বাদশা হোক বা অন্য কেউ হোক ওদের সম্মানে মাথা নত করা নিষেধ। (১২৫) ইমাম হাইতমীর ফত্ওয়ায়ে কুবরায় বর্ণিত আছে-

اَلْاِنْحِنَاءُ بِالظَّهْرِ مَكْرُوْهٌ কারো পিঠ সম্মানে নত করা মকরূহ। (১২৬) আলমগীরী ৫ম খন্ড ৩৬৯ পৃষ্ঠা এবং (১২৭) ফত্ওয়ায়ে ইমাম তমরনাশীতে উল্লেখিত আছে-

يَكْرَهُ الْاِنْحِنَاءُ عِنْدَالتَّحِيَّةِ وَبِهِ وَرَدَ النَّهْى. সালাম করার সময় নত হওয়া নিষেধ। হাদীছ শরীফে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(মাযার সম্পর্কিত)

এ পরিচ্ছেদও তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত

১ম অনুচ্ছেদ

মাযার সমূহে সিজদা বা এর সামনে জমীন চুমু দেওয়া হারাম এবং রুকু পরিমাণ নত হওয়াটাও নিষেধ।

(১২৮) আল্লামা রহমতুল্লাহের মুতাওয়াস্সিত কিতাবে এবং (১২৯) মসলকে মুতকাসত শরহে মোল্লা আলী কারীর ২৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

(لَايَمَسُّ عِنْدَالزِّيَادَةِ الْجِدَارَ) وَلَايُقَبِّلُهُ وَلَايَلْتَصِقُ بِهِ وَلَا يَطُوْفُ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

وَلَا يَنْحَنِى وَلَا يُقَبِّلُ الْاَرْضَ فَاِنَّهٗ اَىْ كُلُّ وَاحِدٍ (بِدْعَةٌ) غَيْرُ مُسْتَحْسِنَةٌ.

হুযূর আলাইহিস সালামের রওজা পাক জিয়ারত করার সময় দেওয়ালে হাত লাগাইওনা, চুমু দিওনা, চিমটা দিওনা, তওয়াফ করো না এবং জমীনে চুমু দিও না। কারণ এ সব নিকৃষ্ট বিদআত।

চুমু দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে হাত লাগানো, চিমটা দেওয়া বা অনুরূপ আচরণ করা নিষেধ এবং আদবের বরখেলাফ কোন ইল্লত পাওয়া গেলে তা নিষেধ-

لَامَاقَالَهُ الْقَارِىُّ فِى الْقِبْلَةِ اِنَّهٗ مِنْ خَوَاصِ بَعْضٍ اَوْ كَانَ الْقِبْلَةِ كَيْفَ وَقَدْ نَصُّوْا عَلٰى اِسْتِحْسَانِ تَقْبِيْلِ الصُّحُفِ وَاَيْدِى الْعُلَمَاءِ وَاَرْجُلِهِمْ وَالْخُبْزِ.

নত হওয়া মানে রুকু পুর্যন্ত নত হওয়া এবং তওয়াফ বলতে তাজীমের অভিপ্রায়ে কেবল তওয়াফই উদ্দেশ্য হওয়া-

حَقَّقْنَاهُ فِىْ فَتَاوَانَا بِمَا لَا مَزِيْدَ عَلَيْهِ.

(১৩০) শরহে লুবাবে উল্লেখিত আছে-

اَمَّاالسَّجْدَةُ فَلَاشَكَّ اَنَّهَا حَرَامٌ فَلَا يُغَيِّرُ الزَّائِرُ بِمَا يُرٰى عَنِ الْجَاهِلِيْنَ بَلْ يَتَّبِعُ الْعُلَمَاءَ الْعَامِلِيْنَ.

পবিত্র মাযারে সিজদা করা সুস্পষ্ট হারাম। তাই জিয়ারত কারীগণ, অজ্ঞদের আচরণ থেকে ধোঁকায় পতিত হবেন না। বরং ওলামায়ে কিরামের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

অনুসরণ করুন। (১৩১) যওয়াজের কিতাবের ১১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَتَّخِذُوْا اَوْثَانًا يُعْبَدُ اَىْ لَا تُعَظِّمُوْهُ تَعْظِيْمَ غَيْرِكُمْ لِاَوْثَانِهِمْ بِالسُّجُوْدِ لَهُ وَنَحْوِهِ فَاِنَّ ذَالِكَ كَبِيْرَةٌ بَلْ كُفْرٌ بِشَرْطِهِ.

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আমার মাযারকে পূজার মূর্তি বানিও না। এর অর্থ হচ্ছে-একে সিজদা বা অনুরূপ আচরণ দ্বারা সম্মান না করা যেমন তোমাদের বিরোধীরা ওদের মূর্তি সমূহের জন্য করে থাকে। তাই সিজদা নিশ্চয় কবীরা গুনাহ বরং ইবাদতের নিয়তে হলে কুফরী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মাযারে সিজদাতো দূরের কথা, কোন কবরকে সামনে নিয়ে আল্লাহকেও সিজদা করা জায়েয নয়। যদিওবা কেবলামূখী হয়ে থাকে।

(১৩২) তাহতাবী শরীফে বর্ণিত আছে-

قَوْلُهُ مَقْبَرَةٌ لِاَنَّهُ فِيْهِ التَّوَجُّهُ اِلَى الْقَبْرِ غَالِبًا وَالصَّلٰوةُ اِلَيْهِ مَكْرُوْهَةٌ.

কবরস্থানে নামায পড়া মকরূহ, কারণ এতে কোন না কোন কবরের দিকে মুখ হয়ে থাকে। আর কবরের দিকে নামায পড়া মকরূহ।

(১৩৩) ইমাম ইবনে আমীরুল হাজের হুলিয়া (১৩৪) রদ্দুল মুখতারের ১ম খন্ড ৩৯৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

اَلْمَقْبَرَةُ اِذَا كَانَ فِيْهَا مَوْضِعٌ اُعِدَّ لِلصَّلٰوةِ وَلَيْسَ فِيْهِ قَبْرٌ وَلَا نَجَاسَةٌ وَقِبْلَتُهَا اِلَى الْقَبْرِ فَالصَّلٰوةُ مَكْرُوْهَةٌ.

কবরস্থানে যদি কোন জায়গা নামাযের জন্য তৈরী করা হয়, এবং কবর বা ময়লা-অবর্জনা না থাকে তাহলে কবরের দিকে এর কেবলা হলে নামায আদায় করা মকরূহ।

(১৩৫) মুজতবা শরহে কুদুরী (১৩৬) বাহুরুর রায়েক ২য় খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠা এবং (১৩৭) ফতহুল মাঈন ১ম জিলদ ৩৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

يُكْرَهُ اَنْ يُّطَاءَ الْقَبْرَ اَوْ يُجْلِسَ اَوْ نَيَامَ عَلَيْهِ اَوْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ اَوْاِلَيْهِ.

কবরকে পদদলিত করা, এর উপর বসা বা ঘুম যাওয়া অথবা এর উপর বা এর দিকে নামায পড়া মক্‌রূহ।

রূকু সিজদা বিশিষ্ট নামাযে কবর সামনে হওয়াটা যে মকরূহ তা নামাযের কারনে নয় বরং রূকু সিজদার কারণেই। জানাযাও এক প্রকার নামায এবং এতে মাইয়াত সামনে হওয়াটা অপরিহার্য অন্যথায় নামায হবে না, আর যদি কোন মাইয়েত বিনা নামাযে দাফন করা হয়, তাহলে কবরকে সামনে নিয়ে নামাযে জানাযা পড়ার শরীয়তের নির্দেশ রয়েছে। তাই বোঝা গেল যে, নামাযের কারণে মকরূহ নয় বরং রূকু সিজদার কারণেই মকরূহ। এটা নিঃসন্দেহে জানা কথা যে, নামাযের রুকু সিজ দা একমাত্র আল্লাহর জন্যই এবং নামাযী কেবলার দিকে মুখ করার নিয়তই করে থাকে, কবরের দিকে মুখ করার নিয়ত করে না। তা সত্বেও কবর সামনে হওয়ার কারণে আল্লাহর জন্য সিজদা নিষিদ্ধ হয়েছে। তাই এর দ্বারা সহজে অনুমেয় যে কবরকে সিজদা করা বা এর দিকে সিজদা করা কিধরণের কঠোর নিষেধ ও হারাম হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

নামাযতো দূরের কথা, কবরের দিকে মসজিদের কেবলা হওয়াও নিষেধ, যদিওবা নামায এর সামনা-সামনি না হয়। যেমন ইমামের সামনে কোন স্তম্ভ বা এক হাত উচু কোন কাঠ রয়েছে, যার ফলে জামাতের সামনে কবর রইলো না, তথাপি কবরের দিকে মসজিদের কিবলা নিষিদ্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত মাঝখানে কোন দেয়াল না হবে। (১৪৬) ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আসল (১৪৭) এর থেকে মুহীত কিতাবে এবং (১৪৮) এর থেকে ফতওয়ায়ে হিন্দীয়ার ৫ম জিলদে উল্লেখিত আছে-

اَكْرَهُ اَنْ تَكُوْنَ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ اِلَى الْحَمَّامِ وَالْقَبْرِ.

স্নানাগার ও কবরের দিকে মসজিদের কিবলা হওয়া মকরূহ।

(১৪৯) গুনিয়া শরহে মুনীয়া কিতাবের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

يُكْرَهُ اَنْ تَكُوْنَ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ اِلَى حَمَّامٍ اَوْقَبْرٍ لِاَنَّ فِيْهِ تَرْكُ تَعْظِيْمِ الْمَسْجِدِ.

মসজিদের কিবলা স্নানাগার বা কবরের দিকে হওয়াটা মকরূহ। কারণ এতে মসজি দের বেইজ্জতী প্রকাশ পায় (১৫০) খুলাসার ১ম খন্ড ৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

يُكْرَهُ اَنْ تَكُوْنَ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ اِلَى حَمَّامٍ اَوْ قَبْرٍ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمُصَلِّىْ وَبَيْنَ هٰذَا الْمَوَاضِعِ حَائِلٌ كَالْحَائِطِ وَاِنْ كَانَ حَائِطٌ لَايُكْرَهُ.

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallam)

মসজিদের কিবলা স্নানাগার বা কবরের দিকে হওয়া মকরূহ, যদি মাঝখানে দেয়ালের মত কিছু না থাকে, তবে মাঝখানে দেয়াল থাকলে মকরূহ নয়।

এখানে দুটি মাসআলা বর্ণিত হয়েছে- এক, কবরের সামনে নামায নিষেধ। এটা সার্বিক হুকুম, মসজিদে হোক, ঘরে হোক বা মরুভূমিতে হোক সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে সুতরা স্থাপন, যা এক আঙ্গুল বরাবর মোটা ও অর্ধ গজ লম্বা হতে হবে এবং মরু ভূমিতে কবর নামাযীর দৃষ্টি থেকে দূরবর্তী হলে চলবে। জামেউল মুজ মেরাত, জামেউর রুমুজ, দুররুল মুখতার ও তাহতাবী শরীফে তা বর্ণিত আছে। আর ইমামের সামনে সুতরা সম্পূর্ণ জামাতের জন্য যথেষ্ট। সমস্ত কিতাবে এর বিবরণ রয়েছে। কিন্তু গাংগুহী তাঁর ফতওয়ার প্রথম খন্ডে উল্লেখ করেছেন যে কবরস্থানে নামায পড়ার সময় ইমাম মুক্তাদী উভয়ের সামনে সুতরা প্রয়োজন। কেবল জীবজন্তু ও মানুষ চলাচলের ক্ষেত্রে ইমামের সুতরা মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। কবরের সামনে মাথানত করা শিরক ও মুর্তি পুজা সদৃশ দেখায়। তাই কেবল ইমামের সুতরা যথেষ্ট নয়, প্রত্যেক নামাযীর সামনে পর্দা ওয়াজিব- এটা পবিত্র শরীয়তের প্রতি অপবাদ এবং তাঁর মনগড়া বক্তব্য। দুই, মসজিদের কিবলার দিকে যেন কবর না হয়- এ হুকুমটা মসজিদের জন্য খাস। ঘরের মধ্যে যে জায়গাটা নামাযের জন্য নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ যাকে ঘরের মসজিদ বলা হয়, এর কিবলার দিকে স্নানাগার বা শৌচাগার থাকলে কোন ক্ষতি নেই, কবর থাকলেও কোন বাঁধা নেই। অবশ্য নামাযীর সামনে সুতরার প্রয়োজন আছে। মুহিত, হিন্দীয়া ইত্যাদি কিতাবে তা বর্ণিত আছে। সেই জায়গাটা প্রকৃত মসজিদ নয় বলে সেখানে নাপাকি অবস্থায় যাওয়া, এমনকি সহবাস করাও জায়েয। যখিরা, হুলিয়া ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখিত আছে-

لَيْسَ لِمَسَاجِدِ الْبُيُوْتِ حُكْمُ الْمَسَاجِدِ اَلَاتَرٰى اَنَّهٗ يَدْخُلُهُ الْجُنُبُ مِنْ غَيْرِ كِرَاهَةٍ وَيَاْتِىْ فِيْهِ اَهْلَهٗ وَيُبَيِّعُ وَيَشْتَرِىْ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ.

ঘরের মসজিদের বেলায় প্রকৃত মসজিদের হুকুম প্রযোজ্য নয়। কেননা ঘরের মসজিদে নাপাকি অবস্থায় প্রবেশ ও বেচা কেনা বৈধ। কিন্তু প্রকৃত মসজিদের বেলায় তা নিষেধ এবং মসজিদের ক্ষেত্রে সুতরা যথেষ্ট নয় বরং দেয়ালের প্রয়োজন।

৪র্থ অধ্যায়

সাহাবা, আয়িম্মা, আওলিয়া ও বিভিন্ন কিতাব সমূহের প্রতি বকরের অপবাদ

বকর তার রচিত কিতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় আলমগীরীর ৫ম খন্ড ২৮ অধ্যায়ের ৩৭৮ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছে-

قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْمَنْصُوْرٍ اِذَا قَبَّلَ اَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْ اَحَدٍ الْاَرْضَ اَوْ انْحَنٰى لَهٗ اَوْ طَاطَأَ رَأْسَهٗ فَلَا بَأْسَ بِهٖ لِاَنَّهٗ يُرِيْدُ تَعْظِيْمَهٗ لَاعِبَادَتَهٗ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

ইমাম আবু মনসুর বলেছেন, যদি কেউ কারো সামনে মাটি চুমু দেয় বা নত

হয় বা মাথা নত করে, এতে কোন ক্ষতি নেই; সে তাজিমের নিয়তেই করেছে, ইবাদতের নিয়তে নয়।)

এটা নিছক অপবাদ, আসলে আলমগীরীতে এ ধরনের কোন ইবারতের নাম নিশানাও নেই। এটা মনগড়া তৈরী একটি উদ্ধৃতি। আফসোস ধর্মীয় হুকুমাদির বেলায় সাধারণ লোকদেরকে বিপদ গামী করার অভিপ্রায়ে এ ধরণের মনগড়া উদ্ধৃতি পেশ করা কি কোন মুসলমানের উচিত?

আলমগীরীর ৫ম খন্ড ২৮ অধ্যায়ের ৩৭৮ পৃষ্ঠার উদ্ধতি ডাহা মিথ্যা। অধিকন্তু উক্ত আলমগীরীতে উল্লেখিত খন্ডের উল্লিখিত অধ্যায়ের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

مَنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ اَوْقَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَايَكْفُرُ وَلٰكِنْ يَاثِمُ لِاِرْتِكَابِ الْكَبِيْرَةِ هُوَ الْمُخْتَارُ كَذَافِىْ جَوَاهِرِ الْاَخْلَاطِىْ.

অর্থাৎ জওয়াহেরুল ইখলাতিতে বর্ণিত আছে যে, বাদশাহকে তাজিমী সিজদা করা বা তাঁর সামনে মাটি চুম্বনের দ্বারা স্বীকৃত মযহাব মতে কাফির হবেনা। তবে কবিরা গুনাহের কারণে নিশ্চয় গুনাহগার হবে। উক্ত কিতাবের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ تَقْبِيْلُ الْاَرْضِ بَيْنَ يَدَى الْعَظِيْمِ حَرَامٌ وَاَنَّ الْفَاعِلَ وَالرَّاضِىْ اٰثِمَانِ كَذَا فِى التَّتَارْخَانِيَةِ.

অর্থাৎ জামে সগির অতঃপর তাতার খানিয়াতে বর্ণিত আছে যে, বড়দের সামনে মাটি চুমু দেয়া হারাম। চুমু দাতা ও গ্রহীহা নিঃসন্দেহে গুনাহগার হবে। উপরোক্ত উদ্ধৃতির পর সংশ্লিষ্টভাবে আরও বর্ণিত আছে-

وَتَقْبِيْلُ الْاَرْضِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ وَالزُّهَادِ فِعْلُ الْجُهَّالِ وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِىُ اٰثِمَانِ كَذَافِى الْغَرَائِبِ.

অর্থাৎ ফতওয়ায়ে গারায়েবে বর্ণিত আছে যে, উলামা ও মশায়েখের সামনে মাটি চুমু দেয়া জাহেলদের কাজ। চুমু দাতা ও গ্রহিতা উভয়ই গুনাহগার। এর সাথে আরও বর্ণিত আছে-

اَلْاِنْحِنَاءُ لِلسُّلْطَانِ اَوْ لِغَيْرِه مَكْرُوْهٌ لِاَنَّهٗ شِبْهُ فِعْلِ الْمَجُوْسِ كَذَا فِىْ جُوَاهِرِ الْاَخْلَاطِىْ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

অর্থাৎ জওয়াহেরুল ইখলাতিতে বর্ণিত আছে যে, বাদশাহ বা কারো

সামনে নত হওয়া মকরূহ। এটা মজুসীদের আচরণ।

তবে এখানে নত হওয়া বলতে মজুসী ও হিন্দুদের মত রুকূ পর্যন্ত নত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। এর পর আরও বর্ণিত আছে-

وَيُكْرَهُ الْاِنْحِنَاءُ عِنْدَ التَّحِيَّةِ وَوَرَدَ بِهِ النَّهْيُ كَذَافِى التَّمَرِ تَاشِىْ.

অর্থাৎ ফত্ওয়ায়ে তমরতাশীতে উল্লেখিত আছে যে, সালাম করার সময় নত হওয়া মকরূহ। এবং হাদীছ শরীফে এর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। এর পর আরও বর্ণিত আছে-

تَجُوْزُ الْخِدْمَةُ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِالْقِيَامِ وَاَخْذِالْيَدَيْنِ وَالْاِنْحِنَاءُ وَلَا يَجُوْزُ السُّجُوْدُ اِلَّالِلّٰهِ تَعَالٰى كَذَا فِى الْغَرَائِبِ.

অর্থাৎ ফতওয়ায়ে গারায়েবে বর্ণিত আছে যে, কিয়াম, মুসাফাহা এবং নত হয়ে খোদা ভিন্ন অন্য কারো খেদমত করা জায়েয। কিন্তু সিজ দা খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য জায়েয নেই।

এখানে নত হওয়া বলতে রূকুর মত নয়, সমান্য নত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। হাদিকায়ে নাদিয়াতে আল্লামা আবদুল গনী (রঃ) বর্ণনা করেছেন-

اَلْاِنْحِنَاءُ الْبَالِغُ حَدَّالرُّكُوْعِ لَايَفْعَلُ لِاَحَدٍ كَالسُّجُوْدِ وَلَا بَأْسَ بِمَا نَقَصَ مِنْ حَدِّالرُّكُوْعِ لِمَنْ يُكْرَمُ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ

অর্থাৎ খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য ঝুঁকা, যেমন সিজদা জায়েয নেই এবং ইসলামের কোন সম্মানিত ব্যক্তির জন্য রুকুর থেকে কম পরিমাণ মাথানত করায় কোন ক্ষতি নেই।

বকর তার কিতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় আলমগীরীর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছে-

اِنَّ اَمْرَاَهُ لِسُّجُوْدِ لِلتَّحِيَّةِ وَالتَّعْظِيْمِ لَالِلْعِبَادَةِ فَالْاَفْضَلُ لَهُ اَنْ يُّسْجُدَ.

অর্থাৎ যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয় বরং অভিবাদন মূলক ও তাজিমী সিজ দার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে সিজদা করাটা উত্তম। এটা আলমগীরীর নামে একটা জঘন্য অপবাদ। এখানে মূল ইবারতকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। সঠিক ইবারতটা হচ্ছে-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallim)

وَلَوْقَالَ اَهْلُ الْحَرْبِ لِلْمُسْلِمِ اُسْجُدْ لِلْمَلِكِ وَالَّا قَتَلْنَاكَ قَالُوْا اِنْ اَمَرُوْهُ بِذٰالِكَ لِلْعِبَادَةِ فَالْاَفْضَلُ لَهُ
اَنْ لَايَسْجُدَ كَمَنْ اُكْرِهَ عَلٰى اَنْ يَكْفُرَ كَانَ الصَّبْرُ اَفْضَلُ وَاِنْ اَمَرُوْهُ بِالسُّجُوْدِ لِلتَّحِيَّةِ .

অর্থাৎ অনৈসলামিক রাষ্ট্রের কাফিরেরা কোন মুসলমানকে যদি বলে বাদশাহকে সিজদা কর, অন্যথায় আমরা তোমাকে হত্যা করবো। এ চাপ যদি ইবাদত মূলক সিজদার জন্য করা হয়, তাহলে সিজদা না করে প্রাণ বিসর্জন দেয়াটা শ্রেয়ঃ। আর এ চাপ যদি অভিবাদন মূলক সিজদার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে সিজদা করে প্রাণ রক্ষা করাটা উত্তম।

এবার লক্ষ্য করুন, মূল ইবারতকে কিভাবে বিকৃত করেছে। সাধারণ মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য মূল ইবারতের প্রথম অংশটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছে। উপরোক্ত ইবারত দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সিজদা না করে প্রাণ বিসর্জন দেয়াও জায়েয। কেননা এখানে প্রাণ রক্ষার জন্য সিজদা করাটা উত্তম বলা হয়েছে, ফরজ বলা হয়নি, অথচ প্রাণ রক্ষার জন্য বা চাপের মুখে শুকরের মাংস খাওয়ার নির্দেশ আছে এবং না খেয়ে মারা গেলে গুনাহগার হবে বলে বর্ণিত আছে। তাই তাজিমী সিজদাটা শুকরের মাংস থেকেও জঘন্যতর হারাম। যেমন আলমগীরীতে বর্ণিত আছে-

اَلسُّلْطَانُ اِذَا اَخَذَ رَجُلًا وَقَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ اَوْ لَتَأْكُلَنَّ لَحْمَ هٰذَا الْخِنْزِيْرِ
يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ التَّنَاوُلُ فَاِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْ حَتّٰى قُتِلَ كَانَ اٰثِمًا .

দুর্রুল মুখতারে বর্ণিত আছে-

اُكْرِهَ عَلٰى اَكْلِ لَحْمِ خِنْزِيرٍ بِقَتْلٍ او قطع عضو او ضرب مبرح فرض فان صبر فقتل اثم .

শুকরের মাংস খাওয়ার জন্য যদি এতটুকু চাপ প্রয়োগ করা হয় যে, না খেলে আঙুল কেটে ফেলা হবে, তাহলে খাওয়াটা ফরজ, না খেলে গুনাহগার হবে। কিন্তু খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা না করলে কতল করার হুমকী দেয়া হলেও সিজদা না করে প্রাণ বিসর্জন দেয়াটা জায়েয। যদিওবা প্রাণ রক্ষা করা শ্রেয়। কারণ শুকরের মাংস খাওয়ার মধ্যে গায়রুল্লাহর ইবাদত বুঝায় না কিন্তু সিজদার মধ্যে গায়রুল্লাহর ইবাদতের সাদৃশ্য রয়েছে। ধার্মিক ও ন্যায় পরায়ণ মানুষের হেদায়েতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

বকর তার রচিত পুস্তিকার ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে "হেদায়া" রদ্দূল মুখতার, কাজী খা একান্ত নির্ভরযোগ্য কিতাব। কুরআন হাদীছের ব্যাপক গবেষণার পর এ কিতাব গুলো প্রনীত হয়েছে। অথচ কাজী খার প্রারম্ভেই উল্লেখিত আছে যে তাজিমী সিজদা শুকরের মাংস খাওয়া থেকেও নিকৃষ্টতম হারাম। বকরের পছন্দনীয় অন্য কিতাব দুর্রুল মুখাতারে কি আছে তাও দেখুন-

لا يفعلونه من تقبيل الارض بين يدى العلماء والعظماء فحرام والفاعل والراضى به اثمان لانه يشبه عبادة الوثن.

অর্থাৎ উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গানেদীনের সামনে মাটি চুম্বন করা হারাম, এবং চুম্বন দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই গুনাহগার। কারণ এতে মূর্তিপুজার সাদৃশ্য রয়েছে। দুর্রুল মুখতারে আরও উল্লেখিত আছে-

وهل يكفر ان على وجه العبادة والتعظيم كفر وان على وجه التحية لاوصار اثما مرتكبا للكبيرة.

অর্থাৎ মাটি চুম্বনটা যদি ইবাদত ও তাজিমের নিয়তে হয়ে থাকে, কাফির হয়ে যাবে আর যদি অভিবাদনের নিয়তে হয়ে থাকে, কাফির হবে না তবে কবীরা গুনাহের ভাগী হবে। এ প্রসঙ্গে দুর্রুল মুখতারে বর্ণিত আছে-

تلفيق لقولين قال الزيلعى وذكر الصدر الشهيدانه لايكفرلهذ السجود لانه يريد به التحية وقال شمس الائمة السرخسى ان كان لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر .... قال القهستلانى وفى الظهرية يكفر بالسجود مطلقا.

অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে দু'ধরনের উক্তি রয়েছে। এক, খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করলে কাফির হয়ে যাবে। ইমাম সরখসীও তাজিমী সিজদা করাকে কুফরী বলেন। দুই, কুফরী হবে না তবে কবীরা গুনাহের ভাগী হবে। ইমাম সদরুশ শহীদ তা-ই সমর্থন করেছেন। কারণ এ ধরণের সিজদার দ্বারা ইবাদত নয়, অভিবাদনই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ব্যাখ্যাকার এ দুই উক্তির মধ্যে এভাবেই সমন্বয় সাধন করেছেন যে, কাফির উক্তিকারীগণ সিজদা বলতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বুঝায়েছেন এবং কবীরাগুনাহ উক্তিকারীগণ সিজদা বলতে অভিবাদন মূলক সিজদাকে বুঝায়েছেন। এই অতি নির্ভরযোগ্য কিতাবটিও দুটি উক্তির কথাই যথা, কুফরী ও কবীরা গুনাহ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কই জায়েযের কথাতো বললো না?

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

উক্ত রদ্দুল মুখতারে আরও বর্ণিত আছে-

وَفِى الزَّاهِدِىْ اَلْاِيْمَاءُ فِى السَّلَامِ اِلٰى قَرِيْبِ الرُّكُوْعِ كَالسُّجُوْدِ وَفِى الْمُحِيْطِ اَنَّهُ يَكْرَهُ الْاِنْحِنَاءَ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهٖ.

অর্থাৎ মুজতবাতে বর্ণিত আছে যে, সালাম করার সময় রুকূর কাছাকাছি ঝুঁকাটা সিজদার মত এবং মুহিতে উল্লেখিত আছে যে বাদশাহ ও অন্যান্যদের জন্য ঝুঁকা নিষেধ। উক্ত কিতাবে আরও বর্ণিত আছে-

حَرَامٌ لِلْاَرْضِ تَحِيَّةً وَكُفْرٌ لَهَا تَعْظِيْمًا.

অর্থাৎ অভিবাদন স্বরূপ মাটি চুমু দেয়াটা হারাম এবং তাজিম স্বরূপ চুমু দেয়াটা কুফরী। আফসোস, বকরের নির্ভরযোগ্য কিতাব গুলোও বকরের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে দিল। বকরের উপরোক্ত পুস্তিকার ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে- সমস্ত আওলিয়া কিরামকে তাজিমী সিজদা করা হতো। এটাও আর এক ডাহা মিথ্যা এবং আওলিয়া কিরামের প্রতি নিছক অপবাদ। তার উল্লেখিত দলীল দ্বারাই তার বক্তব্যকে খন্ডন করা হবে। সে তার পুস্তিকার ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে, প্রতিটি বংশ, প্রতিটি সিলসিলার বুযর্গদের তাজিমী সিজদা করার প্রমাণ বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে।

এ উক্তির দ্বারা সায়্যেদিনা হযরত গাউছে আযম, হযরত শিহাব উদ্দীন সরওয়ারাদী, হযরত শেখ আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ, হযরত খাজা ফজিল ইবনে আয়াজ, হযরত, ইব্রাহীম ইবনে আদহাম, হযরত রাবীয়া বসরী, হযরত জুনাইদ, হযরত হাবিব আজমী, হযরত মমশাদ, হযরত বায়েযিদ বুস্তামী, হযরত মারুফ করখী, হযরত সর্রী সক্‌তী, হযরত সুলতান আবু ইসহাক, হযরত নজম উদ্দীন কুবরা, হযরত আলাউদ্দিন তুসী হযরত জিয়াউদ্দীন আবদুল কাদের প্রমূখ সিলসিলা বংশসমূহের সরদার। কিন্তু তাঁদেরকে যে সিজদা করা হয়েছে বা তাঁরা যে সিজদাকে জায়েয মনে করতেন, এ রকম প্রমাণ দিতে পারবে কি? কখনই পারবে না। এটা নিছক অপবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

উক্ত পুস্তিকার ২৪ পৃষ্ঠায় আরও লিখা হয়েছে- হযরত আলী ও সাহাবা কিরাম থেকে শুরু করে বড় বড় উলামা মাশায়েখ থেকে তাজিমী সিজদা প্রমাণিত আছে"। এটাও আর এক জঘন্য অপবাদ। বকরের কথা যদি সঠিক হয় তাহলে মওলা আলী বা কোন্ সাহাবা বা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallam)

কোন্ তাবেয়ী অথবা ইমাম আযম, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম বা তাঁদের কোন শাগরিদ থেকে প্রমাণ দিক যে, তাঁরা খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করেছেন বা একে জায়েয বলেছেন। কুরআন মজিদে মিথ্যুকদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ভয় করা দরকার এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার তওবা করা উচিত। তার স্মরণ রাখা উচিত যে, দুনিয়াবী ব্যাপারে মিথ্যা বলার চেয়ে দ্বীনের সম্পর্কে মিথ্যা বলা খুবই মারাত্মক। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। আর সাহাবায়ে কিরাম ও ইমামগণের প্রতি অপবাদ দেয়া, যায়েদ, উমর অর্থাৎ সাধারণ লোকদের প্রতি অপবাদ দেয়া থেকে খুবই ক্ষতিকর। বকর তার পুস্তিকার ২৩ পৃষ্ঠায় আরও একটি জঘন্য অপবাদ দিয়েছে। সে বলেছে তাজিমী সিজদার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে, কোন ব্যক্তির অস্বীকারের অবকাশ নেই। তাই তাজিমী সিজদা যদি গুমরাহীও হয়ে থাকে, উম্মতের ঐক্যমত্যের ফলে সেটা দূরীভুত হয়ে গেছে।" হাদীছ শরীফে ঠিকই আছে-

حبك الشئ يعمى ويصم (গোঁড়ামী মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়) কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে (চোখ কখনও অন্ধ হয় না, সেই অন্তরটা অন্ধ হয়ে যায়, যেটা বুকের মধ্যে রয়েছে) বকরের বক্তব্য বিধর্মীদের বেলায় সঠিক। খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করার ব্যাপারে হরি কৃষ্ণের উম্মতদের নিশ্চয় ঐকমত্য আছে। যে পন্ডিতকে ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং যে কোন মন্দিরে যান, তা দেখতে পাবেন কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদী সেই অভিশপ্ত অপবাদ থেকে মুক্ত। বরং একটু আগেই ফতওয়ায়ে আজিজিয়ার উদ্ধৃতি পেশ করে বর্ণিত হয়েছে যে, তাজিমী সিজদা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক ঐকমত্য রয়েছে।

গুমরাহীর বেলায় উম্মতের ঐকমত্যের ফলে তা গুমরাহী থাকেনা বলে বকর যে দাবী করেছে, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ ধরনের ফত্ওয়া আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। সে তার পুস্তিকার ২০ পৃষ্ঠায় লতায়েফে আশরাফিয়ার একটি ইবারত উদ্ধৃত করেছে, কিন্তু এর আগের অংশটা বাদ দিয়েছে। যেথায় উল্লেখিত আছে-

اما وضع جبهة بين يدى الشيوخ٠ بعض از مشائخ روا داشته انا اكثر مشائخ اعراض كرده اند واصحاب خودرا ازاں امتناع ساخته كه سجده تحيت درامت پيشيں بود حالا منسوخ است٠

দেখুন এ ইবারতটি বাদ দিয়ে কি জঘন্য চালাকী করেছে। অথচ এ ছোট ইবারতের মধ্যে অনেক মূল্যবান বিষয় রয়েছে, যেমন (১) তাজিমী সিজদা মনসূখ (রহিত) যেটা বকর অস্বীকার করে, (২) অধিকাংশ আওলিয়া কিরাম তাজিমী সিজদার বিপরীত যা বকরের দাবীর বরখেলাপ, (৩) তাজিমী সিজদার বিরুদ্ধে আওলিয়া কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। এটাও বকরের অভিমতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

উপরোক্ত ইবারত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ মাশায়েখ তাজিমী সিজ

দার বিরুদ্ধে। উসুলের কায়দা অনুযায়ী অধিকাংশের অভিমতকে সর্বসম্মত অভিমত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাই তাজিমী সিজদা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আওলিয়া কিরামের ঐকমত্য প্রমাণিত হলো।

বকর যে উল্লেখ করেছে তাজিমী সিজদা সব বুযুর্গদেরকে করা হতো, উপরোক্ত ইবারত থেকে সেটাও বাতিল হয়ে গেল। আরও উল্লেখ্য যে, ঐকমত্যের বিরুদ্ধে কারো বক্তব্য দলীল হিসেবে গ্রহণ যোগ্য নয়।

ফওয়ায়েদুল ফুয়াদ ইত্যাদি কিতাব থেকে বকর তাজিমী সিজদার পক্ষে যে দলীল পেশ করেছে, তাও উপরোক্ত নীতিমালা মুতাবেক গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা অধিকাংশ আওলিয়া কিরাম তাজিমী সিজদা হারামের পক্ষে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিপক্ষে কারো উক্তি দলীল হতে পারে না।

বকর তার কিতাবের ২৩ পৃষ্ঠায় তার দাবীর সমর্থনে দলীলুল আরেফীন, ফওয়ায়েদুল সালেকীন, তুহফাতুল আশেকীনের নাম উল্লেখ করেছে কিন্তু কোন ইবারত উদ্ধৃত করেনি। এ ধরণের নাম তাৎপর্যহীন। পৃষ্ঠা সহ কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে যেখানে জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে এ ধরনের কেবল নামের কি-বা নির্ভরশীলতা রয়েছে? তৃতীয় অধ্যায়ে এ ধরণের ধোঁকাবাজির বিস্তারিত আলোচনা হবে।

তার উল্লেখিত কিতাব যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিরও হয়ে থাকে তা নিঃসন্দেহে প্রসিদ্ধ নয়। নিশ্চয় সেটা অপ্রসিদ্ধ কিতাব হবে। অথচ অপ্রসিদ্ধ কিতাবের উপর নির্ভর করা জায়েয নয়। যেমন আল্লামা সৈয়দ আহমদ হামুবী গমজুল উয়ুন ওয়াল বসায়ের শরহে আশবা ওয়াল নজায়ের কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

لَا يَجُوْزُ النَّقْلُ مِنَ الْكُتُبِ الْغَرِيْبَةِ الَّتِىْ لَمْ تَشْتَهِرْ.

অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ কিতাব সমূহ থেকে প্রমাণাদি পেশ করা জায়েয নেই। ফতহুল কদির বাহারুল রায়েক, নাহারুল ফায়েক, মনহুল গফফার ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে-

لووجد بعض نسخ النوادر فى زماننا لايحل عز ومافيها الى محمد ولاالى ابى يوسف لانها لم تشتهر فى عصرنا فى ديانتنا وتتداول نعم اذا وجد النقل عن النوادر مثلا فى كتاب مشهور ومعروف كالهداية والمبسوط كان ذالك تعويلا على ذالك الكتب.

(আমাদের যুগে নওয়াদেরের কোন কপি পাওয়া গেলেও এবং এতে যা কিছু বর্ণিত আছে, তা ইমাম আবু ইউসুফ বা ইমাম মুহাম্মদের বলে চালিয়ে দেওয়াটা হারাম। কারণ সেই কিতাবটি আমাদের যুগে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণ যোগ্য নয়। তবে নওয়াদেরের কোন উদ্ধৃতি যদি হেদায়া বা মবসুত জাতীয় কোন প্রসিদ্ধ কিতাবে সংকলিত হয়, তাহলে সেই প্রসিদ্ধ কিতাবের নির্ভরতার কারণেই তা গ্রহণ করা হবে।) সুতরাং ওই ধরনের অপ্রসিদ্ধ কিতাবের কোন উদ্ধৃতি গ্রহণ যোগ্য নয়। শেষ কথা হলো আওলিয়া কিরাম ও ইমামগণের ঐকমত্য হচ্ছে সিজদা নিষেধ। তাই

ঐকমত্যের বিপরীত কোন উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

হুযুর আলাইহিস সালাম ও আল্লাহ তায়ালার প্রতি অপবাদ

এ পর্যন্ত ফকিহ, ইমাম ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি তাজিমী সিজদা প্রসঙ্গে বকরের অপবাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। সে হুযুর আলাইহিস সালামের শানে অপবাদ দিতেও দ্বিধাবোধ করেনি। সে তার পুস্তিকার নবম পৃষ্ঠায় লিখেছে "স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- كَلَامِىْ لَايُنْسَخُ كَلَامَ اللّٰهِ অর্থাৎ আমার বানী খোদার বানীকে রদ করতে পারেনা। "অথচ বিভিন্ন হাদীসবেত্তাগণ এ হাদীসকে মুনকের বাতিল ও মওজু বলেছেন। আর হানাফী মযহাব অনুসারে আয়াত হাদীছ দ্বারা রদ হতে পারে যেমন, উছুলে ফিকাহের বিভিন্ন কিতাবে তা বর্ণিত আছে। হুজুরের নির্দেশ মানে আল্লাহরই নির্দেশ, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদে ফরমান-

وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى.

অর্থাৎ এ নবী নিজের ইচ্ছানুযায়ী কিছু বলেন না, আমি যা ওহী নাযিল করি, তাই বলেন। সুতরাং আল্লাহর কালাম আল্লাহর কালাম দ্বারাই রহিত হলো।

উক্ত কুখ্যাত পুস্তিকার ১৫ পৃষ্ঠায় বকর বলেছে- "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সিজদার অনুমতি দিয়েছেন।"

যেমন মিশকাত শরীফে ইবনে খুযাইমা বিন ছাবেত থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বপে হুযুর আলাইহিস সালামের কপালে সিজদা করতে দেখেছেন। তিনি এ স্বপ্ন হুযুরের সমীপে বর্ণনা করলে, হুযূর (দঃ) ইরশাদ ফরমান 'তোমার এ স্বপ্ন সঠিক। অতঃপর তিনি (দঃ) তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন এবং ইবনে খুযাইমাকে তাঁর কপালে সিজদা করতে অনুমতি দিলেন।"

বেঈমান ছাড়া এ ধরণের জঘন্য মিথ্যা অপবাদ অন্য কেউ দিতে পারে না। দেখুন, এখানে বলা হয়েছে- কপালে সিজদার কথা আর সে বলছে হুযুরকে সিজদার কথা। উল্লেখ্য হাদিসটাকেও সে সম্পূর্ণ বিকৃত করেছে। মিশকাত শরীফে আছে-

عَنْ اِبْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِت عَنْ عَمِّه اَبِىْ خُزَيْمَةَ اَنَّهُ رَاٰى فِيْمَا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

يَرَى النَّائِمُ فَاضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ صَدِّقْ رُؤْيَاكَ.

অর্থাৎ ইবনে খুযাইমা বিন ছাবেত স্বীয় চাচা আবু খজিমা থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি (আবু খজিমা) স্বপ্নে হুযুরের কপালে সিজদা করতে দেখেছেন। তিনি এ স্বপ্ন হুযুরের সমীপে বর্ণনা করলে, হুযুর (দঃ) তাঁর পবিত্র বাহুর উপর আরাম করে ইরশাদ ফরমান- তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন কর। দেখুন স্বপ্ন দেখছেন আবু খুযাইমা আর সে বলছে ইবনে খুযাইমা। হুযুর (দঃ) বাহুর উপর আরাম করেছেন আর সে বলছে শুয়ে পড়েছেন। হুযুর আলাহিস সালাম বলেছেন- তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন কর আর সে অর্থ করেছে- তোমার স্বপ্ন সঠিক। মূর্খ ছাড়া এ ধরণের মনগড়া অর্থ অন্য কেউ করতে পারে না।

গায়রুল্লাহকে সিজদা নিষেধ প্রসঙ্গে হযরত উম্মুল মুমেনীন সিদ্দীকা (রাঃ) এর হাদিসটি বকর তার পুস্তিকার ৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করে বলে "এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ হাদীস সুস্পষ্ট ভাবে গায়রুল্লাহকে সিজদা করতে নিষেধ করে এবং এ রকম সুস্পষ্ট শব্দের বিপরীত কোন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না"। এতকিছু বলার পরও সে উক্ত হাদীসের অপব্যাখ্যা না করে ছাড়ে নি। তার কথা হলো "হাদীসে আছে যে যদি গায়রুল্লাহার জন্য সিজদা জায়েয হতো, তাহলে আমি স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, স্বামীকে সিজদা করার জন্য। নির্দেশ শব্দ দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। তাই হুযুর আলাইহিস সালামের অভি প্রায় এটাই বোঝা যায় যে, তাজিম সিজদা যদি ওয়াজিব পর্যায়ের বৈধ হতো, তাহলে আমি স্ত্রীর জন্য স্বামীকে সিজদা করাটা ওয়াজিব করতাম। অতএব তাজিমী সিজদা ওয়াজিব নয়, বরং মুবাহ"। এটা হাদিছের সুস্পষ্ট অপব্যাখ্যা। হাদীছে বর্ণিত আছে যে যদি জায়েয হতো, স্ত্রীকে নির্দেশ দিতেন। যেহেতু জায়েয নেই, সেহেতু নির্দেশ দেননি। কিন্তু সে মুবাহ কোত্থেকে আবিষ্কার করলো? এটা হাদীসের বিকৃতি নয় কি?

আবু দাউদ শরীফে হযরত কায়েস বিন সা'দ (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। কতেক সাহাবা হিরা শহরের লোক জন কর্তৃক ওদের বিচারককে সিজদা করতে দেখে তারা ফিরে এসে হুযুর আলাইহিস সালামকে অনুরূপ সিজদা করার অনুমতি চাইল, তখন হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

لَا تَفْعَلُوْا لَوْ كُنْتُ اٰمِرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ النِّسَاء

Bangladesh Anjuman Ashekane Mostafa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

اَنْ يَّسْجُدْنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ.

(তা কর না) যদি আমি কাউকে, কারো প্রতি সিজদা দেয়া সমীচীন মনে করতাম, তাহলে নিশ্চয় স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করার জন্য তাদের উপর অধিকারের কারণে। এখানে নিষেধ সূচক শব্দ (সিজদা কর না) পাওয়া গেছে। তাই নির্দেশাত্মক শব্দ দ্বারা যেমন ওয়াজিব প্রমানিত হয়, তদ্রূপ নিষেধাত্মক শব্দ দ্বারা হারাম প্রমানিত হয়। অতএব এ হাদিছ দ্বারা গায়রুল্লাহকে সিজদা করা হারাম প্রমাণিত হলো।

বকর বড় চালাক লোক। সে হযরত উম্মুল মুমেনীন সিদ্দীকা (রাঃ) এর হাদিছটা কেবল উল্লেখ করেছে, যেথায় সুস্পষ্ট নিষেধাত্মক শব্দ নেই এবং সাধারণ লোকদেরকে ধোঁকা দেয়ার অভিপ্রায়ে উক্ত পুস্তিকার ৯ পৃষ্ঠায় বলেছে- তাজিমী সিজদার বিরোধিতাকারীদের কাছে এ হাদিসটা ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ নেই।" অথচ উপরে উল্লেখিত হযরত কায়সের রেওয়ায়েতকৃত হাদিসে তাজিমী সিজদার সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। এ ছাড়া মিশকাত শরীফ, সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে হযরত মা'য়ায ইবনে জবল থেকে বর্ণিত আছে-

حدثنا وكيع ثناالاعمش ابى طبيان عن معاذ بن جبل انه لما رجع من اليمن قال يارسول الله رأيت رجالا باليمين يسجد بعضهم لبعض افلا نسجد لك قال لوكنت امرا بشرا يسجد لبشر لامرت مراءة تسجد لزوجها.

অর্থাৎ হযরত মা'য়ায ইবনে জবল ইয়ামন থেকে ফিরে এসে আরয করলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি ইয়ামনে এমন কিছু লোক দেখিছি যারা একে অপরকে সিজদা করে। তাই আমরাও কি হুযুরকে সিজদা করতে পারি না। হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান, আমি যদি মানুষকে মানুষ কর্তৃক সিজদার হুকুম দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে হুকুম দিতাম যেন সে তার স্বামীকে সিজদা করে। অনুরূপ হযরত সলমান ফার্সীও হুযুর আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে চেয়েছিলেন, তখন হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান- কোন মখলুকের উচিত নয় যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করা।

উপরোক্ত চারটি হাদিসে সাহাবায়ে কিরাম ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিজ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostafa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

দার অনুমতি চেয়ে ছিলেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হুযুর আলাইহিস সালাম অনুমতি দেননি। বকর কিন্তু তা মেনে নিতে রাজি নয়। একই পৃষ্ঠায় সে বলে "সবচেয়ে বড় কথা হলো- মনে হয় যে হুযুর আলাইহিস সালাম সাহাবায়ে কিরামের ইচ্ছাকে ইবাদতের সিজদা মনে করে জবাব দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বলেছেন "আল্লাহর ইবাদত কর এবং নিজ ভাই এর ইযযত ও সম্মান কর"। তাঁর (দঃ) ধারণায় যদি তাজিমী সিজদা থাকতো, তাহেল আল্লাহর ইবাদতের কথা বলতেন না এবং তাজিম সম্মানকে ইবাদত থেকে পৃথক করে প্রকাশ করতেন না।

"আফসোস, নবীজীর প্রতি কি জঘন্য বদগুমান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান"-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, অনেক ধারণা থেকে বিরত থাকুন। নিশ্চয়ই কতেক ধারণা গুনাহ। স্বয়ং নবী করিম (দঃ) ইরশাদ ফরমান-

اِيَّاكَ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

ধারণা থেকে দূরে থাকুন, কারণ ধারণা থেকে বড় মিথ্যা অন্য কিছু হতে পারে না।

এটা হুযুরের প্রতি তার জঘন্য বদগুমান, সাহাবায়ে কিরাম হুযুর আলাইহিস সালামকে ইবাদতের সিজদা করতে চাইলে, হুযুর এতে রাগান্বিত হলেন না, সাহাবায়ে কিরামকে তওবা করতেও বলেননি। নতুনভাবে ঈমান আনতে এবং স্ত্রীর সাথে নতুন ভাবে আকদ পড়ার কথাও বলেননি। কেবল হালকা ধরণের একটি কথা বলে নিশ্চুপ রয়েছেন। সত্যিই যদি হুযুর সেরূপ ধারণা করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই বলতেন- তোমরা গায়রুল্লাহর ইবাদতের ইচ্ছা পোষণ করে মুরতাদ হয়ে গেছ, তওবা কর, ইসলাম গ্রহণ কর এবং নিজ স্ত্রীর সাথে পুনরায় আকদ পড়।

একজন অজ্ঞ গ্রাম্য লোকের মুখ থেকে শুধু এতটুকু কথা বের হয়েছিল- আমরা হুযুর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করি আর আল্লাহকে হুযুরের কাছে"। এতে হুযুর আলাইহিস সালাম ভীষণ ভাবে রাগান্বিত হন; দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সোবহানাল্লাহ সোবহানাল্লাহ বলতে থাকেন। অতঃপর সেই গ্রাম্য লোকটাকে বললেন- اجعلتنى لله ندا তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাইলে? ويحك اتدرى ما الله؟ আফসোস, তোমার জন্য, তুমি জান আল্লাহ কি? অতঃপর আল্লাহর শান বর্ণনা করলেন। এ হাদিসটি আবু দাউদ শরীফ থেকে বর্ণিত। এবার চিন্তা করুন। হুযুরের বিশিষ্ট সাহাবা কর্তৃক হুযুরকে দ্বিতীয় খোদা মনে করা গায়রুল্লাহর পূজা করার ইচ্ছা পোষনের মতো। এতে হুযুর আলাইহিস সালামের নিশ্চুপ থাকাটা কি সম্ভব? তা কখনও হতে পারে না। হুযুরকে যে শিরকের ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকতে পারেন বলে মনে করে, সে নিশ্চয় কাফির। বকর জানে না

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

যে, তার এ লাগামহীন কথার দ্বারা সে কোথায় পৌছে গেছে। রসুলে পাক (দঃ) ইরশাদ ফরমানঃ-

ان الرجل ليتكلم بالكلمة لايرى بها بأسا يهوى بها سبعين حريقا فى النار

অর্থাৎ মানুষ এমন অনেক কথা বলে ফেলে যেটাকে আদৌ খারাপ মনে করে না। অথচ এর জন্য সে জাহান্নামের সত্তর বছরের রাস্তায় পতিত হয়। তিনি (দঃ) আরও ইরশাদ ফরমানঃ-

ان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ مابلغت فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيمة.

অর্থাৎ কেউ খোদার অসন্তুষ্টি মূলক কোন কথা বললে এর পরিনাম কি হবে, সে ধারনাও করতে পারে না যে, এর কারণে তার প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত অভিশাপ লিখে দেন।

উট যে হুযুর আলাইহিস সালামকে সিজদা করেছে, তাও মাবুদ মনে করে করেনি। যেমন মুজিমুল করীরে হযরত ইয়ালা ইবনে মররা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে- হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

مامن شيئ الا يعلم انى رسول الله الا كفرة الجن والانس.

অর্থাৎ কাফির, জ্বীন ও মানুষ ছাড়া প্রত্যেক কিছু আমাকে আল্লাহর রসুল হিসেবে জানে।

হিরা ও ইয়ামনের লোকেরা যে সিজদা করতো, তা তাজিমী সিজদাই ছিল। সাহাবায়ে কিরামও তাজিমী সিজদারই অনুমতি চেয়েছিলেন।

বকর তার পুস্তিকার ৭ পৃষ্ঠায় লিখেছে "কুরআনে তাজিমী সিজদার নিষেধাজ্ঞা মূলক কোন আয়াত নেই। অতএব যখন কুরআনে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই, তখন তাজিমী সিজদা হারাম বা নাজায়েয প্রমাণিত হয় না। "বকর ঠিকই বলেছে যে, তাজিমী সিজদার নিষেধাজ্ঞা সূচক কোন আয়াত নেই। তবে কুরআন কি ইরশাদ করেনি-

اَطِيْعُوااللّٰه وَاَطِيْعُوالرَّسُوْل

আল্লাহ ও তার রসুলের নির্দেশ মান্য কর।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

কুরআন কি আরও বলেনি- من يطع الرسل فقد اطاع الله যে রসুলের অনুসরণ করলো, সে যেন আল্লাহকেই অনুসরণ করলো। কুরআন কি আরও বলেনি- من يعص الله ورسوله فان له نار جهنم যে আল্লাহ ও তার রসুলের নাফরমানী করলো, নিশ্চয়ই তার জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত। কুরআন মজিদ ইরশাদ ফরমান-

وماآتكم لرسول فخذوه ومانهكم عنه فانتهوا واتقواالله ان الله شديد العقاب.

রসুল তোমাদেরকে যা প্রদান করে তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠিন। কুরআনে আল্লাহ আরও ইরশাদ ফরমান-

فلا وربك ولا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلميا.

অর্থাৎ হে মাহবুব আপনার খোদার শপথ, ওরা মুসলমান বলে গন্য হবে না, যদিনা আপনাকে তাদের পরস্পর ঝগড়া- বিবাদের ব্যাপারে বিচারক মনোনিত করে। অতঃপর আপনি যা রায় দিবেন, সে ব্যাপারে মনঃক্ষুন্ন হবে না এবং সানন্দে মেনে নিবে।

অতএব কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই বলে নাজায়েয হবে না'- এরকম বলা যাবে না। রসুলে করীম (দঃ) যদি নিষেধ করেন, তা নিশ্চয়ই না জায়েয হবে। সুতরাং তাজিমী সিজ দার ব্যাপারে যেহেতু নবী করীম (দঃ) ফয়সালা দিয়েছেন- لاتفعلو। (তাজিমী সিজদা কর না) সেহেতু এটা হারাম সাব্যস্ত হল। যে রসুলের এ ফয়সালা মানে না, কুরআনের উল্লেখিত আয়াত অনুযায়ী তার জন্য বেদনাদয়ক শাস্তি অবধারিত।

আল্লাহ্ তাআলার প্রতি অপবাদ

বকর আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিও অপবাদ দিতে দ্বিধা করেনি। বকর বলে যে আদমকে তাজিমী সিজদা করানোর মধ্যে স্বয়ং খোদারই ইচ্ছা ছিল যে আমার খেলাফতের তাজিম সে রকমই হওয়া চাই, যা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ধরনের অপবাদের জন্যই বলা হয়েছে-

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ.

অর্থাৎ এ ধরণের অপবাদ তারাই দিতে পারে যারা মুসলমান নয়।

বকর তার পুস্তিকার ৬ পৃষ্ঠায় বলেছে আল্লাহ তায়ালা তার ইবাদতের সিজদার জন্য কাবাকে দিক নির্দেশনা হিসেবে ঠিক করেছেন। এতে এক বিরাট দর্শন লুকায়িত আছে। সেটা হলো খোদা ইবাদতের সিজদা ও তাজিমী সিজদার মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যাতে মুসলমানেরা জানতে পারে যে কাবার দিকে সিজদা করাটা হচ্ছে ইবাদতের সিজদা যা গায়রুল্লাহর জন্য জায়েয নয়। তবে দিক নির্ণয় না করে সিজদা জায়েয আছে। কাবা শরীফ নির্ধারিত হওয়ার আগে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান- اينما تولوا فثم وجه الله তোমরা যেদিকে হও সেদিকে খোদা আছে অর্থাৎ যেদিকে সিজদা কর, খোদাকেই করা হবে। কিন্তু কাবার দিক নির্ধারিত করার কারণ এটাই ছিল যে ইবাদতের সিজদা ও তাজিমী সিজদার মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করা।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি এটা দ্বিতীয় অপবাদ। বকরের কাছে আমার জিজ্ঞাসা- বলুন, কুরআনের কোন্ আয়াতে বা কোন্ হাদিসে কাবা শরীফের দিক নির্ধারণের সেই কারনটা লিপিবদ্ধ আছে, য আপনি বর্ণনা করেছেন। কোন প্রমান ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নামে কথা চালিয়ে দেয়াটা অপবাদ। বকরের কথা মত মন্দিরে যে সিজদা করা হয়, তাতে কোন পাপ হবে না। কেননা সেখানে কাবার দিক হয়ে সিজদা করা হয় না। বিভিন্ন কারণে কাবার দিক না হয়ে অন্য দিক হয়েও নামায পড়া যায় এবং সিজদা সমূহ ইবাদতের সিজদা হিসেবেই গণ্য। তাই বকরের মনগড়া কথা অগ্রাহ্য।

উক্ত পুস্তিকার ১০ পৃষ্ঠায় লিখেছে- فليعبدوا رب هذا البيت (এ ঘরের পালন কর্তার ইবাদত কর) এ আয়াতে رب هذاالبيت বাক্যাংশটা আছে। আরবের নিয়মানুসারে শব্দটি প্রানীবাচক শব্দের আগে ব্যবহৃত হয় কিন্তু কাবা হল প্রানহীন পাথরের ঘর। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, এ ঘর দ্বারা আদমের আত্মাকে বোঝানো হয়েছে। এটাও আল্লাহর প্রতি অপবাদ এবং কুরআনের অপব্যাখ্যা। কুরআন শরীফে আছে- رب المشرقين ورب المغربين আর এক জায়গায় আছে- رب السموات الارض আরও ফরমান- وانه هورب الشعرى তাহলে কি পূর্ব পশ্চিম আসমান জমিন বুঝি প্রানী যে, এসবের আগে رب শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে? কুরআন শরীফকে যে অস্বীকার করে, তার থেকে বড় মিথ্যুক আর কে হতে পারে?

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

আমি হাদীস দ্বারা প্রমান করেছি যে, তাজিমী সিজদা হারাম। স্বয়ং বকরের একান্ত আস্থাশীল ফিকাহের কিতাব থেকে প্রমাণ করেছি যে তাজিমী সিজদা শুকরের মাংস খাওয়া থেকেও জঘন্যতর হারাম। এর পরও সে কোন্ মুখে বলে- "তাজিমী সিজদাকে অস্বীকারকারীদের প্রতি খোদার লানত"- ১০ পৃঃ।

"কতেক মূর্খ ও একগুয়ে লোক ব্যতীত কেউ তাজিমী সিজদাকে অস্বীকার করে না।-২৩ পৃঃ "একে অস্বীকারকারীগণ শয়তনের মত আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হবে"- ২৪ পৃঃ। আসলে এ সব কথা যে বলছে তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত আদম ও ইউসুফ (আঃ) কে সিজদা করা প্রসঙ্গে আলোচনা

তাজিমী সিজদা জায়েয প্রদানকারীদের মূল দলীল হলো- কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাজিমী সিজদাটা হযরত আদম ও ইউসুফ (আঃ) এর শরীয়তের হুকুম এবং আগের শরীয়ত অকাট্য দলীল হিসেবে বিবেচ্য, যতক্ষন না আল্লাহ ও রসূল থেকে অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। সুতরাং কুরআন করীম থেকে যেটা সুস্পষ্টবাবে বৈধ বলে প্রমাণিত, তা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তাজিমী সিজদা সম্পর্কিত আয়াতটি বর্ণনামূলক আয়াত এবং বর্ণনামূলক আয়াত মনসূখ বা রহিত হয় না। যদি রহিত হয়, তাহলে অকাট্য দলীলের জন্য, অকাট্য রহিতকরণ দলীল প্রয়োজন হবে। এ ক্ষেত্রে হাদীসে ওয়াহেদ অগ্রাহ্য।

উপরোক্ত বক্তব্যটুকুই তাজিমী সিজদা কারীদের প্রধান দলীল। এটাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রায় সময় বলে থাকে এবং এটাকে তারা খুব মজবুত দলীল মনে করে থাকে। আসলে এটা মাকড়সার জাল থেকেও দুর্বল। তাদের সামান্য কান্ডজ্ঞান থাকলেও এ ধরণের কথা বলতো না। কুরআন করীমে তাজিমী সিজদা সম্পর্কিত আয়াত সমূহ ধর্মীয় ইমামগণ ও আওলিয়া কিরামের কাছে অজানা ছিল না। আর তাঁরা নিশ্চয়ই আগের যুগের শরীয়ত, নাজায়েয, মনসূখ, অকাট্য দলীল ও অনুমান ভিত্তিক দলীল ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাঁরা দেখে শুনেই তাজিমী সিজদাকে হারাম ও নিষেধ করেছেন। তাঁরা কি ওদের থেকে কম জ্ঞানী ছিলেন?

রর্দ্দুল মোখতার ও কাযিখা তাদের কাছে খুবই নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাব। অথচ কিতাবদ্বয়ে তাজিমী সিজদা হারাম, গুনাহে কবীরা ও শুকরের মাংস খাওয়া থেকেও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। রদ্দুল মুখতারের ৫ম খন্ড الخطر والاباحة অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallalloho Alayhi Wasallim\)

اختلفوا فى سجود الملئكة قيل كان لله تعالى والتوجه الى ادم للتشريف كاستقبال

الكعبة وقيل بل لادم على وجه التحية والاكرام ثم نسخ بقوله صلى الله تعالى عليه سلم لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة تسجد لزوجها تاترخانية قال فى تبيين المحارم والصحيح الثانى ولم يكن عبادة له بل تحية واكراما ولذا امتنع عنه ابليس وكان جائزا فيما مضى كما فى قصة يوسف قال ابو منصور الماتريدى وفيه دليل على نسخ الكتاب بالسنة.

অর্থাৎ ফিরিশতাগণের সিজদা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কতেক উলামা বলেন যে, সিজদা আল্লাহর জন্য ছিল এবং আদম (আঃ) এর সম্মানের জন্য মুখ তাঁর দিকে ছিল। কতেক উলামা বলেন যে, আদম (আঃ) কেই তাজিম ও সম্মানার্থে সিজদা করা হয়েছিল। অতঃপর সেই হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, যে হাদীসে বলা হয়েছে- যদি কারো জন্য সিজদার হুকুম দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে বলতাম নিজের স্বামীকে সিজদা করার জন্য। তাতারখানিয়া ও তবয়িনুল মুহারেম কিতাবে দ্বিতীয় মতটা বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেটা ইবাদতের নিয়তে ছিল না বরং তাজি ম ও সম্মান বোধই ছিল। এ জন্য ইবলিস এর থেকে বিরত ছিল। ইউসুফ (আঃ) এর কাহিনী দ্বারা বুঝা যায় আগের শরীয়তে তাজিমী সিজদা জায়েয ছিল। ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আবু মনছুর মাতুরিদী (রহঃ) বলেন হাদীস দ্বারা কুরআনের হুকুম রহিত হতে পারে, এটাই এর প্রামাণ।

খোদার শোকরীয়া, ওদের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাবই ওদের মুখে চুন-কালি দিল। তাজিমী সিজদা আদম (আঃ), ইউসুফ (আঃ) ও অন্য কোন নবীর শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে কোন প্রমাণ দিতে পারবে না। আদম (আঃ) কে সৃষ্টির আগে আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন-

فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين.

(যখন আমি আদমকে তৈরী করবো এবং তার মধ্যে রূহ ফুকে দিব, তখন তার জন্য সিজ দাতে পতিত হয়ো।) দেখুন, আল্লাহ যখন হুকুম দিয়ে ছিলেন, তখন না আদম সৃষ্টি হয়েছে ন শরীয়ত। আর মানুষ ও ফিরিশতার আহকাম ভিন্ন। তদুপরি ফিরিশতাদেরকে যে হুকুম দেয়া হয়েছিল, তা আমাদের আগের যুগের শরীয়ত হিসেবে গন্য নয়। ইউসুফ (আঃ) এর কাহিনী থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয় যে ইয়াকুব (আঃ) এর শরীয়তে তাজিমী সিজদা নিষিদ্ধ ছিল না। নিষিদ্ধ না হওয়া দু'ধরনের হতে পারে (১) হয়তো তাঁদের শরীয়তে তাজিমী সিজ্‌দা জায়েয ছিল অথবা তাঁদের শরীয়তে এ ব্যাপারে হ্যাঁ- না কিছুই উল্লেখ ছিল না। তাই এটা মুবাহ হিসেবে প্রচলিত ছিল, শরীয়তের হুকুম হিসেবে নয়। সুতরাং এটা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়ত বলে প্রমাণিত হয় না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

কুরআন করীমে যে সিজদার কথা বর্ণিত আছে, সেটা নিয়েও উলামায়ে কিরামের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। কেউ সিজদা বলতে মাটিতে মাথা রাখা আবার কেউ মাথানত করা বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইবাদ ইবনে জাফর মাখযুমী থেকে বর্ণিত- قال كان سجود الملئكة لادم ايماء (আদম (আঃ)কে ফিরিশতাদের সিজদা ইশারা প্রকৃতির ছিল।) ইবনে জরির, ইবনুল মনযের এবং আবুশ শেখ আবদুল মালেক ইবনে আবদুল আজিজ কুরআনের আয়াত وخروا له سجدا এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন-

بلغنا ان ابويه واخوته سجدوا ليوسف ايماء برؤسهم كهيئة الاعاجم وكانت تلك تحيتهم كما يصنع ذالك نا س اليوم.

অর্থাৎ আমাদের কাছে হাদীছ পৌঁছেছে যে ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর মাতা-পিতা ও ভাইদের কর্তৃক সিজদাটা ছিল মাথা দ্বারা ইশারা প্রকতির যেমন আযমী লোকেরা তাজিমের বেলায় এ ধরণের করতো। এখনও কতেক লোক সালাম করার সময় অনুরূপ মাথা নত করে। ইমাম রাজি ও অন্যান্যগণ আরবের পরিভাষা থেকে তাই প্রমান করেছেন। ইমাম বগবী মায়ালেমুত্তানযীল এবং ইমাম খাজেন লুবাবে ফিরিশতাদের সিজদা প্রসঙ্গে বলেছেন-

لم يكن فيه وضع الوجه على الارض وانما كان انحناء فلما جاء الاسلام ابطل ذالك بالسلام.

অর্থাৎ ওটা দ্বারা জমীনের উপর মুখ মন্ডল রাখাটা বুঝানো হয়নি, কেবল মাথানত করা ছিল। যখন ইসলামের আর্বিভাব হলো, সেটাও সালাম প্রচলনের দ্বারা বাতিল করে দেয়া হয়। উক্ত ইমামদ্বয় ইউসূফ (আঃ) কে সিজদা প্রসঙ্গে বলেন-

لم يرد بالسجود وضع الجباه على الارض وانما هو الانحناء التواضع وقيل وضهو الجباة على الارض على طريق التحية والتعظيم وكان جائزا الامم السابقة جبها لافى هذه الشريعة.

অর্থাৎ সিজদা বলতে মাটিতে মাথা রাখা নয়। ওটা কেবল মাথানত ও বিনয় ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, তাজিম ও সম্মান হিসেবে কপাল মাটিতে রেখে ছিলেন এবং আগের উম্মতদের মধ্যে সেটা জায়েয ছিল। কিন্তু এ শরীয়তে তা রহিত হয়ে গেছে। তফসীরে খাজেন ও জালালাইনে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এটা যদি সিজদা হিসেবে ধরেও নেয়া হয়, তাতে আনন্দ হওয়ার কিছু নেই। সিজদা আদম ও ইউসুফ (আঃ) এর জন্য ছিল, নাকি আল্লাহর জন্য ছিল, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে আসাকের আবু ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

انه سئل عن سجود الملئكة فقال ان الله جعل ادم كالكعبة.

অর্থাৎ তাঁকে ফিরিশতাদের সিজদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ) কে কাবার মত সাব্যস্ত করে দিয়েছিলেন। মুয়াল্লেম, খাজেন ও অন্যান্য তফসীরে বর্ণিত আছে-

وقيل منى قوله اسجدوا لادم اى الى ادم فكان ادم قبلة والسجود لله تعالى كما جعلت الكعبة قبلة الصلوة والصلوة لله تعالى.

কেউ কেউ বলেছেন যে, উল্লেখিত আয়াতের অর্থ হচ্ছে- আদমের দিক হয়ে সিজদা কর। তাই আদম ছিল কিবলা আর সিজদা ছিল আল্লাহর জন্য। যেমন কাবা নামাযের কিবলা এবং নামায আল্লাহর জন্য। সুরা ইউসূফ প্রসঙ্গেও বর্ণিত আছে-

وروى عن ابن عباس معناه خروالله عزوجل سجدا سجدا بين يدى يوسف والاول اصح.

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে আয়াতের অর্থ হলো- আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইউসুফ (আঃ) এর সামনে সিজদাতে পতিত হওয়া। সুতরাং এটাকে অকাট্যভাবে তাজিমী সিজদা বলা যায় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়াকুব (আঃ) ইউসূফ (আঃ)কে আল্লাহর শোকরানা স্বরূপ সিজদা করেছিলেন। তাই এটা কিছুতেই তাজিমী সিজদা ছিল না। ইমাম ফখরুদ্দিন রাযীর মতে ইয়াকুব (আঃ) কর্তৃক ইউসুফ (আঃ) কে সিজদা করা কল্পনাতীত এবং ইউসুফ (আঃ) একে জায়েয মনে করাটাও ধারনাতীত, কেননা, ইয়াকুব (আঃ) হচ্ছেন বৃদ্ধ পিতা, আল্লাহর নবী এবং দীনি ইলম ও নাবুয়াতের পদমর্যাদার দিক দিয়েও তাঁর থেকে উর্ধে। তাই এটা অসম্ভব।

সব কিছু সঠিক ধরে নিলেও আগের শরীয়ত আমদের জন্য দলীল হওয়াটা অকাট্য নয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমামদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কতেকের মতে আগের গুলো কোন দলীল নয় যদি তা আমাদের শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত না হয়। আর কতেকের মতে দলীল হিসেবে বিবেচ্য তবে যদি এর হুকুম রহিত না হয়।

সিজদার হুকুমটা সার্বজনীন ছিলনা, দু'টা সাময়িক ঘটনা মাত্র। সাময়িক ঘটনা সার্বজনীন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অতএব সবদিক বিবেচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাজিমী সিজদা হারাম, হারাম, হারাম।